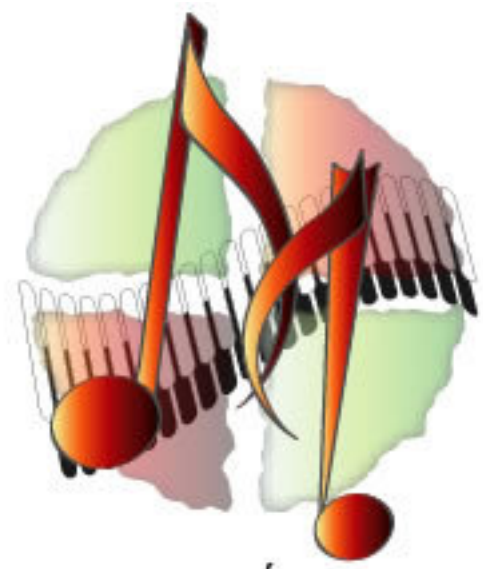

www.murchona.com

Durbin by Shirshendu Mukhopadhyay

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

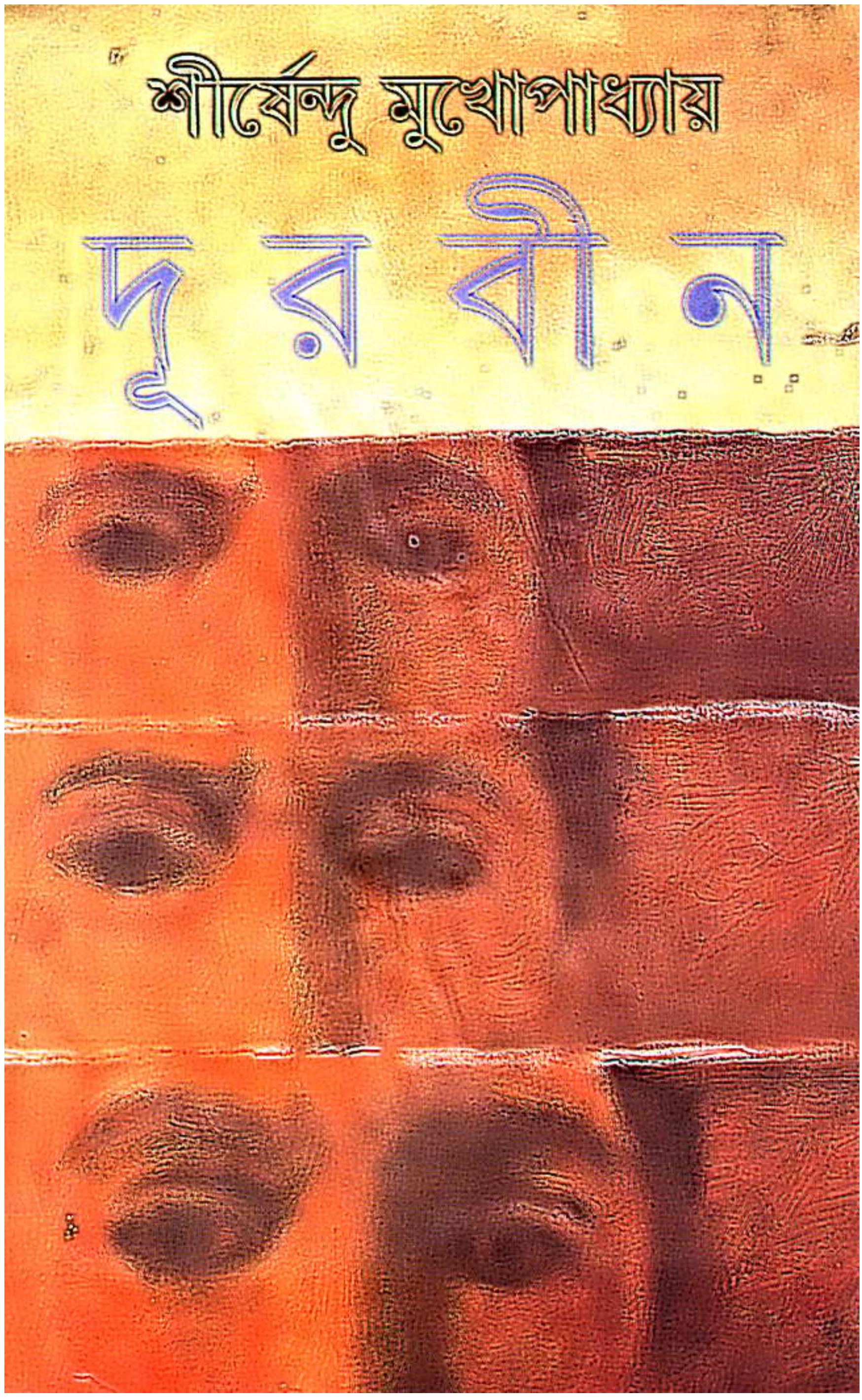

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
দূরবীন

www.MurchOna.com

॥ ৪৬ ॥

ভীড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে একটু আড়াল থেকে রাজা কয়েক পলক কৃষ্ণকান্তকে দেখল। লোকটাকে কি সে ঘেন্না করে ? না পছন্দ করে ? তাও না। লোকটার ওপর কি তার রাগ আছে ? থাকারই কথা। কিন্তু বাস্তবিক কোনো রাগও রাজা অনুভব করে না। সে খুব ভাল করে জানে, কৃষ্ণকান্তের চারপাশে যে দেশ কাল পরিস্থিতি তা তাঁর কাছে একটা দাবার ছক এবং তাঁরা সবাই ঘুঁটি মাত্র। ওই অতিশয় সুপুরুষ, কান্তিমান মানুষটির আর সব কিছুই আছে, কিন্তু হৃদয়বত্তা নেই। মানুষকে তিনি ব্যবহার করেন নিজের প্রয়োজনে। ওঁর জীবনটাই কিছু উদ্দেশ্য সাধনের সমন্বয় মাত্র। আর কিছু নয়।

শুধু একটা মাত্র জায়গায় তাঁকে দ্রব হতে দেখা গেছে। সে ওই রেমি। রেমির জন্য তিনি অনেক কিছু করেছেন। এমন কি তার নিঃসঙ্গতায় রাজাকে লেলিয়ে দেওয়ার মতো নীতিবোধহীন ষড়যন্ত্রেও তাঁর অরুচি হয়নি।

ব্যাপারটা বুঝতে রাজার একটু সময় লেগেছিল। ধ্রুব বা কুট্টিদা বাড়ি-ছাড়া। রেমি অর্থাৎ কুট্টিবউদি একা। সুতরাং তাকে সঙ্গ দিতে গিয়ে রাজা একটা সূক্ষ্ম তন্তুর মায়াজালে জড়িয়ে পড়েছিল।

সেই প্রথম দিন রেমি তেমন স্বচ্ছন্দ ছিল না। বার বার উচাটন হয়ে ধ্রুবর খোঁজ করছিল। বলছিল, আমাকে ওর অফিসে একবার নিয়ে চল।

কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। ধ্রুব কতটা বিপজ্জনক সে ধারণা বোধহয় কচি মেয়েটার নেই। কিন্তু তারা, অর্থাৎ ধ্রুবর আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুরা জানে অস্থিরচিত্ত ধ্রুবর পক্ষে সব রকম কাজই সম্ভব। রেগে গেলে খুব স্থির বুদ্ধিতে মানুষকে খুন করা তার কাছে কিছুই নয়। তার বন্ধুদের মধ্যে লোচ্চা, বদমাস, গুন্ডা, মস্তানদেরও অভাব নেই। বরং তাদের সংখ্যাই বেশী। এক দুর্বোধ্য কারণে এইসব বদখত লোকেরা ধ্রুবর জন্য জান কবুল করতে পারে। উপরন্তু ধ্রুব যখন খুশি যার-তার সঙ্গে যেমন তেমন ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। এক দূর সম্পর্কের কাকা আসতেন তাদের বাড়িতে। প্রীতিনাথ। ওরকম মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। ব্রিটিশ আমলের সন্ত্রাসবাদী। জেল তো খেটেছেনই, অত্যাচার নিপীড়নও বড় কম সহ্য করেননি। শোনা যায়, তাঁর সহ্যশক্তি ছিল প্রায় অবিশ্বাস্য। প্রীতিনাথ কার্যত ছিলেন ধ্রুবর গুরু। তাঁকে যত শ্রদ্ধা করত ধ্রুব এমনটা আর কাউকে করত না। নির্লোভ, উদাসীন, পরোপকারী ও ব্যক্তিত্বশালী এই মানুষটি বেঁচে থাকলে আজ কৃষ্ণকান্তের চেয়ে অনেক বড় নেতা হতে পারতেন। ধ্রুব তাঁর এমনই ভক্ত হয়ে পড়ে যে, একসময়ে প্রীতিনাথের খড়্গপুরের আস্তানাতেই সে মাসের মধ্যে বিশ পঁচিশ দিন পড়ে থাকত। প্রীতিনাথ রাজনীতি করতেন, ধ্রুব তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরত। কৃষ্ণকান্তর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন প্রীতিনাথ। তাঁর একটা দোষ ছিল, শরীর সম্পর্কে অবহেলা। একবার গ্রামের রাস্তায় বর্ষাকালে পড়ে গিয়ে তাঁর পা মচকায়। সেই মচকানো পায়ের ব্যথায় শয্যা নিলেন। অনেক ডাক্তার দেখল, কিছু করতে পারল না। অবশেষে প্রীতিনাথের ভক্তরা কলকাতা থেকে এক বড় ডাক্তারকে ধরে নিয়ে গেল। তিনি দেখেশুনে গাদাগুচ্ছের অত্যন্ত কড়া জাতের ব্যথার ওষুধ খাওয়ালেন। এমনিতেই ব্যথাহরা বড়ি খেতে গেলে কিছু বেছেগুছে এবং ভালরকম প্রতিষেধক নিয়ে খাওয়া উচিত, তার ওপর অতগুলো বড়ি। প্রীতিনাথ অম্লানবদনে খেয়ে গেলেন। একশো পঁচিশটা বড়ির একটা কোর্স শেষ হওয়ার পর পায়ের ব্যথা কমে গেল। কিন্তু তখন পেটে একটা চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়েছে। কলকাতায় এসে সেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলেন প্রীতিনাথ। ডাক্তার পেটের ব্যথা শুনে অভয় দিয়ে এক শিশি অ্যানট্যাসিড খেতে বলে দিল। কিন্তু তাতে কাজ হল না। বড় দেরী হয়ে গেছে তখন। পেটের রহস্যময় সেই ব্যথাটা বাড়তে লাগল ক্রমে ক্রমে। অসহ্য হয়ে উঠল। পাকা দুবছর প্রীতিনাথ অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করলেন। অসুখ ধরা পড়ল একেবারে শেষ অবস্থায়। ক্যানসার।

www.MurchOna.com

সেই ব্যথার সময় ধ্রুব প্রায় একটানা তাঁর কাছে থেকেছিল। কিন্তু তার মুখচোখে কোনো বিষণ্ণতা বা উদ্বেগের কোনো ভাব দেখেনি রাজা। ধ্রুবর চোখদুটো নিবিষ্টভাবে লক্ষ করত প্রীতিনাথকে। একবার সে মৃত্যুপথযাত্রী প্রীতিনাথকে বলে বসল, আপনার ওপর আমার আর শ্রদ্ধা নেই। আমি ভাবতাম আপনি পৃথিবীর সব ব্যথা সহ্য করতে পারেন। কিন্তু এখন বুঝেছি, আপনি আমাদের মতোই সাধারণ।

প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভুলে প্রীতিনাথ তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তটির দিকে অনেকক্ষণ অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে থেকে বলেছিলেন, এমন ব্যথা যেন আমার শত্রুরও না হয়। তুমি বুঝবে না, কী সাঙ্ঘাতিক···! ওঃ!

কিন্তু ধ্রুব তার যা বোঝার তা বুঝে নিয়েছিল। প্রীতিনাথকে কাতর অবস্থায় সে লক্ষ্য করত। টেপ রেকর্ডারে তুলে নিত তাঁর নানারকম যন্ত্রণার শব্দ। সেই ক্যাসেট বোধহয় আজও সযত্নে রেখে দিয়েছে ধ্রুব। প্রীতিনাথ মারা যাওয়ার পর কলকাতায় ফিরে এসে সবাইকে শুনিয়েছিল সেই ক্যাসেট। বলেছিল, আমি জানতাম, এইসব বিপ্লবীরা অল বোগাস। এরা কেউ ব্যথা যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না। মোস্ট অর্ডিনারি পিপল। প্রীতিকাকাকে আমার একসময় মনে হয়েছিল সুপারম্যান। দেখলাম, দূর! কিচ্ছু না। লোকটা মোস্ট এক্সপেণ্ডেবল।

এইসব সিদ্ধান্তে আসার পর ধ্রুবকে বেশ সুখীই দেখিয়েছিল। প্রীতিনাথের মধ্যে অতিমানবকে খুঁজে না পেয়ে যেন সে নিশ্চিন্তই হয়েছে।

অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে এই ঘটনার মধ্যে যে বিকট নিষ্ঠুরতা আছে তা ধ্রুব খেয়ালই করল না। শোনা যায়, প্রীতিনাথের মৃত্যুর কিছু আগে ধ্রুব তাঁকে আত্মহত্যা করার পরামর্শ দেয়। সে নাকি বলেছিল, আপনার উচিত কাপুরুষদের পন্থা গ্রহণ করা। যন্ত্রণা যদি না-ই সইতে পারেন দেন হোয়াই ডোণ্ট ইউ কমিট সুইসাইড?

রাজা এরকম কিছু কিছু ঘটনার ভিতর দিয়ে ধ্রুবকে চিনেছে। তাই সে সহজে তাকে ঘাঁটাতে চায় না।

রেমি বউদি এত ঘটনার কথা জানে না। ধ্রুবকে চিনতে তার সময় লাগবে। বেচারা! বড় মানসিক কষ্টের মধ্যে এখন দিন কাটছে ওর।

বিকেলে নাটকটা চুপ করে বসেই দেখেছিল রেমি। একটু খুশিই হয়েছিল। ফেরার পথে বলল, নাটকটা তো খুব খারাপ নয়, কিন্তু তোমার মিউজিক তো তেমন কিছু শুনলাম না।

মিউজিক মানেই কি গান বা কনসার্ট?

তবে কী?

আধুনিক নাটকে বা সিনেমায় ওরকম মিউজিক কম থাকে। ব্যাকগ্রাউন্ডে নানারকম সাউণ্ড তৈরি করাও মিউজিক ডিরেক্টরের কাজ।

ছাই কাজ।

মুখে যাই বলুক রেমি, রাজা সম্পর্কে তার সেদিন একটু মনোযোগও এসে থাকবে।

সেই শুরু একটা অদ্ভুত, ঘন, প্রগল্‌ভ সম্পর্কের।

রাজার রেকর্ডিং-এ রেমি রেডিও স্টেশনে যেত। রাজার প্রোগ্রাম থাকলে গিয়ে শুনে আসত।

আরো মাসখানেক নিরুদ্দেশ থাকার পর কৃষ্ণকান্ত কলকাঠি নাড়তে লাগলেন। পুলিসকে সংবরণ করলেন। ধ্রুব ফিরে এল।

সেই সময়টা কৃষ্ণকান্তর ভাল যাচ্ছিল না। একটা ফালতু কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ায় তাঁকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয়। প্রভাব প্রতিপত্তি কিছুই কমেনি, কিন্তু একটা ধাক্কা খেতে হল। একটানা দীর্ঘদিন তিনি মন্ত্রিত্ব করতে পারেননি। কখনো মন্ত্রী হয়েছেন, কখনো বাদ গেছেন। কিন্তু মন্ত্রীর পদ থেকে এভাবে কখনো সরে দাঁড়াতে হয়নি।

সেই দুঃসময়ে ধ্রুব ফিরল। কৃষ্ণকান্ত মন্ত্রিত্ব হারানোয় যখন সমস্ত পরিবারটাই কিছু বিষণ্ণ, তখন একমাত্র ধ্রুবই আনন্দে ঝলমল।

www.MurchOna.com

বাড়িতে ফিরেই রেমিকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমাকে মাঝে মাঝে এখানে সেখানে একটা ছোকরার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। কে বলো তো ?

রেমি ঘাবড়ে গিয়েছিল একটু। চোখমুখ লাল করে বলল, ছোকরা আবার কে ? ও তো রাজা।

ধ্রুব জবাবটা শুনল, তবু কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল রেমির দিকে। কোনো অভিযোগ করল না, সন্দেহ প্রকাশ করল না, এমন কি তার তাকানোর মধ্যেও কোনো কুটিলতা ছিল না। বরং সহজ সরল এক তাকিয়ে থাকা যার কোনো মানে নেই।

কিন্তু সেই দৃষ্টির সামনে রেমি ঘামতে লাগল, লাল হয়ে যেতে লাগল লজ্জায়।

ধ্রুব রেমির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে করতে মৃদু স্বরে বলল, তোমাকে আমি অনেকবারই বলেছি তোমার একজন সঙ্গী দরকার। যাকে প্রকৃত সঙ্গী বলা যায়। আমি তো তোমাকে কিছুই দিতে পারি না। না সঙ্গ, না হৃদয়।

রেমি হঠাৎ রেগে গিয়ে বলে, কী যা তা বলছ ?

ধ্রুব উদাস গলায় বলে, রাজা বড় ভাল ছেলে।

রেমি দাঁতে দাঁত পিষে বলল, ভাল ছেলেই তো। ওরকম ভাল তুমিও হতে পারো না ?

না। ধ্রুব খুব গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলে, আমি তা হতে পারি না। এ জীবনে আর তা হবেও না। কিন্তু আমার রিফর্মেশন নিয়ে অত ভেবো না। ধ্রুব যদি রাজার মতোই হয় তবে ধ্রুবর মতো কেউ যে থাকবে না। ধ্রুব রাজা সবাইকে নিয়েই তো দুনিয়া।

রেমি আর কোনো কথা বলেনি।

ধ্রুব নিজেই জিজ্ঞেস করল, রুস্তম কী বলছে ?

কে রুস্তম ? রেমি ভ্রূ কুঁচকে পাল্টা প্রশ্ন করে।

আরে রুস্তম—মহান রুস্তম। তোমার শ্বশুর এবং প্রাক্তন মন্ত্রী।

উনি রুস্তম হতে যাবেন কেন ?

বীরদেরই রকের ছেলেরা রুস্তম বলে। খারাপ কথা কিছু নয়। তোমার শ্বশুরের প্রশংসাই করছি।

ওরকম রকবাজদের ভাষায় কথা বলছ কেন ?

ধ্রুব একটু হাসল। বিষণ্ণ হাসি। তার চেহারাটা সেবার একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবু শীর্ণ চেহারার ভিতর দিয়েও একটা ক্ষুরধার বুদ্ধির আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল।

ধ্রুবর সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ বিস্তারিতভাবে রেমি শুনিয়েছিল রাজাকে।

রাজা বলল, বউদি, ধ্রুবদার স্পাই সর্বত্র। আমাদের সব চলাফেরা কুট্টিদা লক্ষ্য রেখেছে।

রাখুক না, খারাপ কিছু তো নয়।

খারাপ নয়। ধ্রুবদা যদি সন্দেহ করে যে, আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করছি ?

রেমি খুব অবাক হয়ে সরল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রাজার দিকে। তারপর বলল, সন্দেহ করবে ! ওমা ! সন্দেহের কী ? অ.মরা প্রেমই তো করছি রাজা ! আরো করব। ইচ্ছামতো ঘুরব তোমার সঙ্গে, সিনেমায়, থিয়েটারে, গানের জলসায় [illegible] দুজনে।

সর্বনাশ বউদি ! কুট্টিদা যখন ভালো তখন ভাল। কিন্তু [illegible]

রেমি সেই কথাটায় কান না দিয়ে বলল, তুমি অত ভেবো না। [illegible] এমন বিহেভ করব যাতে ও সত্যিই ভেবে নেয় যে, আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করছি। তখন [illegible] হয়ে উঠবে যে, জ্বলতে জ্বলতে একে একদিন সারেন্ডার করবে।

রেমির এই কথায় রাজার চোখ থেকে একটা পর্দা সরে গেল [illegible] ঠিকই যে, রেমির সঙ্গে তার একটা দেওর-বউদির [illegible] তৈরি হয়েছে [illegible] প্রায় সর্বত্রই রাজার সহচরী রেমি বউদি এবং রেমি বউদির সহচর রাজা। [illegible] কিছু বলাবলি করলেও [illegible] রেমি রাজার

www.MurchOna.com

বছর ধরে তার ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ালেও কোনোদিন কুট্টিদার দিক থেকে মন ফেরাতে পারবে না। রেমিও তাকে ঘুঁটি বানিয়ে একটা প্রেম-প্রেম ভাব গড়ে তুলতে চাইছে, স্রেফ ধ্রুবর জন্যই।

একবার তাকে ঘুঁটি বানিয়েছেন কৃষ্ণকান্ত। দ্বিতীয়বার বানাল রেমি। অথচ কেবলমাত্র ঘুঁটি হওয়ার কথা তো নয় তার। সে অতীব সুপুরুষ, উঁচু দরের গায়ক। নামকরা সঙ্গীত পরিচালকও। যে কোনো মেয়ের পক্ষেই তার প্রেমে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

রাজা সেই প্রথম পরাজয়ের স্বাদ টের পেল। ব্যর্থতা আর তেতো বোধে ভরে গেল তার অভ্যন্তর। সে বলল, আমি ওসব খেলার মধ্যে নেই বউদি। আমাকে রেহাই দাও।

রেহাই চাইছো? কেন, আমি কী করলাম? বড় অভিমান ভরে রেমি বলল।

বউদি, তুমি ছেলেমানুষ, সব বুঝবে না

আমার জন্য তোমার মায়া নেই?

ভীষণ মায়া বউদি।

তাহলে! আমার জন্য এটুকু করো। পায়ে পড়ি।

কোনটুকু বউদি! ধ্রুবদাকে তোমার অনুগত করে তোলা?

হ্যাঁ রাজা। ও কেন আমাকে একটুও পাত্তা দেয় না?

দেবে বউদি। কুট্টিদার জন্ম নভেম্বর মাসে। সায়ন মতে বৃশ্চিক রাশি। বড় সাঙ্ঘাতিক লোক। এ রাশির লোকেরা কোনো কালে মেয়েদের বশ হয় না।

তুমি জ্যোতিষ জানো নাকি?

ঠিক জানা একে বলে না। একটু-আধটু বইপত্র ঘেঁটেছি। কুট্টিদা আমার কাছে চিরকালই এক রহস্যময় মানুষ।

আমার কাছেও। কী করবে বলো তো!

কী বলব? শুধু বলি, মেনে নাও।

তুমি ওকে অত ভয় করো কেন?

শুধু ভয় নয় বউদি, কুট্টিদাকে ভালোওবাসি।

রেমি ভারী অসহায়ভাবে মুখখানা একটু হাঁ করে চেয়ে থেকে বাচ্চা বয়ঃসন্ধির মেয়ের মতো বলল, আমিও বাসি। কিন্তু কেন যে বাসি তা বুঝতে পারি না।

সেটাই তো বৃশ্চিকের রহস্য। ও রহস্য ভেদ হওয়ার নয়।

তা হোক। তুমি আমাকে ছেড়ে দিও না। তোমাকে আমার যে ভীষণ দরকার।

আচ্ছা, আসব। কিন্তু আগের মতো যখন তখন ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারব না। কুট্টিদা ব্যাপারটা পছন্দ না করতে পারে।

কাঁদো কাঁদো হয়ে রেমি বলল, তাহলে তো বাঁচতাম রাজা। কিন্তু ও নিজেই আমাকে অন্যের সঙ্গে প্রেম করার পরামর্শ দেয়।

ঠাট্টা করে।

মোটেই নয়। আমি কি এতই বোকা যে ওর ঠাট্টাও বুঝতে পারব না?

রাজা একটু হেসেছিল মাত্র।

সেইসময় একদিন কৃষ্ণকান্ত ডেকে পাঠালেন রাজাকে। গভর্ণমেন্ট প্লেস-এ কৃষ্ণকান্তর একটা পুরোনো চেম্বার আছে। যখন রাজনীতি করেন না তখন মাঝে মাঝে তাঁর ল' প্র্যাকটিস করার কথা মনে হয়। ওকালতি করলে তাঁর আয় ভালই হত। একসময়ে একটা এটর্নি ফার্মও খুলেছিলেন। সেগুলো সব লাটে উঠেছে। তবে গভর্ণমেন্ট প্লেস-এর চেম্বারটা তাঁর এখনো আছে। সেখানেই দেখা হল।

রাজা, কী খবর রে?

ভাল।

বউদিকে [illegible] কিছু [illegible]

www.MurchOna.com

গান ! কই গান শেখানোর কথা কিছু বলেননি তো !

বলিনি ! তবে কী বলেছিলাম ?

জাস্ট কমপ্যানি দেওয়ার কথা বলেছিলেন।

এমনি এমনি আবার কমপ্যানি কী রে ! কিছু একটা কাজ নিয়ে থাকবি তো '

বউদিও গানের কথা কিছু বলেনি।

বউমার কি এখন সেরকম মন আছে ? দামড়াটার পাল্লায় পড়ে ওর হাড়মাস কালি হয়ে গেল। বড় দুঃখী মেয়ে। একটু গানটান করলে মনটা ভাল থাকত। ওর গলা কেমন ?

একটু ভেবে রাজা বলল, বোধহয় খারাপ হবে না।

তাহলে একটু শেখাস।

যদি শিখতে না চায় ?

এমনিতে চাইবে না। গরজটা তুই-ই দেখাবি।

ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন, দেখব।

কৃষ্ণকান্ত একটু গম্ভীর হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তবে অনারেবল ডিসট্যানস বজায় রেখে যা করার করবে।

অনারেবল ডিসট্যানস ! তার মানে ?

মেয়েদের সঙ্গে, বিশেষ করে গেরস্ত বউদের সঙ্গে একটা সম্মানজনক দূরত্ব থাকা ভাল।

রাজা রেগে উঠতে যাচ্ছিল।

কৃষ্ণকান্ত মৃদু হেসে বললেন, এগুলো ভাল কাস্টম। কাজ হয়।

রাজা মনে মনে ভাবল, খচ্চর বুড়ো, এই অনারেবল ডিসট্যানসের কথা এখন কেন ? আগে তো বলোনি কখনো ঘুঘু !

গান শিখতে রেমি অবশ্য একটুও আপত্তি করল না। কারণ সে তখন যেমন করেই হোক রাজাকে হাতে রাখতে চায়।

সপ্তাহে দু' দিন তিন দিন গিয়ে রেমিকে তালিম দিত রাজা। রেমির গলা ভাল। অনভ্যাসে বসে গিয়েছিল। তালিম পেয়ে গলা খুলল। তবে এমন কিছু উঁচুদরের গায়িকা রেমি নয়। শোনা যায়।

সেই সঙ্গীত শিক্ষার আসরে মাঝে মাঝে ধ্রুবও থাকত। ধ্রুবর গান বা অন্য কিছুতেই আসক্তি নেই। সে শুধু লক্ষ্য করত দুজনকে।

একদিন গান শিখিয়ে বেরিয়ে আসছে রাজা, ধ্রুব তার সঙ্গ ধরল।

রাজা ! একটা কথা বলবি ?

বলো কুট্টিদা।

কেসটা কী ?

কিসের কেস ?

এই তোর আর রেমির।

তা আমি কী করে বলব ?

তোকে ওর সঙ্গে ভেড়াল কে ?

হ্যাঁ। সবই তো জানো।

না, জানি না ! ভেড়ানোর ব্যাপারটায় একটু খটকা ছিল। মন্ত্রীমশাই তোকে কী বলেছিল ?

কমপ্যানি দিতে। তুমি নেই, বউদি একা। তাই।

মতলবটা কী ?

তা জানি না কুট্টিদা।

মন্ত্রীমশাই আর একটা চাল চেলেছে। কিন্তু চালটা বুঝতে পারছি না রে রাজা।

আমিও বুঝতে পারছি না।

www.MurchOna.com

তবে ভেড়ার মতো যা বলছে তাই করছিস কেন ?

কিছু ক্ষতি তো নেই !

তোর নেই, কিন্তু রেমির আছে।

তার মানে ?

তোর অনেক গার্ল ফ্রেণ্ড, আমি জানি একে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে বেড়াস, তার ওপর লালটুমার্কা চেহারা। তোর ফ্যান অনেক। কিন্তু রেমি বোকা মেয়েমানুষ। ওর বয় ফ্রেণ্ড কেউ নেই।

ওসব বলছ কেন ?

বলছি, তোর আর রেমির মধ্যে যদি কোনো সফটনেস দেখা দেয় তাহলে সেটা কোনো পরিণতিতে যাবে না। রেমির সঙ্গে তুই লাইফটা কাটাতে চাইলেও পারবি না। কৃষ্ণকান্ত তোকে কেটে ফেলবে। সুতরাং—

রাজা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল।

কিন্তু ধ্রুব বাধা দিয়ে বলল, আগে শোন। কেস যদি বিলা হয়ে যায় তবে তুই সইতে পারবি। কারণ তোর মেয়েছেলে অনেক দেখা আছে। রেমি পারবে না। কারণ ও সিরিয়াস টাইপের মেয়ে।

তুমি কি আমাদের সন্দেহ করো কুট্টিদা ?

করি। কারণ কেসটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

তবে আমাকে ছুটি দাও।

দূর পাগলা ! তুই ভাবছিস আমি রাগ করেছি। মোটেই না। আমি চাই রেমি আমাকে ছেড়ে অন্য দিকে একটু ইনটারেস্ট নিক। কিন্তু আমি চাইলেই তো হবে না। কেষ্ট চৌধুরি রেমির চামচা। তাই বলছি খুব সাবধান।

উর্নিং তো আমাকে বলেছেন।

কেন বলেছেন সেইটেই তো বুঝতে পারছি না রে গাড়ল। তাই ভাবছি রেমির জন্য উনি একটা নরবলির ব্যবস্থা করেছেন কিনা।

কী বলি ?

নরবলি। আমার মনে হচ্ছে তোকে উৎসর্গ করা হচ্ছে।

রাজা হেসে ফেলেছিল, ঠাট্টা করছ কুট্টিদা ?

না রে। ঠাট্টা নয়। কিন্তু তোকে নার্ভাস দেখাচ্ছে কেন ?

কই নার্ভাস ?

তোর ভয় নেই। আমি কিছু বলব না। ক্যারি অন। শুধু কেষ্ট চৌধুরির দিকে নজর রাখিস।

॥ ৪৭ ॥

সকালবেলাতেই মামুদ সাহেব এসে হাজির। ছোটোখাটো মানুষ। মাকুন্দ। খুব ফটফটে সাদা পাজামা আর পানজাবি পরনে। মাথায় জালি কাজ করা ফেজ। গা থেকে মৃদু গোলাপী আতরের সুবাস ছড়াচ্ছে। মুখে একখানা লবঙ্গ। চোখের দৃষ্টিতে খর বুদ্ধির চিকিমিকি।

হেমকান্ত মামুদকে আবাল্য চেনেন। তাঁর সমবয়সী। স্কুলে এক ক্লাস উঁচুতে পড়ত। বরাবরই দারুণ ভাল ছাত্র। কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাশ করে এসে কিছুকাল প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করে। কিন্তু পসার তেমন হয়নি। গোঁড়া হিন্দু পরিবারে মুসলমান ডাক্তার কল পায় না। ফলে মামুদকে একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে প্র্যাকটিস করতে হয়। হেমকান্ত শুনেছেন, মামুদ বিলেতে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। বড় ডাক্তার হয়ে এলে হয়তো পসার জমত। কিন্তু সেটাও হয়ে ওঠেনি টাকার অভাবে।

অনেককাল মামুদের সঙ্গে দেখা হয়নি।

www.MurchOna.com

হেমকান্ত তাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, কেমন রে মামুদ, ভাল আছিস ?

মামুদ বললেন, তুই কেমন ?

বহুকাল তোর দেখা নেই। কী করছিস ?

কী আর করব ! হজটা সেরে এলাম।

হজ ! সে তো মক্কায় ! হেমকান্ত খুব বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকেন।

মামুদ সাহেব মৃদু হেসে বলেন, কাবা তো মক্কাতেই। সেটা কোন আহাম্মক না জানে ?

অত দূরে গিয়েছিলি !

হ্যাঁ। এদিক ওদিক একটু ঘুরেও এলাম।

যাওয়ার আগে বলে যাসনি তো !

মেলা লোকের মেলা ফরমাস ছিল। মাথা গড়বড় হয়ে গিয়েছিল তখন। দেখা করার ফুরসৎ ছিল না।

হেমকান্ত একটা বিক্ষুব্ধ শ্বাস ছাড়লেন। মক্কা কতদূর ! তিনি নিজে কখনো অত দূরে যাবেন না।

মামুদ সাহেব গলাটা সাফ করে নিলেন। তারপর বললেন, কাবুলে খুব গণ্ডগোল।

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন। কাবুলের গণ্ডগোলের কথা তিনি জানেন। আর একটা বিশ্বযুদ্ধ লেগে যেতে পারে। তবে সম্ভাব্য বিশ্বযুদ্ধ তাঁকে উদ্বিগ্ন করে না। বাইরের বড় বড় ঘটনা তাঁকে স্পর্শ করে কমই। তিনি শুধু মুখে একটা দুশ্চিন্তার ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। হেমকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, মক্কায় কিসে গেলি ? জাহাজে ?

মামুদ সাহেব এইসব আহাম্মকী প্রশ্নে মৃদু হাসলেন। বললেন, জাহাজ ছাড়া আর কিসে ? তবে কষ্ট হয়েছে খুব। বমিটমি করে একদম শয্যা নিতে হয়েছিল।

জাহাজ ! হেমকান্তর মাঝে মাঝে জাহাজের কথা মনে হয়। স্টিমারে কয়েকবার চেপেছেন বটে কিন্তু অকূল সমুদ্রে বিশাল জাহাজে নিরুদ্দেশযাত্রা খুবই অন্যরকম ব্যাপার। এই জীবনে জাহাজে চড়াও হল না হেমকান্তর।

হেমকান্ত নড়েচড়ে বসে বললেন, বল তোর মক্কার গল্প। শুনি।

মামুদ সাহেব পকেট থেকে একটা দস্তার কৌটো বের করে আর একটা লবঙ্গ মুখে ফেলে কৌটোটা বাড়িয়ে দিলেন হেমকান্তর দিকে, নিবি একটা ?

হেমকান্ত নিলেন।

কৌটোটা পকেটে পুরে মামুদ সাহেব তাঁর ভ্রমণকাহিনী বলতে লাগলেন। কলকাতা হয়ে বোমবাই যাত্রা। তারপর জাহাজে। মক্কা ও মদিনার রুক্ষ ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু। তীর্থযাত্রীদের জন্য ব্যবস্থা ইত্যাদি। মামুদ সাহেব কম কথার মানুষ, বিশেষ রসিকপ্রকৃতিরও নন। সেইজন্য মিনিট দশ পনেরোর মধ্যেই তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত শেষ হয়ে গেল।

হেমকান্ত সব শুনেটুনে বললেন, তোর তো ধর্মে এত মতি ছিল না।

মামুদ সাহেব একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, হজটা সেরে রাখা নাকি ভাল, সবাই বলে।

আমাকেও তীর্থে যাওয়ার কথা বলে অনেকে।

মামুদ সাহেব হেসে বললেন, গেলেই পারিস। তোদের তো কষ্ট নেই, খরচও কম। গয়া কাশী বৃন্দাবন সবই ঘরের কাছে।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে রসিকতা করে বললেন, অলস লোকদের কাছে এ ঘর থেকে ও ঘরটাও দূর বলে মনে হয়।

মামুদ সাহেব চুপ করে রইলেন।

হেমকান্ত কথা খুঁজে না পেয়ে প্রশ্ন করলেন, তোর প্র্যাকটিস কেমন ?

www.MurchOna.com

কোথায় প্র্যাকটিস ? হিন্দুরা তো আর ডাকবে না আমাকে। তা আমি এখন ডাক্তারি প্রায় ভুলেই যাচ্ছি।

মামুদের সমস্যা হেমকান্ত জানেন। কী বলবেন, চুপ করে রইলেন।

মামুদ সাহেব বললেন, হেমভাই, দিনকালটা বড় ভাল নয়। হিন্দু-মুসলমানে হুট বলতেই দাঙ্গা লেগে যাচ্ছে। বিহিত কিছু ভাবছো ?

হেমকান্ত কাঁচুমাচু হয়ে পড়েন। বাস্তবিকই তিনি সমাজ-সংসারের তেমন খোঁজ রাখেন না। বললেন, আমি তো ভাই রাজনীতি করি না, কী ভাবব ?

তোমাকেই ভাবতে হবে। রাজনীতি না কর, তোমার হাজারের ওপর মুসলমান প্রজা আছে। তাদের ভালমন্দ তুমি ছাড়া কে দেখবে ?

ভালমন্দ দেখার জন্য লোক লস্কর পেয়াদা লাঠিয়াল লাগে। সেসব তো আমার নেই।

মামুদ সাহেব বললেন, আমি শুধু মুসলমানদের পক্ষ হয়ে বলতে আসিনি। হিন্দুদের হয়েও বলছি। দাঙ্গা লাগলে দু'পক্ষেরই নিরীহ লোকের বিপদ।

সে তো বুঝি। ভাবিও। কিন্তু কী করব বল।

সেটা বলতেই আসা। আমি হিন্দু মুসলমান সব বিশিষ্ট লোককে নিয়ে একটা কমিটি করতে চাই।

কমিটি! তা বেশ তো, কর না।

ওভাবে বললে হবে না। কমিটি-টমিটি মেলা তৈরি হচ্ছে আজকাল। তাতে তেমন কাজ হয় না। আমি ভাবছি যা যা করলে দাঙ্গা হবে না এই কমিটি তা তা করবে।

কিছু ভেবেছো ?

ভেবেছি। মৌলবি লিয়াকত হোসেন কিছুদিন আগে খবরের কাগজে এক বিবৃতি দিয়ে মুসলমানদের গো-হত্যা বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু খবরের কাগজ আর কজন পড়ে বলো! তাই আমাদের কমিটির লোকেরা এসব কথা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সকলকে বুঝিয়ে বলতে পারে। তাতে কাজ হবে। এরকম আরো অনেক কিছুই করা যায়। হিন্দুরাও করবে, মুসলমানরাও করবে। তাদের দিয়ে করাতে হবে।

হেমকান্ত অসহায়ভাবে বলেন, আমি যত মানুষকে রোজ দেখি তারা তো তেমন খারাপ লোক নয়। তবে দাঙ্গা খুনোখুনী কারা করে বল তো!

গেরস্থ সাধারণ মানুষেরা করে না। করে কিছু গুণ্ডা বদমাশ। তারা হিন্দু মুসলমান কিছু নয়। তাদের জাতই ওই। এদের ঠেকানোই বড় কাজ।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, শুধু এদের ঠেকালে হবে কেন। উসকে দিচ্ছে কারা তাও তো দেখতে হবে।

সে আমরা জানি। উসকে [illegible] সৈকে দেয় রাজনীতির লোকেরা। সে কথাটাই যদি মানুষকে বুঝিয়ে বলা যায় তাহলে কেমন হয় ?

হেমকান্ত বললেন, ক'দিন আগেই বোম্বাইয়ে কী কাণ্ড হয়ে গেল! আমার মনে হয় কমিটি করে এ জিনিস বন্ধ করা যাবে না।

তাহলে তুই কী করতে বলিস ?

হেমকান্ত হাসলেন, আমার কি জানিস ? আমার হল নেগেটিভ প্রমিনেণ্ট। সর্বদা "হবে না" কথাটাই জপ করি। আমার কথা ছেড়ে দে। কমিটিই কর বরং।

মামুদ সাহেব হেসে বললেন, আমরা কমিটি করব আর তুমি আলগোছে বসে থাকবে তা হবে না।

আমাকে আবার কেন ?

www.MurchOna.com

তোমাকে প্রেসিডেন্ট করব্ব হবে।

ও বাবা!

মামুদ সাহেব গভীর ও আন্তরিক গলায় বললেন, আমি তোমাকে জানি হেম। তুমি সব কিছু থেকে দূরে থাকতে চাও। কিন্তু কত আর দূরে থাকবে বলো। ঘরের কাছে আগুন লাগলে মানুষ কি আর বসে থাকতে পারে। দেখছিস না, দেশে যে-কোনরকম গণ্ডগোল লাগলেই সেটা গিয়ে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় দাঁড়ায়। বোমবাইয়ে কী হয়েছিল মনে নেই? কাপড়কলে শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছিল। ধর্মঘটের বিরুদ্ধেও ছিল কিছু লোক। কপাল এমন যে, ধর্মঘটীরা হিন্দু আর বিরোধীরা মুসলমান। ফলং রায়ট। দুমদাম কিছু লোক মরে গেল। এরকমটা এদিকেও হতে পারে।

হেমকান্ত খুব বেশী খবর রাখেন না। বললেন, তা তো পারেই। হয়েছেও।

হয়েছে সে জানি। কিন্তু আর হতে দিতে চাই না। পানজাবের এক গবরনর ছিল মাইকেল ও'ডায়ার। সে বিলেতের এক কাগজে লিখেছে, ১৯১৯ সালের সেই রাউলাট আইনের বিরুদ্ধতা থেকেই এসব দাঙ্গাহাঙ্গামার শুরু। আরো বলেছে এসবের পিছনে জারমানির উস্কানি আছে। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মতিলাল নেহরু আর সেকরেটারি জহরলাল নেহরু নাকি রীতিমত জারমানির সঙ্গে ফন্দি আঁটছেন। ১৯৩২ সালে রাশিয়া নাকি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামবে, আর তখন ভারতেও বিদ্রোহ ঘটবে। এই বিদ্রোহ ঘটানোর জন্য বলশেভিকরা কংগ্রেসের মাধ্যমে বাঙালী আর মাদ্রাজী ছেলেদের তৈরি করছে। জানিস এতসব কথা?

না। এসব কি খবরের কাগজে বেরিয়েছে?

হ্যাঁ, তবে খবরের কাগজে খবরটাকে বেশী পাত্তা দেয়নি। তারা না দিক আমি দিই। ও'ডায়ারের ওসব কথা বিশ্বাস করার মতো লোকও কিন্তু অনেক আছে।

তা অবশ্য আছে।

আমাদের কাজ হবে এই ভুল ধারণাগুলোকে ভেঙে দেওয়া। মহাত্মাজী তাঁর আন্দোলন করছেন করুন, নেতারা স্বরাজ আনুন, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপারটা আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। এটাকে এক্ষুনি ফাইট-টাইট করা দরকার।

হেমকান্ত করুণ নয়নে মামুদের দিকে চেয়ে বললেন, তা বেশ ভারী কাউকে প্রেসিডেন্ট করলে হয় না?

হয়। কিন্তু আমি তোকে দিয়ে একটু কাজ করাতে চাই।

আমি কি কাজের লোক?

না। সেইজন্যই তোকে কাজের লোক করে তুলতে চাই।

মামুদ সাহেব উঠলেন। পকেট থেকে কৌটো বের করে একটা লবঙ্গ মুখে ফেলে বললেন, বাগদাদে কিনেছিলাম। ভারী সস্তা। নিবি?

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন, না। লবঙ্গ কে খাবে?

তাহলে আসি।

মামুদ সাহেব চলে যাওয়ার পর বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন হেমকান্ত। হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা এ দেশের কালব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রক্তপাত হেমকান্ত একদম সইতে পারেন না। তাই খবরের কাগজে এসব ঘটনা তিনি ভাল করে পড়েনও না। তবু এই যে মামুদ এসে তাঁকে একটা কমিটির সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে গেল এতে কাজটা ভাল হল না মন্দ হল তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

সমস্যা তাঁর একরকম নয়। একটা বিশ্রী সন্দেহ ইতিমধ্যেই তাঁর ভিতরে সঞ্চার করেছে মনু। কী করবেন তা বুঝতে পারছেন না।

হেমকান্ত গুম হয়ে বসে রইলেন।

বিকেলে শচীন কখন কাছারিঘরে আসে তা আজকাল লক্ষ রাখে বিশাখা। ছাদটা আজকাল

www.MurchOna.com

চপলার দখলে। তাই সে ছাদে ওঠে না। বাইরের দিককার দোতলা একটা ঘরের জানালা একটু ফাঁক করে দেখে।

শচীন সাইকেলটা বারান্দার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে ভিতরে ঢোকে। ঢোকবার আগে একবার ছাদের দিকে তাকায়। মুচকি একটু হাসে। ওই হাসিটাই গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয় বিশাখার। কাকে দেখে শচীন হাসে এবং কেন হাসে তা সে জানে।

চপলার সঙ্গে আজকাল সে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। মুখ দেখাদেখিও প্রায় বন্ধ। কৃষ্ণকে ও বউদির সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করেছে সে। কিন্তু বোকা এবং জেদী কৃষ্ণকান্ত কারো কথা শোনার পাত্রই নয়।

একা একা জ্বলে মরছে বিশাখা।

আজ বিকেলে সে আর পারল না। চিকন নামে একটা নতুন বাচ্চা ঝি বহাল হয়েছে সবে। চালাকচতুর। তাকে ডেকে একটা চিঠি পাঠাল শচীনকে। লিখল, কাছারির পিছনের বাগানে একবার আসবেন এক্ষুনি? বড় দরকার।

বিকেলের আলো আজকাল সহজে মরতে চায় না বলে বিশাখা চিঠিটা পাঠাল সন্ধের মুখটায়। আলো-আঁধারি ভাবটা যখন ঘনিয়ে এসেছে, শঙ্খে ফুঁ পড়েছে, জ্বলে উঠছে দু-একটা ঘরের আলো, ঠিক তখন।

একটু সাজল বিশাখা। বেশী নয়। চোখের নীচে কাজল টানল। তারপর চুপিসাড়ে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে।

কুঞ্জবনটা হেমকান্তর সম্পত্তি। তবে সব দিন তিনি থাকেন না। আজকাল অনেক বিকেল তিনি ঘরে বসেই কাটিয়ে দেন। কখনো বা বড় বউমার তাগাদায় গাড়ি নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোন। আজও তাঁকে ঘোড়ার গাড়িতে বেরিয়ে যেতে দেখেছে বিশাখা।

সেদিন যেখানে বসেছিল, সেই ভাঙা গাড়ির পাদানীতে আজও এসে বসল বিশাখা।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। কাছারিঘর থেকে বেরিয়ে দীর্ঘকায় শচীন লতাপাতায় আচ্ছন্ন শুঁড়িপথটা দিয়ে মাথা নীচু করে এসে কুঞ্জবনে ঢুকল।

বিশাখার বুক কাঁপছিল। আগেরবার তার সঙ্গে শচীনের সাক্ষাৎকার ঘটিয়েছিল চপলা। তার নিজের কোনো দায় ছিল না। কিন্তু এবার শচীনকে ডেকেছে সে নিজেই।

শচীনের হাবভাবে লজ্জা সংকোচের বালাই নেই সামনে এসে বুকিবা একটু ভ্রূ কুঁচকেই দেখল তাকে। বিশাখা মাথা নত করে উঠে দাঁড়াল।

শচীন বলল, তুমি ডেকেছো? কী ব্যাপার?

বিশাখা কিছু ভেবে আসেনি। কী যে বলবে তা তার মাথায় আসছিল না। পায়ের আঙুলে মাটি খুঁটতে খুঁটতে সে বলল, আমার কয়েকটা কথা ছিল।

বলো।

আপনি রাগ করবেন না?

তুমি তো অনেক কথাই আড়ালে বলেছো। তাতে কি আর তেমন রাগ করেছি? আজ কী বলবে?

আমার দোষ হয়েছে।

কিসের দোষ?

ওসব কথা বলা ঠিক হয়নি সুফলাকে।

যা বলেছো তা আমি মনে রাখিনি। কিন্তু তোমার মনোভাবটা ভাল নয়। ওরকম মন থাকলে জীবনে সুখী হওয়া মুশকিল।

আমি শুনেছি আপনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে!

www.MurchOna.com

তা একরকম বলতে পারো। কেন বলো তো!

আমি বলছিলাম কি... বিশাখা থেমে যায়।

বলো না, লজ্জা কিসের?

আমি বলছিলাম, বউদি খুব ভাল লোক নয়।

কেন বউদি? চপলা?

বিশাখা এবার তীক্ষ্ণ একটা কটাক্ষে এক পলক দেখে নিল শচীনের মুখ। কিছু বুঝতে পারল না। বলল, হ্যাঁ বউদি আমার নামে হয়তো আপনার কাছে অনেক কিছু বলেছে।

কী বলেছে?

জানি না, কিন্তু বউদির ওরকম স্বভাব।

তোমার বউদির সঙ্গে আমার তোমাকে নিয়ে তেমন কথা হয়নি।

তাহলে কী নিয়ে আপনাদের কথা হয়?

কেন, জেনে কী করবে?

বলুন না।

অনেক কিছু নিয়ে। সে সব তুমি বুঝবে না।

বউদি কলকাতায় গেল না কেন জানেন?

জানি।

কেন বলুন তো!

শচীন একটু অস্বস্তি বোধ করল নাকি! খানিকটা সময় নিয়ে বলল, জেরা করছ?

না, জেরা করব কেন?

তোমার বউদি কেন যায় নি সেটা তোমাদেরই ভাল জানার কথা।

বউদি লোককে যা বলছে তা নয়।

কী বলছে?

বলছে এখানকার স্বাস্থ্য ভাল, হাওয়া ভাল। একদম বাজে কথা।

তবে আসল কথাটা কী?

বউদি যাচ্ছে না আপনার জন্য।

আমার জন্য? শচীন যেন একটু উদ্বিগ্ন গলায় বলে, আমার জন্য উনি কলকাতায় যাবেন না কেন?

সেই কথা বলার জন্যই আমি আপনাকে ডেকেছি।

কথা না হেঁয়ালি! এ সব কী বলছ?

ঠিকই বলছি। আপনি তো পুরুষ মানুষ। তার ওপর কাজের লোক। সব কিছু বোঝেন না।

ঠিক আছে। তুমিই বোঝাও।

বউদি ভাল মেয়ে নয়। ওর বাপের বাড়ির সবাই ভীষণ সাহেব। ওরা কোনো নিয়মকানুন মানে না।

তা জেনে আমার কী হবে?

ওর সঙ্গে আপনি একটু সাবধানে মিশবেন।

শচীন একটু হাসল। তারপর বলল, সাবধানে না মিশলে কী পরিণাম হতে পারে বলো তো!

বিশাখা আবার নতমুখী হয়। খুব দ্রুত ভাববার চেষ্টা করে সে। আর যত ভাবে ততই তার মাথা গুলিয়ে যায়।

খুব মৃদুস্বরে বিশাখা বলে, আপনি কি জানেন না?

কী জানব বিশাখা?

www.MurchOna.com

বিশাখার বুক কাঁপল। সে লড়াইটা হেরে যাচ্ছে।

শচীন হঠাৎ গলাটা খুব নামিয়ে বলল, তুমি কি চপলাকে সন্দেহ কর? করলেও লাভ নেই।

ও কথা কেন বলছেন?

চপলাকে নিয়ে যদি আমি পালিয়ে যাই তোমরা কেউ কিছু করতে পারবে না। পারবে?

পড়াশুনো?

সে কথা বলিনি। যদির কথা বলছি। তুমি কথাটা তোমার বাবাকেও বলতে পারো।

বাবাকে? বিশাখা কেমন দিশাহারা হয়ে গেল। শচীন যে তার মনের একটুখানি সন্দেহের এত স্পষ্ট জবাব দেবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

শচীন মৃদু একটু হেসে বলল, তোমাদের পরিবারে কত কী ঘটে বিশাখা। বড় বড় বাড়ির বড় বড় কেচ্ছা। সে সব যদি ভাবো তাহলে দেখবে আমরা কিছুই পাপ-টাপ করছি না। তোমার বউদি চালাক চতুর মেয়ে, লেখাপড়া জানে, কলকাতায় থাকে, ওর সঙ্গে কথা বলে আরাম পাই। তার বেশী কিছু না। আর সব মেয়েই কি আর সস্তা হয়? যাও, বাড়ি গিয়ে মাথায় জল ঢেলে মাথাটা ঠাণ্ডা করো। এ সব ভেবো না।

শচীন যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল হঠাৎ।

বিশাখা খানিকক্ষণ থম ধরে বসে রইল তারপর স্বাভাবিক নারীধর্ম অনুসারে হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

শচীন আজ আর কাজে মন দিতে পারল না। উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি। সাইকেলটা আস্তে চালিয়ে বারবাড়ি পার হয়ে ব্রহ্মপুত্রের ধার ঘেঁষে যেতে যেতে তার মনে হল, সে চমৎকারভাবে একটা পরিস্থিতি আজ সামাল দিয়েছে। কিন্তু শেষ অবধি পারবে কি?

চপলা, চপলা যে তার ধ্যান জ্ঞান!

॥ ৪৮ ॥

পৃথিবীর মানুষকে কিছুতেই সব কথা বোঝাতে পারবে না রেমি। মানুষরা ভীষণ অবুঝ।

পদ্মপাতায় এক ফোঁটা জল গড়িয়ে যাচ্ছে এধার ওধার। কখন চলকে পড়ে কে জানে! ওই ফোঁটাটুকু রেমির প্রাণ। নিঃশেষিত চেতনার একটু তলানী অবশিষ্ট আছে মাত্র। সেই চেতনাটুকুও নানারকম আজগুবি দৃশ্যে আবিল। রেমি এখন অনেক কিছুই মনে করতে পারছে না। এমন কি নিজেকেও তার সবটুকু মনে পড়ে না। কিন্তু তার আবছায়া চেতনার গভীর কুয়ার মধ্যে ঘোলা জলে বারবার যে মুখটা ছায়া ফেলছে সে মুখ সে অনেক দুঃখের মূল্যে চিনেছে। সহজে ভোলা যাবে না। সে মুখ ধ্রুবর।

তুমি কি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নও রেমি?

হ্যাঁ, ভীষণ বিশ্বাসী।

তুমি কি ডিভোর্সের পক্ষপাতী নও?

নিশ্চয়ই পক্ষপাতী। অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার কোন মেয়ে না চায়?

তুমি মদ্যপ, চরিত্রহীন, নিষ্ঠুর বা উদাসীন স্বামীদের সমর্থন করো না তো!

না। কক্ষনো নয়।

তাহলে ধ্রুবর ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত কী?

আমি ওকে জানতে চাই। জানতে চাই বলেই ওকে ছেড়ে যাইনি।

জানার কি কিছু বাকি ছিল আর?

ছিল। তোমরা বুঝবে না। ছিল; আমি বহুবার টের পেয়েছি, ওর মদের কোনও নেশা নেই

www.MurchOna.com

সত্যিকারের। ওর মধ্যে সত্য কোনো নিষ্ঠুরতাও নেই।

তোমাকে কি ও কখনো ভালবেসেছে ?

কি জানি। হয়তো বাসেনি। আমাকে কতবার অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে কোথায় চলে গেছে। এমন কি অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেম করার জন্য উৎসাহ পর্যন্ত দিয়েছে।

এই কি স্বামীর কাজ ? এটা কি ভালবাসা ?

না। স্বীকার করছি। না।

তাহলে আর জানার বাকি ছিল কী ? ও তোমার স্বামী হতে পারেনি কোনোদিন।

বলছি তো এসবই ঠিক। তবু ওর মধ্যে কী ছিল বলো তো, আমি যতক্ষণ ওর কাছে থাকতাম, মানে ও যতক্ষণ আমার কাছে থাকত ততক্ষণ আমি ভারী নিরাপদ বোধ করতাম। মনে হত, এবার আমি নিশ্চিন্ত।

ভুল রেমি। ওটা তোমার মনে হওয়া মাত্র। সত্যি নয়। ধ্রুব কোনোদিন তোমার নিরাপত্তার কথা ভাবেনি।

তাহলে আমার মনে হত কেন ? ভুল ? তা হোক না। এরকম কিছু ভুলই যদি আমার সারা জীবন অটুট থাকত তাহলেই আমার ছোট্ট জীবনটা কেটে যেত কোন রকমে।

কাটল না তো !

না, ঠিক তা নয়। কেটে গেল। এই তো আমার বুক জুড়িয়ে যাবে একটু পরেই। কতই বা বয়স আমার ! কেটে গেল তো !

মৃত্যুর আগে একবারও সত্যকে জানতে চাও না ?

না। আমি কোনোদিন খুব বেশী জানতে চাইনি। না জানলেও চলে যায়।

তোমার সম্পর্কেও কিছু অপপ্রচার রয়ে গেল যে রেমি। রাজার সঙ্গে তোমার সেই প্রেম !

উঃ কী যে বলো না তোমরা !

কে বিশ্বাস করবে রেমি যে, নিতান্তই ধ্রুবকে আকর্ষণ করার জন্য তুমি রাজাকে অত প্রশ্রয় দিয়েছিলে !

কেউ করবে না। আমি মস্ত একটা ঝুঁকি নিয়েছিলাম।

তার ফল কী হল ?

সবাই বিশ্বাস করল, রাজা আর আমি প্রেমে পড়েছি। কিন্তু যার বিশ্বাস হওয়ার কথা তারই হল না।

কে বলো তো ! ধ্রুব ?

হ্যাঁ। সারা জীবন সে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কষ্ট কী জানো ?

অবহেলা ?

ঠিক। অবহেলা। সে বিশ্বাসই করল না যে, আমি রাজার প্রেমে পড়েছি। কিংবা বিশ্বাস করলেও পাত্তা দিল না তেমন। পুরুষ মানুষের দখলদার মন থাকে, দখলের জায়গায় অন্য কেউ হাত বাড়ালে সে গর্জে ওঠে। তবু ও গর্জাল না। আমাকে দখল করতে চায়নি তো কখনো, তাই। একেই তো অবহেলা বলে, না ?

তুমি বড় নির্লজ্জ রেমি। এই নারী স্বাধীনতার যুগে ওই মদ্যপ, দুশ্চরিত্র, নিষ্ঠুর ও অপ্রকৃতিস্থ ধ্রুবর সম্মোহন কাটাতে পারলে না। অবোধ মুগ্ধ হয়ে রইলে।

তা নয়। তা নয় গো। আমি জানতে চেয়েছিলাম, ওর মধ্যে কোনো রহস্য আছে কিনা। ছেড়ে গেলে তো জানা হত না।

ছেড়ে তো যাওনি। জানতে পারলে কি ?

না। ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেল। ছদ্মবেশ কিছুতেই খুলতে পারলাম না।

www.MurchOna.com

ছদ্মবেশ নয় রেমি। ধ্রুবকে সবাই জানে। ও যা ও তাই। তুমি খামোখা ধানক্ষেতে বেগুন খুঁজতে নেমেছিলে। ওর মধ্যে কোনো রহস্য নেই। ছদ্মবেশও নেই।

তবে কেন ওর চোখের মধ্যে আমি এক এক সময়ে খুব গভীর একটা কিছু লক্ষ করতাম!

তোমার মনের ভুল রেমি। যার প্রতি আমাদের দুর্বলতা থাকে তার মধ্যে আমরা নানা কাল্পনিক গুণ আরোপ করে নিই।

না. আমি মানি না। আমি যত বেশী ওকে টের পেতাম তেমন তো কেউ টের পেত না ওকে। তোমরা বুঝবে না গো।

অপাত্রে তোমার সব ভালবাসা গেল রেমি, তার চেয়ে রাজাকে একটু ভালবাসলে পারতে।

রাজাকে তো বহু মেয়ে ভালবাসত। কত রূপ, কত গুণ।

তুমি কেন পারলে না?

আমিও বাসতাম। তবে প্রেমিকের মতো নয়।

তবে কেমন?

যেমন ভাইয়ের ওপর বোনের ভালবাসা।

রাজা কিন্তু—

জানি। বোলো না গো।

তুমি টের পেতে রেমি?

পেতাম। প্রথম দিন থেকেই।

আর ধ্রুব তোমাকে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করার উদার অনুমতি দিয়েছিল। তবু পারলে না?

বোকার মতো কথা বোলো না। মেয়েমানুষ কোনোদিন কখনো একজন ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষকে ভালবাসতে পারে না। এমন কি এই নারী স্বাধীনতার যুগেও। যাদের দেখ অনেক পুরুষের সঙ্গে তলাতলি করে বা একটা ছেড়ে তিনটে চারটে বিয়ে করে তারা কাউকেই ভালবাসতে পারেনি কখনো ওরকম হয় না।

বলছ একথা বিশ্বাস করতে?

বলছি। ভালবাসলে দোষঘাট অত ধরতে চায় না মানুষ। তুমিই না একটু আগে বললে যার ওপর দুর্বলতা থাকে তার ওপর মানুষ কাল্পনিক গুণ আরোপ করতে থাকে!

বলেছি।

তাহলে? স্বামীর শতেক দোষ থাক। বিবাহ মানে তো বহন। ঠিক সওয়া যায়, বয়ে নেওয়া যায়।

তুমি তো পারলে না।

কে বলল পারিনি! মরে যাচ্ছি বলে বলছ? সে তো মরতে হতই একদিন।

ধ্রুবকে তাহলে তুমি ভালবাসতে রেমি?

কী জানি। অত গর্ব করে বলতে পারব না যে, বাসতাম। তবে চেষ্টা করেছি। অন্য কোনো পুরুষকে ভাববার সময় যখন হল না, তখন বুঝে নাও বাসতাম।

আর তার জন্য আর একটা পুরুষকে ডোবালে?

না তো। রাজা ডুববে কেন? ভালবাসলেই কি ডোবে?

তুমি যে ডুবেছো!

আমি। সে ঠিক ডোবা নয়। তুমি বুঝবে না গো। আর যদি ডুবেই থাকি তাহলে বুঝে নিও আমি ডুবতেই চেয়েছিলাম।

নানা তরঙ্গ আজ রেমিকে ওলটপালট করে দিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে তার শেষ কয়েকটি মুহূর্ত বয়ে যাচ্ছে। কৃপণের ধন। আর একবার চেতনা ফিরল রেমির। মুখোশ পরা একটা লোক নিবিড়

দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে।

রেমি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে গেল। গলার স্বর ফুটল না। অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ হল শুধু। তারপর অন্ধকার হয়ে গেল চেতনা।

কেউ [illegible] রাজা আর রেমিকে। ঠিক সদ্য প্রেমে পড়া উদ্দাম দুটি তরুণ তরুণীর মতো তারা বেরিয়ে পড়েছিল আনন্দের হাট লুট করতে। ছিল নৈকট্যের শিহরন, ছিল নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রাকৃত আকর্ষণ, ছিল সুন্দরের প্রতি মুগ্ধতা। সব ছিল। ধ্রুবও ছিল নিষ্ক্রিয় ও উদার প্রশ্রয়দাতা।

তবু একদিন রাজা বলেছিল, বউদি, এক কোটি বছর তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলেও বোধহয় কেউ তোমার মন পাবে না।

রেমি অবাক হয়ে বলল, একথার মানে?

তুমি রিমোট কনট্রোলড এক রোবট মাত্র। তোমার নিজস্ব সত্তা নেই।

ও বাবা! কী সব ইংরিজিতে গালাগাল দিচ্ছ গো!

গালাগালই বটে। তোমার গায়ে লাগে?

গালাগাল দিলে লাগারই তো কথা।

না, লাগার কথা নয়। চৌধুরীবাড়ির বউদের চামড়া মোটা হয়ে যায়। তোমারও হয়েছে।

কেন বলো তো!

কী করে যে এত সহ্য করো জানি না।

রেমি মুখ টিপে হাসল একটু।

ব্যাণ্ডেলে বেড়াতে গিয়েছিল তারা। রাজুর ফাংশন ছিল। একটু আগেই পৌঁছে তারা বিখ্যাত চার্চ দেখে গঙ্গার ধারে বসেছিল একটু। শীতকালের মন্দস্রোত নদী। আকাশে সাদা রোদ। ফাংশনের কিছু ছেলে পিছু পিছু ঘুরঘুর করছিল প্রথম থেকেই। রাজা তাদের অনেক করে বুঝিয়ে ভাগাল। তারপর হঠাৎ রেমির কাছে ঘন হয়ে বসে বলল, কেন বুঝতে চাইছো না রেমি?

কী বুঝতে চাইছি না?

এরকম ভাবে চলে না।

কীরকম হলে চলবে?

তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কী করে বুঝলে?

ধ্রুবদা তোমাকে ভালবাসে না।

তবে কাকে বাসে?

তা জানি না। তবে তোমাকে বাসে না।

আমার তা মনে হয় না।

তার মানে! তোমার কী মনে হয়?

রেমি একটু লাল হয়ে বলে, তোমার কুট্টিদা যদি আমাকে নাই ভালবাসে তবে অন্য কাউকেও বাসে না। কিন্তু যদি কোনোদিন কাউকে তার ভালবাসবার ইচ্ছে হয় তবে আমাকেই বাসবে।

এটা কি তোমার অন্ধ বিশ্বাস নয়?

না।

এই যে আমার সঙ্গে এত মিশছ ধ্রুবদার জেলাসি লক্ষ করেছো কখনো?

না। ও আমাকে লক্ষ্যই করে না। অন্য কী যেন ভাবে।

তাহলে আমাকে স্কেপগোট বানিয়ে যে প্ল্যানটা তুমি করেছিলে সেটা ফেল করল তো!

মনে তো তাই হচ্ছে।

www.MurchOna.com

তাহলে এসো একটা কাজ করি।

কী কাজ ?

কুট্টিদার একেবারে মূলে একটা নাড়া দিই।

কী ভাবে ?

আজ বাড়ি ফিরে তুমি অ্যানাউনস করো যে, কুট্টিদাকে ডিভোর্স করবে। তারপর আমাকে বিয়ে করতে চাও।

উদাসীন রেমি কিছুক্ষণ নদী দেখল।

তারপর মাথা নীচু করে বলল, বলব।

বলবে ?

বলব। দেখো, ঠিক বলব। তবে তাতে কাজ হবে না।

তবু বোলো।

রাত্রে যখন রেমি ফিরল তখন ধ্রুব নীচের ঘরের বিছানায় আধশোয়া। এক পলক তাকিয়ে দেখল।

বলল, হঠাৎ এ ঘরে যে।

রেমি বলল, কেন, আসতে নেই ?

তা আছে। তবে তোমার মান্যবর শ্বশুর দোতলায় যখন তোমার ঘর ঠিক করে রেখেছেন তখন সেখানেই তোমার থাকা ভাল।

আমি তোমাকে একটা কথা বলেই চলে যাবো।

বলে ফেল।

আমি ডিভোর্স চাইলে দেবে ?

এক্ষুনি। কিন্তু হঠাৎ চাইছো কেন ?

তুমিও তো চাও !

আমি ! ধ্রুব অবাক হয়ে বলে, কখনো চাইনি তো ! তোমাকে বলেছি, ডিভোর্স নাও। নিজে চাইনি।

রহস্যময় এক আনন্দে শিহরিত রেমি তবু ঘাড় শক্ত করে বলল, এবার আমি চাইছি।

ধ্রুব একটু ঘরের বাতাসটা শুঁকল যেন। তারপর রেমির দিকে অপলক চোখে চেয়ে বলল, কথাটা কে শিখিয়ে দিয়েছে ?

কে শেখাবে ! আমিই তো বলছি !

বলছ, কিন্তু আন্তরিকতা নেই, ইচ্ছা নেই, আগ্রহ নেই। মুখস্থ করা বুলি।

রেমি খুব অবাক হল। ঠিক, ডিভোর্সের কোনো তাগিদ বা আগ্রহ তার ভিতরে নেই। সে মোটেই ধ্রুবকে ছেড়ে যেতে চায় না। রাজা কৌশলটা শিখিয়েছিল, সে সেইমতো আচরণ করে গেছে, কিন্তু সেটা ধ্রুবর বুঝবার কথা নয়। তাহলে বুঝল কী করে ?

রেমি বলল, বুঝলে কী করে ? তুমি কি অন্তর্যামী ?

অন্তর্যামী সকলের ক্ষেত্রে নই। কিন্তু তোমার মতো বোকা আর দুর্বল মনের মেয়েকে বোঝা কিছু শক্ত নয়। কে শিখিয়েছে বলো তো ! রাজা ?

তাতে তোমার কী যায় আসে ?

ধ্রুবর মুখটা আস্তে আস্তে রক্তিম হয়ে উঠছিল। কপালের দুপাশের দুটো শিরা ফুলে উঠল। রাগলে ওর ওরকম হয়, রেমি বহুবার দেখেছে : হাতের বইটা রেখে ধ্রুব সোজা হয়ে বসে বলল, ডিভোর্স দিলে রাজাকে বিয়ে করবে ?

রেমি ক্রুদ্ধ ধ্রুবর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। পুরুষ মানুষ, বিশেষ করে ধ্রুবর মতো

www.MurchOna.com

ধারালো চেহারার পুরুষ যখন আমূল রেগে ওঠে তখন তাদের স্পর্শ করে অলৌকিক কিছু। রেমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, ধ্রুবর শরীরের চারদিকে সেই ফেটে পড়ার আগের দুরন্ত রাগ একটা ছটা বিকীর্ণ করছে। রূপ যেন দেহের সীমানা ভেঙে ফেলতে চাইছে। রেমির বাকরোধ হয়ে গেল। সে চোখ ফেরাতে পারছিল না।

ধ্রুব দাঁতে দাঁত পিষে বলল, শোনো। কেষ্ট চৌধুরীর মতো নোংরা লোক যা করতে পারে তাই করেছে। তার হাতের সুতোর টানে তোমরা নাচছো। কিছু না জেনে, না বুঝে।

রেমি স্খলিত গলায় বলে, কেষ্ট চৌধুরিটা আবার কে ?

কেন, তোমার শ্বশুর কৃষ্ণকান্ত ! চেনো না !

উনি কী করেছেন ?

কী না করেছেন ? একজন ভদ্রলোকের পক্ষে যা কিছুতেই সম্ভব নয়, তা উনি অনায়াসে করতে পারেন। হাসি মুখে। বোধহয় পলিটিকস না করলে কোনো মানুষ এরকম ভয়েড অফ সেনটিমেনটস হতে পারে না। লোকে জানে উনি পুরোনো মূল্যবোধে বিশ্বাসী, রক্ষণশীল। লোকেরা গাড়ল।

রেমি শঙ্কিত হয়ে বলে, উনি কী করেছেন তা বলবে তো ?

তোমাকে বলে লাভ নেই। তুমি বিশ্বাস করবে না। রাজাকে তোমার সঙ্গে জুটিয়ে দিয়েছেন উনিই।

উনি ?

তুমি বোকা। তোমাকে ঠকানো বা ভোলানো খুব সোজা।

রেমি বিশ্বাস করতে পারছিল না। বারবার ঠোঁট কামড়ে শুকনো মুখে আপনমনে বলছিল, উনি ! উনি !

ধ্রুব একটা পাগলা রাগের চোখে রেমির দিকে চেয়ে থেকে বলল, তুমি এখন আমাকে বলো, রাজাকে বিয়ে করতে চাও ?

রেমি এক পা পিছিয়ে গিয়ে অসহায় গলায় বলে, তুমি আমাকে ভালবাসো না কেন ?

সেটা কোনো ফ্যাকটর নয়। কাউকে ভালবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব। কথাটার জবাব দাও। ওকে বিয়ে করবে ?

আমি জানি না।

কেন জানো না ?

ভেবে দেখিনি।

ধ্রুব কোনোদিন যা করেনি, হঠাৎ রেমিকে দুহাতে ধরে প্রচণ্ড দুটো ঝাঁকুনি দিল। সেটা মার নয় ঠিকই, কিন্তু মারের চেয়েও বেশী। সেই অসম্ভব জোরালো ঝাঁকুনিতে মাথা ঘুরে চোখে অন্ধকার দেখল রেমি।

ধ্রুব তাকে ছুঁড়ে বিছানায় ফেলে দিয়ে বলল, আমি তো তোমাকে পাসপোর্ট দিয়েই রেখেছি। যার সঙ্গে খুশি প্রেম করো, ডিভোর্স চাও তো তাও সই। সব ঠিক। কিন্তু তার মধ্যে ফাঁকিবাজী আমার সহ্য হয় না। ইউ মাস্ট বি অনেস্ট। ভেরী অনেস্ট।

আমি কী করেছি ? রেমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে জিজ্ঞেস করে।

তুমি রাজাকে নষ্ট করেছো। ওর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিয়েছো। ওকে লোভ দেখিয়ে নাচিয়ে, আশা দিয়ে তারপর একদিন ছোলাগাছি দেখাতে চাইছো।

তোমাকে কে বলেছে এসব ?

আমি জানি। যে দু-একজন লোকের আমি আগাপাশতলা জানি, যাদের চোখের দিকে তাকালেই সব বুঝতে পারি সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে তুমিও পড়ো।

www.MurchOna.com

রেমি কাঁদছিল। কিন্তু কে জানে কেন, তার বুকে একটুও দুঃখ বা জ্বালা ছিল না। বরং কান্নার সঙ্গে তার গা শিহরিত হচ্ছিল বারবার। সে বলল, আমি কী করব তুমি বলে দাও।

আমি! আমি কেন বলতে যাবো?

আমি যে কিছু বুঝতে পারি না। বড্ড বোকা।

কে বোকা?

আমি। আমাকে তো তুমি সব সময় বলো, বোকা।

ধ্রুব একটুও হাসল না। মুখটা যেমন থমথমে ছিল তেমনি থমথমেই হয়ে রইল। কয়েক পলক রেমির দিকে স্থির চেয়ে থেকে সে বলল, বোকা সেটা বড় অপরাধ নয়। বড় অপরাধ হল ডিজঅনেস্টি। তুমি অসৎ হয়ে যাচ্ছো। চালাকী করছ। ধ্রুব চৌধুরিকে পটানোর জন্য রাজার সর্বনাশ করছ।

ওর সর্বনাশ হবে না।

অলরেডি হয়ে গেছে। কাল ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। জলে ডোবা মানুষের মতো ফ্যালফ্যালে মুখ, ভীষণ আনমনা, রোগা। লক্ষণগুলো আমি চিনি। ফাঁদ পাততে গিয়ে বেচারা নিজেই ফাঁদে পড়ে গেছে।

আমি ওর সঙ্গে কখনো সেভাবে মিশিনি।

যে ভাবেই মেশো, তুমি যুবতী এবং বলতে নেই বোধহয় সুন্দরীও। তোমার সঙ্গটাই তো যেকোনো পুরুষের পক্ষে বিপজ্জনক। এখন কেসটা অত্যন্ত সিরিয়াস দাঁড়িয়ে গেছে। তোমাকে এবার একটা ডিসিশন নিতে হবে।

আমি পারব না। তোমার পায়ে পড়ি।

নিজে না পারো কেষ্ট চৌধুরির পরামর্শ নাও। সেই তো তোমার গারডিয়ান অ্যানজেল।

আমি পারব না।

পারতে হবে রেমি। আমাকে জব্দ বা বশ করার জন্য তোমরা তিনজন জেনে বা না জেনে যা করেছো তার সমাধানও তোমাদেরই করতে হবে।

কী সমাধান?

উকিলের কাছে যাও। ডিভোর্সের মামলা করো। আমি ছেড়ে দেবো। তারপর তোমাকে বিয়ে করতে হবে। রাজাকেই।

রেমি উথলে উঠে বলে, এ জীবনে পারব না। তার চেয়ে আমাকে মেরে ফেল। পায়ে পড়ি, মেরে ফেল।

তুমি কি ওয়ান ম্যান উওম্যান রেমি?

আমি আর কাউকে চাই না, আর কিছু চাই না। শুধু তোমাকে।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, তুমি কী চাও বা না চাও সেটা বড় কথা নয়। ইউ মাস্ট ফিনিশ ইওর কেস।

আমাকে তাড়িয়ে দেবে?

না। তোমাকে রাজার হাতে ছেড়ে দেবো। তোমাকে আমি অনেস্ট হতে শেখাবো।

আমি তো ওকে চাই না।

চাইতে হবে রেমি। ওকে পাগল করলে কেন তবে?

সারা রাত কত কাতর অনুনয়-বিনয় কত, পায়ে ধরাধরি। ধ্রুব এক ইনচি জমি ছাড়ল না।

www.MurchOna.com

॥ ৪৯ ॥

এক তীব্র, যন্ত্রণাময় অশ্বখুরধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল শচীন। বুকে তার ঘনিয়ে উঠছে ব্যথা। অস্ফুট শব্দ করে পাশ ফিরল সে। তারপরই সজাগ হয়ে চোখ মেলল।

কোথাও আলোর রেশমাত্র নেই। অবোধ কঠিন গভীর এক অন্ধকার। ঘোড়ার পায়ের শব্দ এখনো দৌড়োচ্ছে। সে শব্দ তার বুকের ভিতরে। শব্দ তার হৃৎপিণ্ডের।

শচীনের সামনের অন্ধকার রূপময় হয়ে যেতে লাগল। বহুরঙা এক ময়ূর পেখম ধরেছে যেন। সেই রঙ আরোপিত হচ্ছিল এক প্রতিমায়। চপলা।

তার স্বল্পকালের জীবনে সে আর কোনো মেয়েকে দেখেনি যার সঙ্গে চপলার তুলনা হতে পারে। জবুথবু শাড়িতে মোড়া মেয়েদেরই এতকাল দেখেছে সে। চপলা শাড়ি পরে, সিঁদুর দেয়, ঘোমটা টানে, সবই ঠিক কথা। কিন্তু তার ব্যাকগ্রাউণ্ড অন্যরকম। সে ঘোড়া এবং সাইকেলে চাপতে জানে, চালাতে পারে রাইফেল। চমৎকার ইংরিজিতে কথা বলতে পারে। ইংরেজদের সঙ্গে বহু ডিনার খেয়েছে সে। তবু সব ছেড়েছুড়ে বাঙালির গৃহস্থঘরের বউ হতেও তার বাধেনি।

চপলা সম্পর্কে এটুকু ছিল শচীদের প্রাথমিক মুগ্ধতা। তারপর জল আরো গড়াল, যখন সে এই মহিলার অসামান্য মুখশ্রী ভাল করে লক্ষ্য করল একদিন।

একথা ঠিক, চপলা একটু লঘু স্বভাবের মেয়ে। ইয়ার্কি ঠাট্টা তার ভীষণ প্রিয়। চিমটি দিয়ে কথা বলতেও সে ওস্তাদ। কিন্তু ওটুকু শচীনকে আরো পেড়ে ফেলেছে।

নিজের শ্বাসে মৃদু কম্পন টের পায় শচীন। দুই সন্তানের মা, চৌধুরিবাড়ির বউ চপলার প্রতি তার সমস্ত সত্তার একমুখী স্রোত দুরন্ত এক গতিতে নিয়ে চলেছে তাকে। উজান বাইবার শক্তি তার নেই। সে ভেসে যাচ্ছে এক অমোঘ লক্ষ্যে। নিয়তির নির্দেশে।

বুকের মধ্যে ঘোড়ার তীব্র দৌড় টের পায় শচীন। বুক ব্যথিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়। মাঝরাতে আজকাল প্রায়ই তার এইরকমভাবে ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম আসেও না বড় সহজে। কাঁটাছেঁড়া তন্দ্রার মধ্যে সারাক্ষণ হানা দেয় চপলার মুখ। এক প্রলয় বাতাসে ভেঙে পড়েছে প্রতিরোধের দ্বার। কী করবে শচীন?

তার ভিতরকার বুদ্ধিমান ও বিবেচক উকিলটি মাঝে মাঝে তাকে সাবধান করে দেয়, কূল ভাঙবে, মর্যাদা নষ্ট হবে, কোথাও ঠাঁই হবে না তোমাদের। নিষিদ্ধ ফলের দিকে হাত বাড়িও না।

নিষিদ্ধ ফল? শচীন যেন অবাক হয়ে ভাবে, চপলা কেন নিষিদ্ধ ফল হতে যাবে? নিষিদ্ধই যদি, তবে অত সুন্দর কেন? অত দুষ্টু কেন? কেনই বা অত গা-ঘেঁষা?

শচীনকে নিজের জন্য কখনোই চিহ্নিত করত না চপলা, মনের জন্যই নির্দিষ্ট রেখেছিল তাকে। কিন্তু সবসময়ে কি সব হিসেবমতো ঘটে?

শচীন যতদূর দেখতে পায়, তাদের দুজনের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলেছিল সেই জলসায়। শচীন তার গাঢ় গভীর গলায় গজল গাইতে গাইতেই দেখল, চপলার মুখে চোখে এক অদ্ভুত অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নেমে এসেছে তখন। চোখ দুটিতে গভীর সম্মোহন। চোখের ফাঁদে সেই যে ধরা পড়ল শচীন তারপর থেকে কেবল ছটফট করে ভিতরটা।

চপলা তেমন ভাল গান জানে না। বলতে কি, তার খাঁকতি হয়তো ওই একটাই। তবু কয়েকটা রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়েছিল সেদিন। রূপমুগ্ধ শচীনের সে গান খারাপ লাগেনি।

পরদিন শচীনের কাছে কাছারিঘরে এসে হানা দিল চপলা। কর্মচারীরা তটস্থ। চপলা বলল, কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে ওপরে আমার ঘরে আসুন।

শচীনের লুব্ধ মন এই আমন্ত্রণের ভালমন্দ বিচার করল না। ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শ তার চোখমুখকে উজ্জ্বল করে দিল। সে বলল, যাবো।

www.MurchOna.com

সেদিন সন্ধ্যায় চপলার ঘরে আর কেউ ছিল না। শুধু চপলা আর শচীন।

চপলা একটু সেজেছিল। ফ্রিলওলা খুব আধুনিক ব্লাউজ তার গায়ে এবং ঝলমলে একটা শাড়ি। পরিপাটি বাঁধা খোঁপা। মুখে কিছু প্রসাধন এবং গায়ে দামী সুগন্ধ।

চপলা বিনা ভূমিকায় বলল, উকিল হয়ে পচে মরবেন কেন? জীবনে উন্নতি করার ইচ্ছে হয় না আপনার?

শচীন এই আচমকা কথায় সামান্য নাড়া খেয়ে বলল, কেন, ওকালতি কি খারাপ?

খারাপই তো! প্রেস্টিজ পেতে হলে ব্যারিস্টার হতে হয়। পারবেন না?

উকিল পাত্র কি আপনার ননদের পছন্দ নয়?

ননদকে টানা কেন আবার! আমার নিজেরই পছন্দ নয়।

শচীন একটু প্রগলভ হয়ে সাহস করে বলল, আপনার তো আর পাত্রের চিন্তা নেই। থাকলে আমিই প্রথম ক্যান্ডিডেট হতাম।

চপলার সঙ্গে বউদি-দেওর সম্পর্কে এরকম ইয়ার্কি চলতে পারে বটে, কিন্তু চপলা একথায় কেমন যেন হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কথা না বলে দুটি চোখ পেতে রাখল শচীনের মুখের ওপর।

তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে খুব চাপা গলায় বলল, আমার জীবনটা খুব সুখের নয় শচীনবাবু।

আবহাওয়াটা হঠাৎ ভারী হয়ে ওঠায় শচীন বিব্রত বোধ করতে থাকে।

চপলা একটা ডেস্কে রাখা কয়েকটা পত্রপত্রিকা নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, এ জায়গায় বিয়ে করার একটুও ইচ্ছে ছিল না আমার। কথা ছিল, বিলেত যাবো, ব্যারিস্টারি পড়ব বা আই সি এস কমপিট করব। বাবা রাজি থাকলেও শেষ অবধি মা আর ঠাকুমা বেঁকে বসে। কিছুই হল না। একদম জলঘট হয়ে গেলাম।

শচীন মিনমিন করে বলল, তা কেন?

জলঘট নয়? আমার স্বামী দেখতে কার্তিকঠাকুর হলে কী হয়। একদম আনস্মার্ট। ভাল করে কথা বলতে জানে না। বড়লোকের নন্দনরা যেরকম হয় ঠিক তেমনি। না লেখাপড়ায় ভাল, না আর কিছুতে। আমি অনেক কষ্টে খানিকটা মানুষ করার চেষ্টা করেছি। ইচ্ছে ছিল বাবাকে বলে ওর বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা করি। কিন্তু ভেবে দেখলাম, পাঠিয়ে লাভ নেই। সাহেবদের দেশে গিয়ে শুধু কয়েকটি কু-অভ্যাস নিয়ে আসা ছাড়া ওর দ্বারা আর কিছু হবে না।

শচীন মৃদু একটু হাসল বটে, কিন্তু তারপর বিষণ্ণ গলায় বলল, কনকদা ঠিক আগের মতো নেই।

আগে কীরকম ছিল? আরো খারাপ?

না। ঠিক খারাপ নয়। এমনিতে ভালমানুষ, কিন্তু একগুঁয়ে ধরনের।

আহা, আর সারটিফিকেট দিতে হবে না। আমার চেয়ে ভাল তো কেউ জানে না। এক কথায় বোকা আর জেদী।

শচীন কী আর বলবে, মাথা চুলকোলো একটু।

চপলা বলল, আমি একটু ঠোঁটকাটা। স্পষ্ট কথা বলতে ভালবাসি। কিছু মনে করবেন না।

না, না।

পান্তাভাতের মতো পুরুষমানুষের ঘর করতে করতে আমার ভিতরটা মরে যাচ্ছে। এই যা দেখছেন ভালমানুষ বউ সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছি এটা আমার ছদ্মবেশ। সারাজীবন কি ছদ্মবেশ পরে কাটিয়ে দেওয়া যায়! সবসময় মনে হচ্ছে আমি অন্য এক নারীচরিত্রে অভিনয় করে যাচ্ছি মাত্র।

শচীনের বুকের ধকধকানিটা শুরু হল এসময়ে। সে বুঝতে পারছিল, চপলা তাকে একটা কিছু বলতে চায়। এ হল তারই ভূমিকা। সেই চরম কথাটা কী তাও সে আন্দাজ করতে পারে। একই সঙ্গে বুকের মধ্যে তীব্র চিনচিনে আনন্দ ও ভয় হচ্ছিল তার। দুঁদে উকিল হয়েও সে কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। শুধু বলল, সে তো ঠিক কথা।

www.MurchOna.com

চপলা বলল, এত অল্প বয়সে ওকালতি করা কি আপনাকে মানায় ! সুন্দর ওই চেহারায় কালো কোট প্যাণ্ট পরে মক্কেলদের পিছন পিছন ঘোরা আমি একদম সইতে পারি না। তার চেয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসুন। ব্যারিস্টারের প্রেস্টিজই আলাদা।

শচীন একটু অবাক হয়। মনের গহনে এরকম একটা ইচ্ছে যে তার ছিল না তা নয়। কিন্তু ইচ্ছেটাকে খুঁচিয়ে দেওয়ার কেউ ছিল না। গরিবের ছেলে ওকালতি পাশ করে কিছু পয়সার মুখ দেখেই ভেবেছিল, জীবনে এর চেয়ে বেশী আর কী চাওয়ার থাকতে পারে ? এই তো চূড়ান্ত সফলতা ! কিন্তু কারো কারো চোখে ওকালতিটাও যে যথেষ্ট না-মনে হতে পারে এটা সে ভাবেনি। এখন ভাবল। তার মনে হল, বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী ছেলেদের কোথাও থেমে যাওয়া উচিত নয়। তাদের উন্নতির পথ দূরপ্রসারী। বিশেষ করে চপলার মতো মেয়ের মন রাখার চেয়ে সৎকর্ম আর কী আছে।

শচীন বলল, ব্যারিস্টারি পড়তে অনেক টাকা লাগে। আমরা কিন্তু তত বড়লোক নই।

জানি। ওই কারণেই তো মুখপুড়ি আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। কিন্তু আমার মনে হয়, চেষ্টা যারা করে তাদের টাকার অভাব কোনো বাধা নয়।

আমি ব্যারিস্টার হলে আপনি খুশি হন ?

হই। ভীষণ খুশি হই।

আপনার ননদের সঙ্গে বিয়ে হবে না জেনেও ?

বিয়ে যে হবেই না একথা কে বলল ?

হবে বলছেন ?

হতেও তো পারে। বিয়ের ব্যাপারে কত অঘটন ঘটে। আমাকে দেখছেন না ? আমার কি কনককান্তির মতো ভেড়ার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা !

রক্ষণশীল পরিবারের ছেলে শচীন একটু চমকে উঠল : সে কখনো তার আত্মীয় বা পরিচিত মহলে কোনো মহিলাকে স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে শোনেনি। তার সঙ্গে ভেড়া বিশেষণ তো নয়ই।

শচীন জবাব দিচ্ছে না দেখে চপলা আবার জিজ্ঞেস করে, বলুন না ! আমার মতো সব দিক দিয়ে চৌকস মেয়েকে কি এ সংসারে মানায় ? একটু পান থেকে চুন খসলেই এদের জাত যায়। আমার এত রেসট্রিকশন ভাল লাগে না বলেই কলকাতায় পালিয়ে গেছি। কিন্তু গেলে কী হবে ! যাকে নিয়ে জীবন সেই তো জলঘট। কাজেই বিয়ের কথা কিছু বলা যায় না। বিশাখার সঙ্গেও আপনার একদিন হুট করে বিয়ে হয়ে যেতে পারে।

বোধহয় নয়।

কেন নয় ?

শচীন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আর বোধহয় তা হয় না।

কারণটা কী ? হঠাৎ এমন কী ঘটল ?

ঘটেছে বউঠান। আপনি বুঝবেন না।

হঠাৎ চপলা তীব্র রহস্যময় এক কটাক্ষে শচীনকে বিদ্ধ করে বলল, একেবারেই যে বুঝিনি তা নয় :

শচীন মুখ আড়াল করল :

বেচারা ! অত লজ্জুক হলে কি চলে ? একটু সাহসী হতে হয়। ডাকাতি করতে গিয়ে চোরের মতো হাবভাব ভাল নয়।

একথায় শচীনের ফর্সা রঙে রক্তিমাভা দেখা দিল।

www.MurchOna.com

শচীনের অবস্থা দেখেই বোধহয় চপলা দয়া করে তাকে রেহাই দিতে বলল, আজ গান শোনাবেন না !

শচীন সেদিন গানের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিল নিজেকে ।

শেষ হলে চপলা এক পেট খাবার খাওয়াল তাকে । বলল, উকিল যে এমন গায়ক হতে পারে জানা ছিল না ।

কেন, উকিলরা কি গাধা ?

তাই বললাম বুঝি ! বলছিলাম উকিল পেশাটার সঙ্গে গান যেন ভারি বেমানান ।

ব্যারিস্টার হয়ে গান গাইতে হবে তাহলে !

চপলা দৃঢ় স্বরে বলল, হ্যাঁ । মনে রাখবেন ব্যারিস্টার বা আই সি এস কিছু একটা আপনাকে হতেই হবে । আমি জানি আপনি পারবেন ।

সেদিন এই পর্যন্ত ।

তারপর জল আর একটু গড়িয়েছে । কতদূর গড়িয়েছে তা হিসেব করা শচীনের অসাধ্য । সে নিজের মনের কথা বলতে পারে । এক পাগল প্লাবনে ভেসে গেছে বিশাখা, ভেসে গেছে জমিদার শ্রীকান্ত রায়ের মেয়ে । তার মনের মধ্যে এখন শুধু একটিমাত্র মুখ । সকাল থেকে গভীর রাত অবধি সেই মুখ একবারের জন্যও অস্ত যায় না । ঘুম ভেঙে যায় বারবার । এক অশ্বখুরধ্বনি মথিত করে শচীনের বুক । সর্বনাশের নেশায় নাচে হৃৎপিণ্ড ।

শচীন অনেকটা জল খেল ঘটি থেকে । তারপর মশারি তুলে বাইরে এসে জানালার ধারে দাঁড়াল । জানালার ধার থেকেই আমবাগানের শুরু । সেখানে ঝুপসি আঁধার । অজস্র জোনাকি জ্বলছে । ঝিঁঝি ডাকছে সুতীব্র ঝালায় । আচমকা শেয়াল ডেকে উঠল দূরে । দমকা এক বাতাসে টিনের চালে ঘষটান খেয়ে গেল সুপুরির পাতা । আকাশে মেঘ চমকাল । বৃষ্টি আসবে । মেঘ ডাকছে দূরে কোথাও ।

শচীনের মনে হচ্ছিল তার গা ভরে জ্বর এসেছে বুঝি । চোখে জ্বালা । এক একবার তার মনে হচ্ছে, এ কী করছে সে ? একটা সংসার ভেসে যাবে, দু-দুটি অবোধ শিশু পড়বে ভীষণ বিপাকে, তাছাড়া তাকেও তো ভেসে পড়তে হবে সব বন্ধন ছেড়ে । চেনা মানুষের কাছে মুখ দেখানোর জো থাকবে না । এ কি সম্ভব ? এ কি উচিত হবে ?

কিন্তু ক্ষণকালের জন্য মাত্র এইরকম যুক্তিশীল আচরণ করে তার মন । পর মুহূর্তেই একটা আবেগ ভিতরকার সব নীতিবোধের চৌকাঠ ডিঙোয়, বেড়া ভাঙে, সীমানা লঙ্ঘন করে কী করবে শচীন ?

তালি এক হাতেও বাজছে না । শচীন তবু অবিবাহিত, পিছুটান ছাড়লেও খুব বেশী কিছু যাবে আসবে না । উকিল মানুষ, যেখানেই হোক পসার পাবেই । কিন্তু চপলাকে ছাড়তে হবে তার বহুগুণ বেশী । তবু চপলার ভিতর তেমন কোনো দুর্ভাবনা নেই ।

শচীন খবর পেয়েছে, কনককান্তিকে কলকাতায় রওনা করে দিয়েছে চপলা । নিজে থেকে গেল । এই থাকার অর্থও খুব স্পষ্ট আর উত্তেজক ।

শচীন যে সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছে তাও নয় । তবু মাথা পাগল-পাগল, মন অস্থির । সবচেয়ে বড় কথা, চপলার সঙ্গে তো স্পষ্ট কোনো কথা হয়নি । শুধু আভাস ইংগিত মাত্র । এখনো তারা আপনি থেকে তুমিতে নামেনি । এমন কি, শচীনের মতো পাগলামিও পেয়ে বসেনি চপলাকে । সে দিব্যি বাড়ির লোকের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলছে, শিশুদের পরিচর্যা করছে, সংসারের ধকল সামলাচ্ছে । মেয়েরা হয়তো পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী শক্ত হয় । এদিকে শচীন তার মামলার সওয়াল গুলিয়ে ফেলছে । দুটো মামলার শুনানি পিছিয়ে দিতে চেয়ে জজকে খোসামোদ করেছে !

www.MurchOna.com

সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, শশিভূষণের মামলা উঠতেও দেরী নেই। হেমকান্ত তাকেই শশিভূষণের উকিল হয়ে বরিশাল পাঠাবেন বলে স্থির করেছেন। অথচ সেই মামলার প্রস্তুতি হিসেবে যেসব আরগুমেন্ট সাজানো উচিত ছিল তা আজও করে উঠতে পারেনি শচীন।

বাড়ির লোকের সঙ্গে সে ভাল করে কথা বলতে পারে না। বড্ড অন্যমনস্ক থাকে। তিনবার ডাকলে সাড়া দেয়। এরকম চলতে থাকলে সে অচিরেই ধরা পড়ে যাবে। কী লজ্জা!

সুফলা একদিন বলেই ফেলল, দাদা কেবল বুঝি চৌধুরিদের কুটনি মেয়েটার কথা ভাবো!

তোকে কে বলল? ফাজিল!

সুফলা গোঁজ হয়ে বলে, ভীষণ পাজি, জানো না তো?

আমি মামলা মোকদ্দমার কথা ভাবি। ওসব ভাববার সময় কই?

ওদের বাড়ির বউ আমাদের বাড়ি আসে, জানো?

একটু কেঁপে উঠে শচীন বলল, আসে! কখন?

রোজ দুপুরের দিকে। তুমি বেরিয়ে গেলে।

কী চায়?

কী আবার চাইবে! ধরেবেঁধে তোমার সঙ্গে বিশাখার বিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বে।

আমি বিয়ে করলে তো!

তুমি ওবাড়ি যাও, সবাই তো জানে।

সে যাই কাছারির কাজে। টাকা দেয়।

টাকা দিলেই কি? ও বাড়ির চৌকাঠও ডিঙোনো উচিত নয়।

তোকে এত পাকা কথা শেখাচ্ছে কে?

সুফলা সাহস করে দাদাকে অনেকটা বলেছে। এবার ভয় পেয়ে চুপ করে গেল।

বউঠান এসে কী বলে? শচীন জিজ্ঞেস করে।

কিছু বলে না। ধানাই পানাই গল্প করে মার সঙ্গে। আসল মতলব তো আমরা জানি।

জানিস তো জানিস, খবরদার দুম করে অপমান-টপমান করে বসিস না যেন। যা কুঁদুলি তোরা!

আমরা অপমান করব কেন? আমরা কি ওদের মতো যে লোককে মানুষ বলে মনে করি না!

সেদিন বিকেলে দেখা হল চপলার সঙ্গে। রোজই কাছারির কাজ শেষ হলে নীচের তলার একটা ঘরে তার সঙ্গে দেখা হয় চপলার। ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু হয় কিনা তা ভেবে দেখার চেষ্টা করেনি শচীন। আর ভাবতে ভাল লাগে না।

সে চপলাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি যে আমাদের বাড়িতে প্রায়ই যান তা তো বলেননি কখনো আমাকে।

চপলা বিষণ্ণ গলায় বলল, কী সুন্দর সংসার আপনাদের। ভারী শান্তি, শ্রী। এরকম বাড়িতে যে কেন বিশাখা যেতে চায় না তা আমার মাথায় ঢোকে না।

॥ ৫০ ॥

এত ভয় রেমি জীবনেও পায়নি, মাতাল ধ্রুবকে সে ততটা ভয় পেত না, যতটা পেল এই পাগল ধ্রুবকে। নির্বিকার মুখে যে পুরুষ তার বিয়ে করা বউকে অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘর করার পরামর্শ দেয় এবং মৌলিক সততার দোহাই পাড়ে তার পাগলামী সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে না।

সেই রাতে ধ্রুব ঘুমোলো না, কাঠের মতো শক্ত হয়ে বসে রইল চেয়ারে। মশার কামড় খেল অনেক। সামনে খোলা একখানা বই। একটা লাইনও পড়ছিল না সে। রেমি বিছানায় পড়ে রইল চুপ করে। রাত দশটা নাগাদ জগা এসে খোঁজ নিয়ে গিয়েছিল তার। সাড়ে দশটা নাগাদ খাওয়ার

www.MurchOna.com

জন্য ডাক এসেছিল। তারা দুজন নড়েনি।

খুব ভোরবেলায় ধ্রুব বই বন্ধ করল। হাই তুলে উঠে বাইরে বেরোনোর পোশাক পরল।

রেমি ধড়মড় করে উঠে বলল, কোথায় যাচ্ছো ?

একটু জগিং করে আসি। শরীরটা ফিট রাখতে হবে।

তুমি কোথাও চলে যাবে না তো !

গেলেই বা ক্ষতি কী ? আজ থেকে আমি তোমার কেউ নই।

কথাটা অনেকবার বলেছো। আর বোলো না।

আচ্ছা বলব না। তুমি ঘুমোও।

তুমি কোথায় যাচ্ছো ? পালাবে না তো !

না। আমার জীবনের প্রথম ও শেষ ঘটকালীর জন্য এখন কিছুদিন কলকাতায় থাকব। তোমাদের ব্যাপারটা হয়ে গেলে কিছুদিনের জন্য উধাও হতে পারি।

রেমি এই পাগলামীর কী জবাব দেবে ? ভয়ে চুপ করে রইল।

ধ্রুব জগিং করতে গেল, না আর কোথাও, তা বোঝা যাচ্ছিল না। কারণ দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পরও তার ফেরার নাম নেই।

সাধারণত রেমি ধ্রুবর জন্য অপেক্ষা না করেই খেয়ে নেয়। উচ্ছৃংখল পুরুষের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া শক্ত, মানাতে গেলে প্রাণ যায়। তাই রেমি তার সময় মতো ভাত খেয়ে নেয়। ধ্রুব তার সময় মতো ফেরে, কখনো খায়, কখনো খায় না।

কিন্তু রেমি আজ খেল না, অপেক্ষা করতে লাগল।

দুপুরে এবং রাত্রে কৃষ্ণকান্তর খাওয়ার সময়ে রেমি উপস্থিত থাকে। এটা রেওয়াজ। আজ রেমি ওপরে না উঠে নীচের ঘরে চুপচাপ শুয়ে ছিল। মাঝেমাঝে কাঁদছে। বুক জ্বলছে জ্বালায়।

জগা এসে দুপুরে দরজায় টোকা দিয়ে বলল, বউদি, ওপরে যাও। বড় কর্তা ডাকছে।

এই একজনের ডাক রেমি কখনো উপেক্ষা করতে পারে না। সম্ভবত কৃষ্ণকান্ত খেতে বসেছেন এবং বউমাকে না দেখে উদ্বিগ্ন।

রেমি যথাসাধ্য নিজের মুখ থেকে অনিদ্রার ক্লান্তি ও কান্নার চিহ্নগুলি মুছে ফেলবার চেষ্টা করল লঘু প্রসাধন দিয়ে। বড় করে সিঁদুরের টিপ পরল, ঘোমটাটা একটু বেশী করে টানল আজ, তারপর ওপরে গেল।

ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাত এবং ফুটন্ত ঘি ছাড়া কৃষ্ণকান্তর চলে না। সেরকমই দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু বউমাকে না দেখতে পেয়ে কৃষ্ণকান্ত ভাতে হাত দেননি। ফলে গরম ভাত ঠাণ্ডা হয়েছে, ঘি জুড়িয়ে গেছে।

কৃষ্ণকান্ত উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে মা ? শরীরটা কি ভাল নেই ?

রেমি ভাতের থালাটা চোখের পলকে জরিপ করে নিয়ে হাত বাড়িয়ে থালাটা তুলে নিয়ে বলল, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি আবার গরম ভাত নিয়ে আসছি।

কৃষ্ণকান্ত খুশি হয়ে একটা বড় শ্বাস ছাড়লেন।

ফুটন্ত ঘি দিয়ে গরম ভাত মেখে প্রথম গ্রাসটি মুখে তুলে কৃষ্ণকান্ত বললেন, আমার বাবার একবার কী হয়েছিল জানো ?

কী বাবা ?

মাত্র পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বছর বয়সে তাঁকে একবার বুড়ো হওয়ার বাতিকে পেয়েছিল। সে সাঙ্ঘাতিক বাতিক। দিন রাত মৃত্যুচিন্তা করতেন। কথাটা বললাম কেন জানো ?

রেমি স্নিগ্ধ চোখে শ্বশুরের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে চোখ নামিয়ে নেয়।

কৃষ্ণকান্ত একটু মজা পাওয়ার হাসি হেসে বললেন, বাবা ছিলেন খুব নিষ্কর্মা লোক। সারাদিন

www.MurchOna.com

বসে-টসেই থাকতেন আর খুব ভাবতেন, যারা কাজ করে না এবং বৃথা চিন্তা করে তাদের বুড়োমিতে পেয়ে বসে খুব অল্প বয়সেই। আমার ভয় হচ্ছে আমাকেও না আবার ওই বুড়োমিটা চেপে ধরে।

আপনি তো আর নিষ্কর্মা নন বাবা।

তা নই। আর নই বলেই এই বুড়ো বয়সেও আমাকে বুড়োমিতে পায়নি এতদিন। কিন্তু এবার মন্ত্রিত্ব চলে গেলে মা, একটু নিষ্কর্মার মতোই লাগবে নিজেকে।

মন্ত্রিত্ব ছাড়াও তো আপনি কত কাজ করেন।

করি বৈকি মা। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো, মন্ত্রী আছি বলেই সেই সুবাদে পাঁচটা কাজ জুটে যায়। গদি গেলে তখন আর কে পোঁছে বলো, কাজকর্ম কমে গেলেই বাজে চিন্তা এসে জোটেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন কৃষ্ণকান্ত।

রেমি একটু সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে বলল, আপনার কাজ একটু কমাই উচিত বাবা, যা খাটছেন, আমার তো ভয় হয় অসুখ করবে বুঝি।

দূর পাগলী, কাজ করলে কখনো অসুখ করে ? শরীরটা ভগবান দিয়েছেন কাজ করার জন্যই, বসে থাকার জন্য নয়। এটাকে নিংড়ে যত পারি কাজ আদায় করে নিলে তবেই শরীর ধারণ করার একটা মানে হয়। নইলে বৃথা শরীর পুষে রেখে লাভ কী ?

কৃষ্ণকান্ত খুব সামান্যই খান। কিছুদিন হল মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। ঘি-মাখা ভাত শেষ করেই অন্য সব পদ সরিয়ে রেখে দুধ আর কলা দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে একটু হেসে বললেন, তুমি আমার মা বলেই একটা কথা আজ তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে। আমার বাবা হেমকান্ত চৌধুরী সম্পর্কে তুমি কিছু শুনেছো ? কোনো গুজব ?

রেমি শুনেছে। কিন্তু মুখে তা স্বীকার না করে নিপাট ভাল মানুষের মতো বলল, না তো বাবা।

কৃষ্ণকান্ত মুখটা গম্ভীর করে বললেন, শোনাটাই স্বাভাবিক ছিল। তোমাকে বলেই বলি মা, তাঁর একবার পদস্খলন হয়েছিল।

রেমি সিঁটিয়ে রইল লজ্জায়।

কৃষ্ণকান্ত রেমির দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে দূরগত এক চোখে সামনের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললেন, পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বছর বয়সে যে কোন স্বাস্থ্যবান পুরুষেরই পূর্ণ যৌবন থাকে। তিনি নিজেকে বুড়ো ভাবতে শুরু করেছিলেন বটে, কিন্তু সত্যিই তো তা নয়। বিপত্নীক, সুপুরুষ এবং খুব সজ্জন প্রকৃতির এই মানুষটির পদস্খলন ঘটল সেই বয়সে। সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। ছিছিক্কারও পড়ে গিয়েছিল চারদিকে। কিন্তু আমি তাঁর কোনো দোষ দেখতে পাইনি। আজও, এতদিন পরেও অনেক বিচার, অনেক বিশ্লেষণ করে মনে হয়েছে, কাজটা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যেমনই দেখাক, তাঁর দিক থেকে প্রয়োজন ছিল।

রেমি কিছু বলল না। টেবিলের ওপর আঙুলের দাগ দিতে থাকল। কৃষ্ণকান্ত ধীরে ধীরে বললেন, জীবনে এক-আধবার পদস্খলন অনেকেরই ঘটে কিন্তু তা দিয়ে লোকটার বিচার করে মূর্খরা। বুঝলে মা !

প্রসঙ্গটা কেন উত্থাপন করেছেন কৃষ্ণকান্ত তা যেন আচমকাই বুঝতে পারল রেমি। বুঝে কেঁপে উঠল ভিতরে ভিতরে।

কৃষ্ণকান্ত ভারী মোলায়েম গলায় বললেন, হেমকান্তর নিন্দে যারা করে বেড়াত তাদেরও খবর আমি রাখতাম। তারা কেউই খুব নিষ্কলঙ্ক ছিল না। কিন্তু মানুষের ধর্মই হল, নিজের দোষ ঢাপকে অন্যের দোষ দেখা।

রেমি মৃদুস্বরে শুধু বলল, ঠিকই তো।

কৃষ্ণকান্ত দুধভাতটুকু অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করছিলেন। হঠাৎ নির্বিকার গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সময় কেমন কাটছে মা ?

www.MurchOna.com

ভালই তো।

খুব ভাল যে নয় সে আমি জানি। আর সেইজন্যই রাজাকে বলেছিলাম তোমাকে একটু গানটান শেখায় যেন। তা রাজা আসে তো!

রেমির ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। শরীরে সমস্ত তন্ত্রীতে বয়ে গেল একটা ঝড়। মাথা নীচু রেখে সে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করতে করতে বলল, মাঝে মাঝে।

মাঝে মাঝে? কেন সে কি খুব নবাবপুত্তুর হয়েছে নাকি? তাকে আমি বলেছি পারলে রোজ যেন আসে। গান শেখাবে, একটু কম্প্যানিও দেবে। আমাদের দামড়াটা কবে কোথায় যায়, কবে আসে তার তো ঠিক নেই। তোমার সময় কাটে কী করে?

রেমি তার অদ্ভুত চোখ দুখানা তুলে কৃষ্ণকান্তকে একপলক দেখল। বাপের বাড়ি খুব বেশী দূর নয় তার, বিয়েও এমন কিছু বেশী দিন আগে হয়নি, তবু বাপের বাড়ির লোকেরা যে তার পর হয়ে গেছে, দূরত্বটাও বেড়ে গেছে অনেক তার কারণ এই মানুষটি। রেমি জানে লোকটা বড় সোজা নয়। ঝানু কুটনীতিক, দোষে গুণে তৈরি হওয়া মানুষ, কিন্তু এই মানুষটির মধ্যে এক অগাধ গভীর দীঘির মতো আশ্রয় আছে তার। সে এও বোঝে, এ লোকটার "মা" ডাকের মধ্যে কোনো চাতুরী নেই, কৃত্রিমতা নেই। "মা" কীভাবে ডাকতে হয় তা মাতৃহীন এই লোকটা সত্যিই শিখেছিল।

রেমি মৃদু একটু হেসে বলল, রাজা ব্যস্ত মানুষ। ওর অনেক ফাংশন থাকে। রেডিও প্রোগ্রাম থাকে। ফিলমের কাজ থাকে।

জানি। কিন্তু সেসব ওর জন্য করে দিল কে? কার খুঁটির জোরে এখন করে খাচ্ছে তা জানো?

না তো বাবা!

সেটা তো বলবে না, প্রেস্টিজ যাবে যে, তাছাড়া কৃতজ্ঞতার ল্যাঠাও তো আছে। যাকগে, রাজা না পারলে আমি আর কাউকে গানের মাস্টার রেখে দেবো। ভাল করে শেখো। একটা কিছুতে মনপ্রাণ ঢেলে দাও।

আপনি আমার জন্য এত ভাবেন কেন বাবা?

আমি না ভাবলে কে ভাববে বলো! আমার স্বার্থও তো আছে। বুড়ো বয়সে একটি মায়ের মতো মা পেয়েছি। কিন্তু দামড়াটার দোষে বুঝি আমার মা তিষ্ঠোতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পালায়। সেই ভয়েই তো তোমাকে এত বাঁধবার চেষ্টা।

আমি তো পালাতে চাই না বাবা!

চাইবে কেন মা? তুমি চঞ্চলা হলে এ বাড়ির লক্ষ্মীও চঞ্চলা হবেন। আমি জানি একদিন তুমি এক খুঁটোয় বাবা-ব্যাটাকে বাঁধতে পারবে। আমি সেই আশাতেই বেঁচে আছি।

রেমি মাথা নীচু করে রইল। দুই চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল অবিরল।

কৃষ্ণকান্ত অন্যমনস্ক ছিলেন বলেই বোধহয় ব্যাপারটা লক্ষ করলেন না। কিংবা লক্ষ করলেও না-লক্ষ্য করার ভান করলেন। ধীর গলায় বললেন, আমার আরো দুটো ছেলে আছে, কিন্তু তাদের সম্পর্কে আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত। বড়জন মিলিটারি, ত্যাজ্যপুত্র, তার কথা ভেবে লাভ নেই। ছোটোটা মোটামুটি নিরাপদ চরিত্রের ছেলে। আমার একমাত্র প্রবলেম তোমার স্বামীটিকে নিয়ে।

জানি বাবা।

তুমি তো জানবেই মা। দামড়াটা আমার যত বড় শত্রুই হোক, এ কথা বলতে হবে যে, ওর মতো স্বচ্ছ বুদ্ধি ও প্রাঞ্জল মন আমার অন্য দুই ছেলের নেই। কিন্তু কেন যেন ব্যালানসড হল না। কোথায় চরিত্রের মধ্যে একটা ভারসাম্যের অভাব রয়ে গেল। তাই না?

হ্যাঁ।

ওকে কি তোমার পাগল বলে মনে হয়? উন্মাদ পাগল না হলেও প্রচ্ছন্ন পাগল?

প্রচ্ছন্ন পাগল কথাটা রেমি এই প্রথম শুনলো। কান্নার মধ্যেও একটু হাসি পেল তার। মাথা

www.MurchOna.com

নেড়ে শুধু 'হ্যাঁ' জানাতে পারল সে। কথা বলতে পারল না।

কৃষ্ণকান্তও একটু ম্লান হেসে বললেন, এই পাগলামীর কোনো চিকিৎসাও তো নেই। এখন ওর সমস্ত রোখটা গিয়ে পড়েছে তোমার ওপর। তোমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, কষ্ট দিচ্ছে।

রেমি ম্লানমুখে বলল, মেয়েরা তো কষ্ট করার জন্যই জন্মায়। তাতে কিছু নয় বাবা। তবে একটা জিনিস আমি সইতে পারি না।

কৃষ্ণকান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, কী সইতে পারো না? দামড়াটা কি গায়ে হাতটাতও তোলে নাকি? চাবকে আমি ওর—

রেমি আর্তস্বরে বলে, না না, তা নয়।

তাহলে কী?

আপনি দেখবেন বাবা, আমাকে যেন এ বাড়ি থেকে কেউ জোর করে তাড়িয়ে না দেয়।

তোমাকে তাড়াবে? কৃষ্ণকান্ত হতভম্বের মতো বলেন, তোমাকে? কার এত বুকের পাটা? আপনি অত অস্থির হবেন না।

কে তোমাকে তাড়াতে চেয়েছে? ওই দামড়াটা? রাজু? ওরে রাজু? দেখ তো মেজদাদাবাবু ঘরে আছে কিনা! না থাকলে যেন এলেই আমার সঙ্গে দেখা করে!

রেমি তটস্থ হয়ে বলে, আমি তো বলিনি যে আপনার ছেলে আমাকে তাড়াতে চেয়েছে।

ভদ্রলোকের মেয়েরা কি সব কথা মুখে আনতে পারে! দামড়াটা যে এত ছোটোলোক হয়ে গেছে আমার তা জানা ছিল না। আর যাই করে বেড়াক মনটা চওড়া ছিল।

উনি বলেননি।

তাহলে কে? বলো, তার নাম বলো। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাকে এ বাড়ির পাট গোটাতে হবে।

রেমি এই বিস্ফোরক পরিস্থিতিতেও হেসে ফেলে।

হাসছো মা? হাসির কারণটা কী?

আপনার অকারণ উতলা হওয়া দেখে।

কেউ কিছু বলেনি তোমাকে?

না। আমি বলছিলাম এমন পরিস্থিতি যাতে না হয় যে, আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়।

সেটা কেন হবে বলো তো!

হতে কি পারে না?

কৃষ্ণকান্ত কিছুক্ষণ থম ধরে বসে রইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, ঠিক আছে। আমি আজই উকিল ডাকছি। এই বাড়ি তোমার নামে লিখেপড়ে দিই। তারপর আর এ বাড়ি ছাড়ার কোনো প্রশ্নই উঠবে না।

রেমি ভয় পেয়ে বলল, না না তার দরকার নেই।

তুমি আমাকে বারবার নিরস্ত করছো কেন মা?

আপনি তো আছেন বাবা। আমার আর ভয় নেই।

আমি চিরকাল থাকব না। তখন?

আপনি না থাকলে এই ভূতের বাড়িতে কি আমিই থাকতে পারব?

কৃষ্ণকান্তর চোখ ছলছল করে উঠল। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। তারপর দুধভাতের শেষ অংশটুকু রেখেই উঠে গেলেন আঁচাতে।

রেমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভালবাসারও দমবন্ধ করা এক আক্রমণ আছে। সে তার শ্বশুরের কাছ থেকে যা পেয়েছে তা আর কারো কাছ থেকেই কখনো পায়নি। এরকম একমুখী গভীর স্নেহের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না বলে তার আজ দমবন্ধ লাগছিল এতক্ষণ।

রেমি দুপুরে এক কাপ কফি খেয়ে অপেক্ষা করতে লাগল নীচের ঘরে। ধ্রুব আসুক একসঙ্গে

www.MurchOna.com

খাবে ।

খিদে, ক্লান্তি, নিদ্রাহীনতায় রেমির শরীর বড় অবশ লাগছিল । কেন যে এই কারাগারে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে এতদিন তা কিছুতেই যুক্তি দিয়ে বোঝে না সে । শ্বশুরের স্নেহ তো গৌণ ব্যাপার । যাকে নিয়ে সম্পর্ক রচিত হয় সেই মূল মানুষটাই যদি আড় হয়ে থাকে, যদি পাগল হয়, স্নেহহীন হয়, তবে এক কোটি মানুষের ভালবাসাও তো মূল্যহীন । তবু রেমি কেন আছে ? কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণে ?

রেমি ভেবে দেখেছে, যুক্তির পথ দিয়ে সব সময়ে তো হাঁটে না মানুষ । তার মন অনেক সময়েই অদ্ভুত আচরণ করতে থাকে । কিছুতেই তাকে বাগে আনা যায় না ।

দুর্বল শরীর জুড়ে কখন নেমে এল ঘুম রেমি টের পায়নি । ধ্রুবই তাকে জাগাল ।

ওঠো ওঠো ।

ধড়মড় করে উঠে পড়ে রেমি, কী হয়েছে গো ?

কিছু হয়নি । মুখ অত শুকনো কেন ?

শুকনো ? বলে রেমি নিজের মুখে একটু হাত বুলিয়ে বলে, কোথায় শুকনো ? তুমি এতক্ষণে এলে ?

এইমাত্র ।

খাওনি তো ?

না ।

চলো, খাবে চলো । আমি আজ তোমার জন্য বসে আছি ।

আমার জন্য ? কেন ?

ইচ্ছে হল, তাই ; চলো, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে ।

ধ্রুব একটু হাসল । তারও মুখ শুকনো । হাসিটা ভাল ফুটল না । একটা হাই তুলে বলল, খাবো, তাড়া কিসের ?

তোমার নেই । আমার আছে ।

চলো, আজ বাইরে কোথাও খাওয়া যাক ।

ওমা ! কেন ?

এখন তিনটে বাজে । এই অবেলায় ঠাকুর চাকরদের উদ্ব্যস্ত করার দরকার কী ? ওরা একটু বিশ্রাম নিচ্ছে নিক না ।

ওদের উদ্ব্যস্ত করব কেন ? আমি বুঝি পারি না !

বাড়ির একঘেয়ে খেতে ভাল লাগে না । চলো, বাইরে যাই ।

আমার যে রেস্টুরেন্টে খেতে ঘেন্না করে ।

ভাল রেস্টুরেন্টে যাবো । ঘেন্না করবে না ।

তোমার অন্য কোনো মতলব নেই তো !

না, কী মতলব থাকবে ?

সকালে আমাকে বিশ্রী অপমান করে গেছ । সারা রাত কষ্ট দিয়েছো ।

তবু তোমার মন বিদ্রোহী হচ্ছে না ?

হচ্ছে না আবার ! খুব হচ্ছে ।

তার লক্ষণ কোথায় ?

কী লক্ষণ দেখতে চাও ?

একটা বিস্ফোরণ । মাইরি দেখাবে ?

পারব না, যাও ।

www.MurchOna.com

॥ ৫১ ॥

কুঞ্জবনে আর এসো না, বুঝলে ?

কেন বলো তো !

এটা তোমার জায়গা ছিল। একা একা বসে ভাবতে। আমি ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিলাম কুঞ্জবন। কৃষ্ণ থাকত, কিন্তু রাধা আসত না। আজকাল রাধা আসে, কৃষ্ণও থাকে। তুমি পালাও।

এসব কী হচ্ছে মনু ? আমার যে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।

সেইজন্যই তো তোমাকে সাবধান করছি। পৃথিবীর অনেক ঘটনা সম্পর্কেই তো তুমি চোখ বুজে থেকেছো এতকাল। এটাও চোখ বুজে এড়িয়ে যাও।

কিন্তু এ তো আমার পরিবারের কলঙ্ক মনু।

তা জানি। কিন্তু তোমার বা আমার কিছু করার নেই।

কেন নেই ?

যদি বাধা দাও তবে মরীয়া হয়ে একটা কিছু করে ফেলবে।

কী করতে পারে বলো তো !

আত্মহত্যা করতে পারে। পালিয়ে যেতে পারে।

তা বলে চুপ করে থাকতে হবে ?

অন্য কেউ হলে আমি চুপ করে থাকতে বলতাম না। তুমি বলেই বলছি। তুমি শান্ত, ভাবুক মানুষ। এসব সামাল দেওয়া তোমার কাজ নয়।

তার মানে তুমি আমাকে অপদার্থ ভাবো ?

যা ভাবি তাই ভাবি। এখন তো নতুন করে ভাবতে পারব না।

হেমকান্ত কিছুক্ষণ গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে বসে থেকে বললেন, আমি সত্যিই অপদার্থ মনু।

তুমি কী তা তো এ জন্মে সবটা জানা যাবে না। তবে যাই হও, তুমি যেমনটি, ঠিক তেমনটিই থেকো।

তা না হয় থাকলাম, কিন্তু ওদের যে রোখা দরকার মনু। তুমি একটা কিছু করতে পারো না ?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, না গো। তুমিও পারো না, আমিও পারি না। আমাদের সেই জোর নেই।

কেন নেই ?

বোঝো না ? একটু তলিয়ে দেখ, বুঝতে পারবে।

হেমকান্ত যথাসাধ্য তলিয়ে দেখলেন, কিন্তু বুঝতে পারলেন না। বললেন, আমি বুঝতে পারছি না মনু।

সোজা তো।

বুঝিয়ে দাও।

তোমার আর আমার সম্পর্ক নিয়েও লোকের সন্দেহ আছে।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, লোকের মন বড় নোংরা মনু।

সে তুমি যাই বলো, কথাটা তো সত্যি। তাই তুমি বা আমি কারো চরিত্র নিয়ে কথা বলতে পারি না। যদি বলি তবে ওরাও আমাদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে বলবে তোমরা কি সাধু ?

বলবে বলছো ?

নিশ্চয়ই বলবে। বিশাখা একদিন বুঝি শচীনকে আলতো করে কী একটু বলেছিল চপলাকে নিয়ে। শচীন উল্টে বিশাখাকে চোটপাট করেছে। বলেছে, চৌধুরি বাড়ির অনেক কেচ্ছাকাহিনী আছে।

www.MurchOna.com

বিশাখা বলেছিল তাহলে ?

একটু বলেছিল। কিন্তু বেচারাকে অপমান হতে হয়েছে।

ওরা কতদূর এগিয়েছে মনু ?

আমি কি আড়ি পাতি নাকি যে জানবো ?

তুমি জানো। বলছ না।

খুব বেশী জানি না। তবে হাবভাব দেখে মনে হয় শচীন আর চপলা দুজনেই একটু বেশী বেপরোয়া। কাউকে গ্রাহ্য করছে না। করবেও না।

কনককে একটা খবর পাঠাবো ?

তুমি বোকা।

কেন ?

কনককে কিছুই করার সাধ্য নেই। তাকে আমি চিনি। চপলা ওকে যেমন ভেড়া বানিয়েছে ও তেমন ভেড়াই হয়েই থাকবে। তুমি যদি ওর বউয়ের নামে ওকে কিছু বলো ও বিশ্বাস করবে না। উল্টে বরং তোমার ওপর রেগে যাবে।

কিন্তু কলকাতা যাওয়ার আগে কনকের সঙ্গে নাকি বড় বউমার ঝগড়া হয়েছিল।

হয়েছিল। তাতে কি প্রমাণ হয় যে, কনক পুরুষসিংহ ? আর চপলা ওর কৃতদাসী ?

তা বলছি না। ঝগড়া হয়েছিল কেন জানো ?

তোমার মেনীমুখো ছেলে বউ ছাড়া থাকতে পারে না। তাই বউকে টানাটানি করেছিল যাওয়ার জন্য। চপলা যেতে চায়নি বলে ঝগড়া। কিন্তু সেই ঝগড়ায় কার হার হয়েছে তা তো দেখছই !

বিষণ্ণ হেমকান্ত গম্ভীর মুখে বললেন, হুঁ।

সংসারটা হল কাঁথার উল্টো পিঠের মতো। সামনেটা বেশ নকশাদার, সাজানো গোছানো সিজিল মিছিল। কিন্তু উল্টোপিঠে যত সুতোর গিঁট, উল্টোপাল্টা ফোঁড়। তোমার তো তলার দিকটা দেখবার দরকার নেই। যা হচ্ছে হোক।

শচীনকে যদি বরখাস্ত করি ?

রঙ্গময়ী একটু হেসে বলে, তাতে তোমারই ক্ষতি। সে তোমার বিষয়-সম্পত্তি যক্ষের মতো আগলাচ্ছে। তাকে তাড়ালে আবার পাঁচ ভূতে লুটে খাবে। তাছাড়া লাভও নেই। বরখাস্ত করলে ওদের রোখ আরো বাড়বে। বেহেড হয়ে এমন কাণ্ড করে বসবে যে, তুমি মুখ দেখাতে পারবে না।

খবরটা কতদূর রটেছে জানো ?

রটেছে। ভালই রটেছে। এসব কি চাপা থাকে ?

আমার ধারণা, তুমি ইচ্ছে করলে এর মীমাংসা করে দিতে পারো। তোমার তো অনেক বুদ্ধি।

আমার ওপর তোমার অনেক বিশ্বাস। কিন্তু বললামই তো আমি সরাসরি কিছু করতে পারি না। আমার মনেও তো পাপ।

হেমকান্ত সামান্য উষ্মার সঙ্গে বললেন, তোমার মনে পাপ থাকবে কেন মনু ? তুমি এমন কী অন্যায় করেছো ?

অন্যায় নয় ? ও বাবা, কত কলঙ্ক আমার !

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, আমাকে যা তা একটা কিছু বোঝালেই যে আমি বুঝব অত বোকা আমি নই মনু। আমি বিপত্নীক, তুমি এখনো কুমারী। যদি চাই তো আমরা বিয়ে করতে পারি। তাতে কোনো নৈতিক অপরাধ হয় না, বিশ্বাসঘাতকতা হয় না, পাপও হয় না। বরং অরক্ষণীয়া কন্যাকে উদ্ধার করার পুণ্যই হয়। আমাদের সঙ্গে ওদের তুলনা করছ কেন ? চপলা ঘরের বউ, ছেলেমেয়ের মা, সে আর তুমি কি এক ?

রঙ্গময়ী হেমকান্তর কথায় মাথা নীচু করে লাজুক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ মৃদু হেসে বলল,

www.MurchOna.com

খুব বুদ্ধি হয়েছে আজকাল, না ?

বিপাকে পড়েছি মনু, এখন আমার মাথার ঠিক নেই। একটা কিছু পরামর্শ দাও। আমার তো তুমি ছাড়া কেউ নেই, জানোই।

রঙ্গময়ী একটা বড় রকমের শ্বাস ফেলে বলে, সেটাই তো হয়েছে মুশকিল। তোমার আমি ছাড়া কেউ নেই। কিন্তু কপালগুণে আমি মেয়েমানুষ। তার ওপর আবার শিক্ষাদীক্ষা নেই। আমি তোমাকে কী পরামর্শ দেবো ?

তুমি মেয়েমানুষ হয়ে না জন্মালে আমার যে কী গতি হত !

বলছ যখন ভেবে দেখব। তবে যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে বলতে পারি, এসব ক্ষেত্রে জোর করে কিছু করতে যাওয়া ঠিক নয়।

জোর করতে পারি এমন জোরই যে আমার নেই।

রঙ্গময়ীর অসামান্য ধারাল মুখশ্রীতে লজ্জার লাবণ্য তেমন মানায় না। তবু লজ্জার রেশটুকু এখনো টলটল করছে মুখে। সলাজ দৃষ্টিক্ষেপ করে সে বলল, আজ কিছু একটা খুব জোরের কথা বলে ফেলেছো।

কী বলো তো :

ভেবে দেখ। এইমাত্রই তো বললে !

কোন কথাটা ?

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। সব কথাই ধরিয়ে না দিলে হয় না।

বুঝেছি। হেমকান্তর ফর্সা রঙেও একটু লাল আভা মিশল।

ছাই বুঝেছো।

বুঝিান ?

বলো তো কী ?

বিয়ের কথাটা তো ?

যাক। বলে রঙ্গময়ী পিছু ফিরল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, কুঞ্জবনে থেকো না। ওরা আসবে।

এটা আমার জায়গা মনু। আমি থাকব। ওরা অন্য জায়গায় যাক।

রঙ্গময়ী যেতে যেতেও দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, শোনো বোকা মানুষটার কথা। কুঞ্জবন তবু খোলামেলা জায়গা। এখানে দুজন আর যাই করুক তেমন ঘনিষ্ঠ হতে পারবে না। তুমি কুঞ্জবন না ছাড়লে ওরা ঘরে গিয়ে দোর দেবে।

হেমকান্ত রেগে গিয়ে বলেন, দিক। যা খুশি করুক।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, ওটা কাজের কথা নয়। রাগের কথা। ঘর কিন্তু ভাল জায়গা নয়। যত কাণ্ড সব নির্জন ঘরেই তো হয়। যা বলছি শোনো। মাথা ঠাণ্ডা রাখো।

হেমকান্ত ঘরের ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় নিলেন। কিন্তু যেই বুঝলেন অমনি ছ্যাঁকা খাওয়ার মতো চমকে উঠলেন।

সন্ধেবেলা সেজবাতির আলোয় হেমকান্ত একখানা বাঁধানো খাতার প্রথম পাতায় লিখলেন : ইহা আমি কী বলিলাম ! আমার মুখনিঃসৃত এই কথা যে আমাকে বিস্ময়ে আবিষ্ট করিতেছে, আনন্দে শিহরিত করিতেছে। তবে কি রবিবাবুর সেই কবিতার মতো আমার অভ্যন্তরেও এক নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটিতেছে ! বাঁধ ভাঙিয়া প্রলয়ংকর জলরাশি প্রমত্ত বেগে নামিয়া আসিবে ? রবির কর কি কোনো উপায়ে গুহার সূচীভেদ্য অন্ধকার বিকীর্ণ করিয়া আমার প্রাণে স্পর্শ রাখিয়াছে ? আদি কবি বাল্মীকির মতো আমিও যে আজ স্বীয় মুখে উচ্চারিত একটি বাক্যকে সবিস্ময়ে পর্যালোচনা করিতেছি। কিমিদং ? ইহা কী ?

ইহা যাহাই হউক, এই বাক্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে সত্য। যাহা সত্য তাহাই আজ সবেগে

www.MurchOna.com

বাহির হইয়া গেল। আমি নিমিত্ত মাত্র। অবচেতন মনের কথা শুনিয়াছি। চেতনার এমনই একটি স্তর যাহা ঘুমন্ত ও স্বপ্নময়। এইসব জীবনসত্য সেখানেই আত্মগোপন করিয়া থাকে। উপলক্ষ পাইলে সবেগে বাহির হইয়া আসে।

যে মানবীকে উপলক্ষ করিয়া আজ এই সত্য প্রকটিত হইল তাহাকে আমি বাল্যকালাবধি জানি। বয়সে সে আমার অপেক্ষা প্রায় বিশ বৎসর ছোটো। তাহাকে শিশু অবস্থায় আমি এক আধবার ক্রোড়েও ধারণ করিয়া থাকিব। ঠিক স্মরণ নাই। তবে সেই শিশুকে আমি বড় হইতে দেখিয়াছি। আমার যখন বিবাহ হয় তখন সে নিতান্তই বালিকা। আমার বাসরঘরে সে তাহার পিসির সহিত রাত জাগিতে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। গাছ বাহিতে, সাঁতার দিতে পারিত চমৎকার। রুক্ষ চুলে তেল জুটিত কি জুটিত না। পূজার দানের সস্তা ও মোটা শাড়ি পরিয়া সে ঘুরঘুর করিত। মুখখানায় বুদ্ধির দীপ্তি ছিল।

তাহাকে প্রথম ভাল করিয়া লক্ষ্য করি কিশোরী বয়সে। আমরা স্বামী-স্ত্রী দোতলার ঘরে থাকিতাম। আমাদের জানালার পাশেই একটি কাঠচাঁপা গাছের পুষ্পিত শাখা ছিল। পুষ্পের সুগন্ধ ঘরেও পাওয়া যাইত।

একদিন ভোর রাত্রে জানালার বাহিরে কাঠচাঁপা গাছের নরম ডাল ভাঙিয়া পড়িয়া শব্দ হইল, সেই সঙ্গে একটি শিহরিত মৃদু কাতরতার ধ্বনি। তাহা আর্তনাদ নহে · যেন একটা কোকিলের শ্বাসরোধ হইয়াছে। বা গলা ভাঙিয়াছে। উপমাটা বোধহয় ভাল হইল না। যাহাই হউক, আর্তনাদটি ঠিক আর্তনাদ নহে, কেহ যেন আর্তনাদ করিতে গিয়াও অমানুষিক প্রয়াসে সেটি রুদ্ধ করিল।

সেই শব্দ এমনই মৃদু যে আমার স্ত্রীর ঘুম ভাঙিল না। আমি উঠিয়া প্রথমে জানালা দিয়া দেখিলাম। তেমন কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না। দ্রুত নীচে নামিয়া কাঠচাঁপা গাছের তলায় ঘাসের উপর অর্ধশায়িত যাহাকে আবিষ্কার করিলাম সে সেই কিশোরী। কোমরে ও হাতে সাঙ্ঘাতিক চোট লাগিয়াছে। তবু সে কাতর কোনো শব্দ করিতেছে না। শুধু মুখটি বিকৃত করিতেছে অবরুদ্ধ যন্ত্রণায়।

তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম, গাছে উঠেছিলে কেন?

ফুল তুলতে।

কাঠচাঁপা গাছে কেউ ওঠে? ওর ডাল নরম হয় জানো না?

জানি।

তবে উঠেছিলে কেন?

তোমাদের দেখতে।

আমাদের দেখতে? আমাদের দেখার কী আছে?

তোমরা ওরকমভাবে শুয়ে থাকো কেন?

আমি স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম, কীভাবে শুয়ে থাকি?

বিশ্রীভাবে।

আমার ইচ্ছা হইয়াছিল অসভ্য মেয়েটার গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের একটি চড় কষাইয়া দিই। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করাই আমার চিরকালের অভ্যাস।

বলিলাম, তোমার লজ্জা হয় না?

কেন হবে?

আমরা স্বামী-স্ত্রী যে ঘরে বাস করি সেখানে অসময়ে উঁকি দাও, এটা কেমন কথা?

বেশ করব উঁকি দেবো।

কেন উঁকি দেবে?

www.MurchOna.com

আমার ইচ্ছে।

বাঃ বেশ তো! আমার এর বেশী কথা মুখে আসিল না।

সে বলিল, বেশই তো! কী করবে, মারবে? মারো না।

মারাই উচিত।

বলছি তো মারো। মারো না!

আমি হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিলাম, মার খাওয়ার অত শখ কেন?

তুমি আমাকে মারলে আমি খুশি হই। মেরে ফেললে আরো খুশি।

এ কাজ আর কোরো না। বাড়ি যাও।

কিশোরী সপাটে আমার মুখের উপর বলিল, রোজ করব। রোজ আসব। রোজ দেখা

আমার বিস্ময়ের ঘোর আর কাটিতে চায় না। এই মেয়েটি কি উন্মাদ হইয়া গিয়াছে? সামান্য গরীব ঘরের মেয়ে, ইহার তো অত তেজ থাকিবার কথা নহে।

মনুষ্যচরিত্র আমি কোনোকালেই তেমন অনুধাবন করি নাই। আমার কাজে বেশীর ভাগ মানুষের অস্তিত্বই গৌণ। তাহারা কখন, কেন কিরূপ আচরণ করে তাহা লইয়া আমি বিশেষ মাথা ঘামাই না। কিন্তু এই কিশোরী আমাকে ভাবাইয়া তুলিল। আমি ইহার মধ্যে স্বাভাবিকতার অভাব লক্ষ করিতেছিলাম, কিন্তু কারণটি অনুমান করিবার সাধ্য ছিল না।

তবে তাহার বাবাকে আমি পরদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কন্যাটির মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক মানসিকতা আছে কি?

আজ্ঞা না তো!

সে কি খুব তেজী স্বভাবের মেয়ে?

তাও নয়। বরং স্বভাব নম্রই। কেন বলুন তো?

আমি তাকে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম। সে একটু অদ্ভুত আচরণ করছে। তার প্রতি একটু লক্ষ রাখবেন।

বিবাহযোগ্যা কন্যার দায়গ্রস্ত পিতা ভয় পাইয়া বলিলেন, আজ্ঞে নিশ্চয়ই রাখব। তবে আমি দুবেলা গায়ত্রী জপ করি, অখাদ্য কুখাদ্য খাই না, নিত্য পূজা-পাঠ আমার বৃত্তি। আমার বংশে কেউ পাগল হবে এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার।

আমি একটু হাসিলাম। বলিলাম, তবু লক্ষ রাখবেন।

আচ্ছা। বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কয়েকদিন পর আমার ভাই আসিয়া আমাকে এক অদ্ভুত ঘটনার কথা বলিল।

তাহা সবিস্তারে লিখিতে চাই না। এইসব পারিবারিক ঘটনার লিখিত বিবৃতি থাকা ভাল নয়।

তবে নলিনী যাহা বলিল তাহা আমাকে চমকাইয়া দিল।

আমি বলিলাম, এই মেয়েটির একটি অস্বাভাবিক আচরণ আমিও লক্ষ করেছি

কী রকম?

মেয়েটি সেদিন আমাদের শোওয়ার ঘরে উঁকি মারতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে যায়।

তারপর?

আমি তাকে শাসন করতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে যাই। সে উল্টে আমাকে শাসন করে দিল।

নলিনী সবিস্তারে কাহিনীটি আমার কাছে শুনিল। সে স্বদেশী করা মানুষ, প্রায় সাধু বৈরাগী। সংসারের কোনো মোহ তার নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সে বাস্তব বোধ বর্জিত নয়। ধৈর্য ধরিয়া আমার অভিজ্ঞতার কথা শোনার পর সে বলিল, রোগটি আমি অনেক আগেই ধরেছিলাম।

কিসের রোগ?

দাদা, এ দেহের রোগ নয়। রোগটা মনের।

www.MurchOna.com

আমি সরল বিশ্বাসে বলিলাম, আমারও তাই বিশ্বাস। মেয়েটা পাগল।
নলিনী হাসিল। বলিল, পাগল বটে। তবে সে পাগলামি অন্যরকম।
কি রকম ?
চিত্তদৌর্বল্যের পাগলামি।।
সে আবার কি ?
দাদা, এ মেয়েটিকে তুমি কখনো আঘাত কোরো না। এর মনে ব্যথা বা দাগা দিও না।
ওসব বলছিস কেন ?
এ মেয়েটি তোমাকে তার জীবনের মধ্যে একটা অত্যন্ত বড় জায়গা দিয়েছে।
আমাকে ! আমাকে !
নিজেকে তুমি যত তুচ্ছই ভাবো, কারো কারো কাছে তুমিই হয়তো দেবতার মতো মহান।

॥ ৫২ ॥

রেমি খুব নরম খুব সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটছে এখন। পা ডুবে যাচ্ছে কোমল সব স্পর্শের মধ্যে। শিউরে উঠছে গা। চারদিকে কী গভীর সবুজ সব টিলা। মাঝখানে একটা স্বপ্নের মতো অবিশ্বাস্য সুন্দর উপত্যকা। এত সুন্দর যে বিশ্বাস হয় না, ভয় করে। এরকম জায়গায় তো কখনো আসেনি আগে রেমি। কে নিয়ে এল তাকে !

পাশে পাশে একজন পুরুষ হাঁটছে। খুব কাছে। খুব গা ঘেঁষে। টের পাচ্ছে রেমি, কিন্তু তার মুখের দিকে সে তাকায় না। যেন জানে কে। কিংবা যেন জানতে নেই কে। কেউ একটা হবে। তবে পুরুষটির গায়ে কোনো গন্ধ নেই। তার কোনো ছায়া নেই। রেমি তবু নিশ্চিন্ত। এরকমই যেন হওয়ার কথা।

এত সুন্দর জায়গা তবু তারও কি একটু দোষ থাকতেই হবে ? না থাকলে হত না ? উপত্যকার ঢাল বেয়ে, নরম ঘাস মাড়িয়ে যেখানে এসে পৌঁছোলো রেমি, সেখানে একটা ছোটো নদী। আঁকা বাঁকা। কিন্তু তাতে একটা রক্তিম স্রোত বয়ে যাচ্ছে। একটা ঝোপের ধারে পড়ে আছে একটি ভ্রূণ-প্রতিম শিশুর নিথর দেহ।

রেমি থেমে সামান্য ভয়ের একটা শব্দ করল। অমনি একটা পরুষ হাত এসে চেপে ধরল তার মুখ। সেই হাতে সিগারেটের তীব্র গন্ধ। না, সিগারেট নয়। অ্যালকোহল ? না, অন্য কিছু।

রেমি লোকটার মুখের দিকে তাকাল না। নদীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। উল্টো দিকে হাঁটতে লাগল। পাশাপাশি গা ঘেঁষে পুরুষটিও।

রেমি বলল, ট্রেন আসতে এত দেরী করছে কেন ?

পুরুষের গলাটা গমগম করে বলে উঠল, আজ দেরী হবে।

কোথা দিয়ে ট্রেন আসবে তা জানে না রেমি। এখানে তো কোনো রেল লাইন নেই, স্টেশন নেই। তবু বলল।

না, আছে। ভাবতে না ভাবতেই সে দেখল, একটা ছোট্ট প্ল্যাটফর্ম। লাল মোরমে ছাওয়া। অনেক কৃষ্ণচূড়া ফুল গাছ থেকে লাল মোরমে ঝরে পড়ে আছে। একটা সবুজ টিউবওয়েল। কোনো মানুষ নেই। যাত্রী নেই। পয়েন্টসম্যান বা কুলি নেই। স্টেশনের রঙিন ঘর থেকে অবিরল টরেটক্কার শব্দ আসছে।

খুব নির্বিকার মনে রেমি ধীরে ধীরে পুরুষটির পাশাপাশি পায়চারী করতে লাগল মোরমের ওপরে। এমা, সে জুতো বা চটি পরে আসেনি আজ ! খালি পায়ের নিচে মোরমের দানা কিরকির করছে। সুড়সুড়ি দেয়।

www.MurchOna.com

সে সরাসরি তাকায় না। কিন্তু পাশ-চোখে লক্ষ করে, তার সঙ্গী পুরুষটি আকাশের দিকে চেয়ে আছে। চেয়ে থাকারই কথা যেন। রেমি নিজেও আকাশের দিকে তাকায়। সেখানে রক্তমেঘ। সমস্ত দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে আছে ভয়াবহ লাল। এত লাল রং কোথাও জড়ো হতে আর দেখেনি রেমি।

প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে লোহার বেড়ার ধারে রেমি একটু দাঁড়ায়। দেখতে পায়, একটা শেয়াল সেই শিশুদেহটি মুখে করে একটা জলা থেকে উঠে আসছে। রেমিকে দেখে শেয়ালটা থমকে দাঁড়ায়। চোখে চোখ রাখে। তারপর অপরাধীর মতো চোখ নামিয়ে নিয়ে হেঁটে চলে যেতে থাকে।

রেমি এবার আর চেঁচায় না। চেঁচানো বারণ।

রেমি বিষণ্ণ গলায় বলল, নিয়ে গেল।

গমগমে পুরুষ-কণ্ঠ বলে, ঢিল মারছি, দাঁড়াও,।

আতঙ্কে রেমি বলে, না থাক। শেয়ালটা পাগল।

তাতে ভয় কি? আমরা বেড়ার মধ্যে আছি।

তবু থাক। আমরা তো চলেই যাবো।

যাবো কী করে? টিকিট হয়নি যে।

কেন?

টিকিটবাবু নেই।

তাহলে কী হবে?

দেখি, যদি টিকিটবাবু আসে। নইলে এখানেই রাত কাটাবো আমরা।

লোকে নিন্দে করবে না?

এখানে লোক নেই। শুধু শেয়ালেরা থাকে।

শুধু শেয়াল! মা গো!

আর কিছু বলল না রেমি। দাঁড়িয়ে রইল। সামনে লাল আকাশ।

বাইরে দেয়ালে পিঠ রেখে দুজনে তখনো দাঁড়িয়ে।

ধ্রুব আর জয়ন্ত।

জয়ন্ত বলছিল, আমি দিদির সম্পর্কে সব খোঁজ খবর রাখি জামাইবাবু।

কী খবর বলো তো?

দিদিকে আপনি নষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন।

তাই নাকি?

সব জানি। নইলে রাজার সঙ্গে ওকে নিয়ে কথাটা উঠত না।

তোমার দিদিকে তোমার চেয়ে আমি একটু বেশী চিনি।

চেনারই কথা। কিন্তু আপনি সত্যিই তো আর দিদিকে চেনার চেষ্টা করেননি। আমার দিদি একটু সরল, হয়তো বোকাও। আপনাকে ঠিক মতো বুঝতে পারেনি। ও কী করে বুঝবে যে, ইউ হ্যাভ ইভিল ডিজাইনস! তাই কাজটা আপনার কাছে সহজ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যদি দিদি তখন একবারও আমাকে জানাত, তাহলে—

তাহলে কী?

তাহলে আপনি আজ এত সুস্থ স্বাভাবিক থাকতেন না। দিদিকেও মরতে হ'ত না।

জয়ন্ত, আজ অনেক কথা হয়েছে। থাক।

আপনার সঙ্গে আমাদের এমনিতেও সম্পর্ক বিশেষ ছিল না। দিদি যদি মরে যায় তাহলে একেবারেই থাকবে না। আমি তো আপনার পরোয়া করি না

www.MurchOna.com

এসব শুনে ধ্রুবর কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল না। রাগ, দুঃখ, অনুতাপ কিছুই নয়। কিন্তু তার খুব অদ্ভুত একটা কথা মনে হচ্ছিল। রেমি যদি মরে যায় তবে নীচের ঘরে একা থাকতে তার কি ভূতের ভয় করবে? এমন নয় যে, ধ্রুবর ভূতের ভয় আছে। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, এবার ভূতের ভয় হতেও পারে! রেমি মৃত্যুর পর বোধহয় মাঝে মাঝে এসে হানা দেবে স্বপ্নে। গলা টিপে ধরতে চাইবে কি?

ধ্রুব নড়তে পারছিল না আর একটা কারণেও। তার পিঠের দিকে মেরুদণ্ডের নীচে দুপাশে একটা তীব্র ব্যথা টের পাচ্ছিল সে। নড়তে গেলেই সেই ব্যথা বর্শার ফলার মতো মাজা ভেদ করতে চায়। সেই সঙ্গে তলপেটটা বড্ড ভারী লাগছে।

ধ্রুব অস্ফুট একটা যন্ত্রণার শব্দ করল। জয়ন্ত একবার ফিরে দেখল তাকে।

কিছু বললেন?

না। আমার কোমরে একটা ব্যথা হচ্ছে।

হচ্ছে? বলে জয়ন্ত একটু হাসে।

হাসছো কেন? এটা কি মজার কথা?

না, আপনার যে যন্ত্রণা-টন্ত্রণা একটু-আধটু হচ্ছে এটা জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। আপনার কিছু হোক, খুব খারাপ কিছু এটা আমি আন্তরিকভাবে চাই।

ধ্রুব মুখটা একটু বিকৃত করল। না, তার রাগ হচ্ছে না। খুব শীত করছে তার।

জগাদা বেরিয়ে এসে চারদিকে চেয়ে হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে।

এখানে দাঁড়িয়ে কী করছো?

কী করব আর? দাঁড়িয়ে আছি।

ওটা কে? বউদিমণির ভাই না?

জয়ন্ত বলল, হ্যাঁ। কেন, আমি থাকলে অসুবিধে আছে কিছু?

জগা স্থির চোখে জয়ন্তকে একটু মেপে নিয়ে বলে, অসুবিধে আমাদের কেন হবে? বলছিলাম, দাঁড়িয়ে না থেকে ভিতরে গিয়ে বসতেও পারেন।

না, বেশ আছি। দিদি মরলে বাড়ি চলে যাবো।

বাঃ, ভাইয়ের উপযুক্ত কথা বটে।

হ্যাঁ। আগে কখনো শোনেননি তো এরকম কথা! এবার শুনে নিন।

শুনছি ভাই। আমি হলাম জগা। সবাই চেনে। সম্পর্কটা এরকম না হলে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যেত।

আপনি যে জগা তা জানি। একজন পলিটিক্যাল উন্মাদের ভাড়া করা গুণ্ডা। কিন্তু তা বলে অত রুস্তমী দেখাচ্ছেন কেন? আমি আপনাদের মতো লোককে কেয়ার করি না।

জগা স্থির নেত্রে কিছুক্ষণ জয়ন্তকে লক্ষ করে। তার হাত পা কঠিন হয়ে ওঠে। তবে নিজেকে সে খুব সামলে রাখে।

ধ্রুবর দিকে চেয়ে জগা বলে, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

একটা ব্যথা হচ্ছে।

চলো, ভিতরে গিয়ে বসবে।

না জগাদা। ঠিক আছি।

ব্যথাটা খুব বেশী হচ্ছে বুঝতে পারছি। তুমি তো সহজে কাতরাও না।

খুব নয়। সহ্য করতে পারব। ওদিককার কোনো খবর আছে?

না। কেউ কিছু বলছে না। কর্তাবাবু খুব কাঁদছেন। ওই যে হোমিও ডাকতার এসে গেছে। যাই।

www.MurchOna.com

একটা নীল গাড়ি এসে থেমেছে। একজন বুড়ো মানুষ লাঠিতে ভর করে নামছিলেন।

ধ্রুব এক পলক দেখেই বিরক্তিতে চোখ সরিয়ে নিল। রেমি মৃত্যুর দিকে কতটা এগিয়ে গেছে তা জানে না ধ্রুব। তবে এটা জানে, এখন ছোটো ছোটো মিষ্টি ও সুস্বাদু হোমিওপ্যাথির বড়ি দিয়ে লড়াইটা চালানো যাবে না।

জগা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে ডাক্তারকে ধরে ধরে ভিতরে নিয়ে গেল।

ধ্রুবর কোথাও একটু বসতে ইচ্ছে করছিল। বুকের মধ্যে যে একটা চাপ বাঁধা হাঁসফাঁস ভাব সেটা বায়ুজনিত। একটু বমি করলে চাপটা কমে যেতে পারে। কোমরের ব্যথাটাও। তার স্বাভাবিক শরীর চমৎকার। সহনশীল চটপটে, শক্তপোক্ত। এই সব ব্যথা-বেদনা ইত্যাদি আনে মদ্যপান। আজকের দিনটায় না খেলেই ভাল হত।

লোকলজ্জা ধ্রুবর বড় একটা নেই। সে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেয় এবং ধীরে ধীরে ফুটপাথে উবু হয়ে বসে। গলায় আঙুল চালিয়ে হড়াৎ করে খানিকটা জল তুলে দেয়।

সেই অবস্থাতেই সে লক্ষ করে রেমির তে-এটে খচ্চর ভাইটা একলাফে কয়েক হাত সরে গেল।

বমিটা বেরিয়ে যাওয়ায় খানিকটা ভাল লাগল ধ্রুবর। নিজের বমির সামনেই বসে রইল সে। গাড়লের মতো। মাথাটা সামান্য ঘুরছে। তবে হালকা লাগছে।

আত্মীয়-স্বজন বড় কম আসেনি। এতক্ষণ বাইরে অনেকে ঘোরাঘুরি করছিল, জটলা পাকাচ্ছিল। এখন কেউ নেই। কয়েকটা গাড়ি শুধু দাঁড়িয়ে আছে।

বলতে কী, ধ্রুবর আজ একটু একা লাগছে। বহুকাল এরকম একা বোধ করেনি সে। কেন এমন মনে হচ্ছে?

ধ্রুব তার অপ্রকৃতিস্থ মাথায় ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা খুঁজতে থাকে। মনে হচ্ছে, রেমির সঙ্গে তার জাগতিক সম্পর্ক ছিঁড়ে যেতে বসেছে বলেই বোধহয় এই একা বোধ। রেমি যদি মরে যায় তাহলে কাল থেকে তার সব বন্ধন গেল। না, একথা ঠিক, রেমি বেঁচে থাকতেও তার কোনো বন্ধন ছিল না। কিন্তু বড় স্টিমলঞ্চের পিছনে বাঁধা গাধাবোটের মতো লেঙুর তো ছিল। স্টিম লঞ্চ হয়তো টেরই পায় না গাধাবোটকে, কিন্তু তবু থাকে তো। এবার সেটুকুও যাচ্ছে। চমৎকার। ধ্রুবর বরং খুশী হওয়ার কথা।

ধ্রুব খুশি যে একেবারেই হচ্ছে না তা নয়। বন্ধনমুক্তি কার কাছে না সুখের! তাছাড়া ভাগ্যবানেরই বউ মরে। কিন্তু তবু একা বোধটাও বড় স্পষ্ট।

ধ্রুব দাঁড়ানোর একটা চেষ্টা করল। কিন্তু হাঁটুর জোড় খুলতে চাইল না। এরকমই হওয়ার কথা। পেটে অঢেল মদ। কিন্তু নেশাটা কেটে গেছে। কিন্তু মদ তো তার ক্রিয়া করবেই। নেশা হয়নি বলেই বরং দ্বিগুণ ক্রিয়া করবে। শোধ নেবে শরীরের নানা জায়গায় ছোবল মেরে। তাই নিচ্ছে।

বাড়ি ফিরে যেতে পারে ধ্রুব। কিন্তু জানে ফিরে গিয়ে ঘুমোতে পারবে না। একা ঘরে আজ তার গা ছমছম করবে। বাড়ি আজ বড় ফাঁকা। প্রায় সবাই এখানে চলে এসেছে।

ধ্রুব একটা বড় শ্বাস ফেলল। নেশা করে বহুবার পথে-ঘাটে পড়ে থেকেছে। তাতে লজ্জা নেই তার। সে তো কিছু টের পায় না তখন। কিন্তু এরকম পরিপূর্ণ সচেতন অবস্থায় রাস্তায় শুয়ে পড়া কি সম্ভব? তার এখন ভীষণ ইচ্ছে করছে শুয়ে একটু চোখ বুজে থাকে।

শোবে? একটু দ্বিধা করে ধ্রুব। তারপর সামান্য হাসল। লোকলজ্জা সংকোচ এসব বিসর্জন দিতে তার দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

বমির জায়গাটা থেকে সামান্য সরে গিয়ে ধ্রুব দেয়াল ঘেঁষে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল ফুটপাথে।

আঃ! ভারী আরাম পেল সে। শীত করছিল একটু। সেটা কিছু নয়। ফুটপাথে হাজার হাজার মানুষ কলকাতায় রাত কাটায়। আজ সচেতনভাবে ফুটপাথে শুয়ে নিজেকে তাদের সঙ্গে এক করে ভাবতে পেরে ভারী রোমাঞ্চ হল তার। চমৎকার!

www.MurchOna.com

মাথার নীচে আড়াআড়ি ডান হাতখানা রেখে সে চিৎ হয়ে আকাশের দিকে তাকাল। ফুলঝুরির মতো আলোর কণা ছড়িয়ে আছে আকাশময়। মেঘ নেই, কুয়াশা নেই। রাত্রি চলেছে ভোরের আলোর দিকে। রেমি কি রাতটা কাটাতে পারবে!

এই সুন্দর রাত্রিটিতে ধ্রুবরও খুব মরে যেতে ইচ্ছে করছে। কোনো কারণ নেই। এমনি। এখন হঠাৎ ফুটপাথে শুয়ে মরে গেলে কেমন হয়?

একটা কুকুর খুব সন্তর্পণে তার বমিটা শুঁকছে। সন্দেহভরে তাকে একটু চেয়ে দেখে। ধ্রুব কুকুরটাকে তাড়ায় না। ওকেও তো টিকে থাকতে হবে। থাক।

ধ্রুব চোখ বোজে। তার ঘুম আসছে।

জামাইবাবু!

উঁ! ধ্রুব চোখ খুলে বুকের সামনে দুটো পা দেখতে পায়। অনেক উঁচুতে যেন মাথাটা।

শুয়ে আছেন কেন?

এমনি। ভাল লাগছে।

আপনি কি খুব বেশী অসুস্থ?

কেন, জেনে কী হবে?

বলুন না।

আমি অসুস্থ হলে তো তুমি খুশিই হও। তাই না?

আমি হই। কিন্তু দিদি হয় না।

তার মানে?

আমার দিদি আপনাকে বড় ভালবাসত। ডেসপাইট ইওর ইভিল ডিজাইনস।

তাই নাকি? হবে। আমি ভালবাসার কথা বেশী জানি না।

আপনার জানার কথাও নয়। যারা পায় তারা মর্ম বোঝে না। আপনার যন্ত্রণাটা কি খুব বেশী?

না। এখন ব্যথাটা নেই। আমাকে একটু ঘুমোতে দাও।

এখানে ঘুমোবেন কেন? কাছেই আপনাদের গাড়ি আছে। ব্যাকসীটে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

গাড়ির ব্যাকসিটে যে শোওয়া যায় তা আমি জানি। কিন্তু আমার এখানেই ভাল লাগছে।

আপনার রিলেটিভরা দেখতে পেলে রাগ করবে।

তাতে তোমার কী?

বললাম তো, আমার কিছু না।

দিদির কথা কী বলছিলে?

দিদি আপনাকে ভালবাসত। কাজটা ঠিক করত না। কিন্তু বাসত। অন্ধের মতো, বোকার মতো। দিদি যদি টের পায় আপনি ফুটপাথে শুয়ে আছেন আর আমি আপনাকে ওঠানোর চেষ্টা করছি না তাহলে দিদি খুব দুঃখ পাবে।

রেমি এখন সুখদুঃখের ওপারে।

জানি। তবু দিদির কথা ভেবেই আমার অস্বস্তি হচ্ছে।

আমাকে তোমার লাথি মারতে ইচ্ছে করছে না?

না। আমি ইতর নই। আপনি উঠুন।

আমি বেশ আছি জয়। চমৎকার।

ডাক্তার ডাকবো?

না। ডাক্তার কী করবে? আমি একটু ঘুমোই।

জয়ন্ত দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে রইল।

ধ্রুব চোখ বুজল। টের পেল জয়ন্তর রবারসোলের জুতো মৃদু শব্দে সরে যাচ্ছে।

www.MurchOna.com

ঘুম এল ঝাঁপিয়ে। যেন একরাশ জল এসে ডুবিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাকে।

রেমির ট্রেণ আসছে না।

সে মৃদুস্বরে বলল, আমার জুতো হারিয়ে গেছে; কিনে দেবে?

গমগমে পুরুষ কণ্ঠ বলে, জুতো! সে তো তোমার পায়েই আছে।

রেমি অবাক হয়ে দেখে, ওমা! তাই তো! কী চমৎকার এক জোড়া লাল চপ্পল তার পায়ে! মাখনের মতো নরম।

চপ্পলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চমকে ওঠে রেমি! এ মা গো! রক্ত! রক্ত গড়াচ্ছে যে! চটির রঙ লাল বটে, কিন্তু রক্তের লাল!

রেমি চেঁচিয়ে উঠে চটিজোড়া পা থেকে ছেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল। ভীষণ ঝাঁকুনি লাগছিল শরীরে।

সে কি ভুল বকছে? রেমি আবছা ক্ষীণ চোখের আলোয় ছায়া ছায়া কিছু লোককে দেখতে পায়। অপারেশন থিয়েটার? হ্যাঁ, তাই তো! তবে এতক্ষণ সে কোথায় ছিল? কত দূরে?

আবার কি চলে যাবে রেমি? অস্ফুট এক অভিমানে সে বলে, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে ওগো? কোথায়? রাজার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে বলে? শুনেছো কখনো নিজের বউকে কেউ অন্যের সঙ্গে বিয়ে দেয়?

হ্যাঁ, পাগল ধ্রুব একদা তাই করেছিল।

বেড়াতে যাওয়ার নাম করে ধ্রুব রেমিকে বের করে আনল বাড়ি থেকে। ট্যাক্সিতে তুলে সাঁ করে নিয়ে এল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে একটা বাড়িতে।

ঠিক বাড়ি নয়। একটা রহস্যজনক আস্তানা। পুরোনো একটা বাড়ির দোতলায় রেমিকে নিয়ে উঠল ধ্রুব। খুব নোংরা পরিবেশ। পচা তরকারি খোসা, রোদ না লাগা দেয়াল, নর্দমা ইত্যাদির মিশ্র গন্ধে গা ঘুলিয়ে ওঠে।

লোকজন কেউই প্রায় ছিল না। দোতলার বারান্দার শেষপ্রান্তে একটা ঘর। সেই ঘরে রাজা ম্লানমুখে বসে আছে।

রেমি রাজাকে দেখেই আতঙ্কে উঠে বলে, এ আমাকে কোথায় আনলে তুমি?

ধ্রুব কঠিন স্বরে বলে, জায়গাটা খারাপ নয় রেমি। তোমাকে মানায়।

তার মানে?

এখানে যতটা নোংরামি তার চেয়ে ঢের বেশী নোংরামি তোমার মনে।

কী বলছো এসব? আমি যা করেছি শুধু তোমার জন্য।

জানি। বিশ্বাসও করি। কিন্তু তা করতে গিয়ে এ বেচারাকে ডুবিয়ে দিয়েছো।

রেমি রুখে উঠে বলে, আমি কাউকে ডোবাইনি।

ওকে জিজ্ঞেস করো। ও তোমার প্রেমে পড়ে গেছে কিনা।

সে দোষ আমার নয়।

তুমি ওকে প্রশ্রয় দিয়েছো। প্রেম-প্রেম খেলা খেলেছো। আমি এ খেলা অপছন্দ করি।

রেমি হঠাৎ পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল, না! না! না! না!

ধ্রুব তার মুখ চেপে ধরল জোরালো হাতে। বলল, খবরদার চেঁচাবে না।

রেমি এক ঝটকায় মুখটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, একশবার চেঁচাব। তুমি এ কাণ্ড কেন করছো তা কি আমি জানি না?

কী জানো?

তুমি শ্বশুরমশাইয়ের ওপর শোধ তুলতে চাও।

www.MurchOna.com

তার মানে ?

উনি আমাকে ভালবাসেন। খুব বেশী ভালবাসেন। আমাকে ওর কাছ থেকে দূর করে দিয়ে তুমি ওঁকে জব্দ করতে চাও। আমি জানি ; সব জানি !

আশ্চর্য এই, ধ্রুব এই কথা শুনে মিইয়ে গেল। তারপর মুচকি একটু হাসল।

॥ ৫৩ ॥

একটা পঙক্তি কৃষ্ণকান্ত আজকাল প্রায়ই আপনমনে বিড়বিড় করে আওড়ায়। হতো বা প্রাপ্তাসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীম। সংস্কৃত শেখা তার কাছে এক নতুন জগতের দরজা খুলে যাওয়ার মতো। এক গহীন চির-প্রদোষের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে আছে। কত ফুল, কত না লতানে গাছ, মহীরুহ। গায়ে কাঁটা দেয়। ব্যাকরণের বেড়াজাল সে অনায়াসে টপকাতে পারে ওই অসম্ভব রূপময় জগতে প্রবেশ করার তীব্র তৃষ্ণায়। বৃক্ষমূলের বেদীতে বসে আছেন ঋষিরা : জ্ঞান ও উপলব্ধির স্নিগ্ধ মহিমা তাঁদের মুখমণ্ডলে। যেখানে মায়ামুগ্ধ হরিণ শকুন্তলার আঁচল চিবিয়ে খায় স্নেহবশে। ন্যগ্রোধ, ইঙ্গুদি, বহ্বাস্ফোট কত শব্দ কৃষ্ণকান্তর বুকের মধ্যে নানা রকম বিস্ফোরণ ঘটাতে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো পঙক্তি তার বুকের মধ্যে গতিময় তীরের মতো এসে আমূল গেঁথে যায় যদি মরো তো স্বর্গলাভ করবে, যদি জেতো তো ভোগ করবে পৃথিবীকে : এই পঙক্তির মধ্যে লুকোনো এক যাদু তাকে ভিন্নতর কাজে উত্তেজিত করে অনবরত !

মনু পিসি শুধু তাকে সংস্কৃতই শেখায় না। মাঝে মধ্যে এমন সব কবিতার লাইন মুখস্থ করিয়ে দেয় যা দামামার শব্দ তুলে দেয় রক্তে। হায় সে কী সুখ এ গহন রাত্রি, হাতে লয়ে জয়তূরী, জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে, রাজা ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে, অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস ঘটনার কথা এখনো লোকের মুখে মুখে ফেরে। কৃষ্ণকান্ত সেই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুনে নিয়েছে মনুপিসির কাছে, মাস্টারমশাইয়ের কাছে। তার শরীর অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট প্রতিশোধস্পৃহায় শিহরিত হয়।

তাছাড়া আছে শশিভূষণ। সে বরিশালের জেলে বন্দী ; মামলা উঠবে শীগগীরই। হয়তো ফাঁসি হয়ে যাবে। কিন্তু শশিভূষণের স্মৃতি কিছুতেই তাড়াতে পারে না কৃষ্ণকান্ত। কয়েকদিন তাদের বাড়িতে ছিল লোকটা। অসুস্থ, সংজ্ঞাহীন। তবু সেই লোকটার মুখে এমন এক সর্বস্ব পণ রাখা মরীয়া ভাব ছিল যা সহজে ভুলতে পারে না সে। ভুলতে অবশ্য চায়ও না।

একদিন এই শহরেও বিলিতি কাপড়ে বহ্ন্যুৎসব হয়ে গেল। পুলিস গুলি চালিয়েছিল। কয়েকজন মরেছে। কৃষ্ণকান্ত সময়মতো খবর পায়নি। পেলে যেত। গিয়ে পুলিসদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে হাতের রাইফেল কেড়ে নিত। উল্টে গুলি চালাত দুম দুম।

সিদ্ধান্ত নিতে খুব বেশী দেরী হল না কৃষ্ণকান্তর। একদিন সন্ধেবেলা সে রঙ্গময়ীকে বলল, মনুপিসি, আমি স্বদেশী করব।

রঙ্গময়ী চোখ কপালে তুলে বলে, বলিস কী ? তাহলে যে তোর বাবা শয্যা নেবে !

শয্যা নেবে কেন ?

স্বদেশী করা কি চাট্টিখানি কাজ রে ! জেল আছে, মারধর আছে, ফাঁসিগুলি আছে।

আমি তো ভয় পাই না।

তুই দামাল ছেলে, তাই ভয় পাস না। কিন্তু তোর বাবা যে পায়।

তুমি বাবাকে বোলো না। আমি লুকিয়ে করব।

রঙ্গময়ী সস্নেহে হেসে বলে, আচ্ছা করিস। বয়স হোক।

কত বয়স ?

www.MurchOna.com

অন্তত কুড়ি একুশ।

ততদিন বসে থাকতে হবে?

না, ততদিন তৈরি হতে হবে।

তৈরি হতে হয় আবার কী ভাবে?

সে অনেক আছে। স্বদেশীদের ট্রেনিং হয়, জানিস না? শরীরটাকে মজবুত করে তুলতে হয়, অনেক লেখাপড়া আছে, লাঠি খেলা ছোরা খেলা শেখা আছে। বন্দুকের টিপ ঠিক করতে হয়। এ হল একরকম স্বদেশী। আর একরকম আছে, যারা অহিংসার পথে চলে। চরকা বোনে, কাপড় পোড়ায়, অসহযোগ করে। তারা মার খায়, কিন্তু মারে না। যেমন গান্ধীজী।

আমি মারতে চাই।

সে জানি। তোর চোখমুখেই সে কথা লেখা আছে। কিন্তু মারলেই তো হল না। কোন পথটা ঠিক আগে সেইটে বিচার করতে হবে। তার জন্যই বয়স দরকার।

তোমার কাছে কোনটা ঠিক?

আমি মেয়েমানুষ, আমার কথা ছেড়ে দে। বড় হ, বোধবুদ্ধি পাকুক, তখন নিজের বোধবুদ্ধিমতো পথ বেছে নিবি। স্ত্রীবুদ্ধিতে চলতে নেই।

লাঠি ছোরা খেলা কার কাছে শেখা যায় বলো তো।

শেখানোর লোকের অভাব কী? বিপিনের কাছেই শেখ না।

বাবাকে বলে দেবে না তো!

বলব না। তবে তোর বাবাও এক সময়ে মুগুর ভাঁজত। তার কাছেও অনেক শেখার আছে।

কিন্তু বাবা কি শেখাবে?

সেটা বলে দেখতে পারি। অন্য কাউকে না হলেও তোকে হয়তো শেখাবে।

এক আধদিন শিখিয়ে ছিল। তারপর আর গা করে না।

তোর বাবা লাঠিখেলা ছোরাখেলাও জানত এক সময়ে। আমি বলি, বাবার কাছেই শেখ। তোরও কাজ হবে, তোর বাবারও সময়টা কাটবে।

তুমি বাবাকে বলে দাও।

দেবো।

আজই।

আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। আজই।

এক্ষুনি চলো।

রঙ্গময়ী আতঙ্কিত হয়ে বলে, ও বাবা, এখন কি যেতে পারি। রাত হয়েছে।

রাত হয়েছে তো কি?

আমরা বাইরের লোক, হুটহাট অন্দরমহলে ঢোকা আমাদের বারণ।

কে বলেছে তুমি বাইরের লোক?

বাইরের লোক নই? বলিস কী রে! আমাদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর্যন্ত কথা উঠেছিল।

সে তো বড়দা আর শচীনদা মিলে করেছিল। যত সব বদমাইশী।

ছিঃ। ও কী কথা? বদমাইশী আবার কী! গুরুজন না।

বদমাইশীই তো। বাড়ির সব লোককে তাড়িয়ে দিল না?

যা করেছে তা তাদের ভালর জন্যই।

ছাই ভাল। হরদা আমাকে কত গল্প বলত। পাগলা লোক। তাকে তাড়াবে কেন? ওরা কি আমাদের আপন লোক নয়?

রঙ্গময়ী একটু ম্লান হেসে বলল, বেশ বাবা বেশ। সবাইকে আপন বলে ভাবা তো খুব ভাল।

www.MurchOna.com

কিন্তু একটু বড় হলে বুঝবে, দুনিয়াটা অত ভাল নয়। সেইজন্যই তো তোকে বড় হতে বলি অত করে।

কী করে তাড়াতাড়ি বড় হওয়া যায় বলো তো! ব্যায়াম করে?

রঙ্গময়ী খুব হাসে। মাথা নেড়ে বলে, বড় কি জোর করে হওয়া যায় রে! যখন বয়স হবে তখন আপনা থেকেই বড় হয়ে যাবি। কসরৎ করতে হবে না।

একটা কথা বলবে মনুপিসি?

কী কথা?

শচীনদার সঙ্গে কি ছোড়দির বিয়েটা হবে?

বোধহয় না।

কী করে বুঝলে?

যেভাবেই বুঝে থাকি না কেন, তোর তাতে কী দরকার? ওসব নিয়ে ভাববার দরকার নেই তোর।

বড় বউদি কিন্তু বলে, হবে।

রঙ্গময়ী অপ্রতিভ বোধ করতে থাকে। চপলার প্রসঙ্গটা তার কাছেও অস্বস্তিকর। সে বলল, বলুক গে।

তুমি দেখো, বড় বউদি বিয়েটা ঠিক দেবে।

আচ্ছা দেখব।

এখন চলো।

কোথায়?

বাবার কাছে।

কাল সকালে যাবো।

না, এক্ষুনি।

তুই বড্ড জ্বালাস বাবা।

তুমি তো সবসময়েই বাবার কাছে যেতে আগে। এখন যাও না কেন?

বলিস না ওসব। রঙ্গময়ী আতঙ্কিত গলায় বলে, লোকে কী ভাববে?

তাহলে চলো।

রঙ্গময়ী কিছুক্ষণ এই অত্যন্ত জেদী ছেলেটির দিকে চেয়ে থাকে। জেদটা ভাল না মন্দ তা বুঝবার চেষ্টা করে। তার মনে হয়, ছেলেটার মধ্যে আগুন আছে। কিন্তু আগুনটা কোথেকে এল? ওর বাবা তো ভেজা ন্যাকড়ার মতো মানুষ। মা ছিল আর পাঁচজন মেয়েমানুষের মতোই সাধারণ। কৃষ্ণকান্ত কি তবে তার কাকার আগুনটুকু পেল?

নলিনী যত না বিপ্লবী ছিল তার চেয়ে বেশী ছিল সন্ন্যাসী। ওই এক ধরনের মানুষ। সংসারের মাটি কিছুতেই গায়ে মাখে না। কৃষ্ণকান্ত ঠিক সেরকমও নয়।

রঙ্গময়ী হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণকান্তর কপাল থেকে চুলগুলি সরিয়ে সেই দাগটা আবার দেখল। স্পষ্টতই রাজটীকা। কোনো ভুল নেই। নাসামূল থেকে চওড়া কপাল ভেদ করে মাথা স্পর্শ করেছে গিয়ে। সরল ও সুস্পষ্ট। একটা গভীর তৃপ্তির স্বাদ ছাড়ে রঙ্গময়ী।

কী দেখলে পিসি? রাজটীকা?

রঙ্গময়ী চাপা গলায় বলে, খবরদার! কাউকে বলবি না।

বলি না তো! তুমি বারণ করার পর থেকে কাউকে বলিনি। তুমি লম্বা চুল দিয়ে ঢেকে রাখতে বলেছিলে। তাই রাখি। তবে বউদি মাঝে মাঝে চুল পাট করে আঁচড়াতে বলে।

রঙ্গময়ী গর্জন করে বলে, শুনবি না।

www.MurchOna.com

কৃষ্ণকান্ত একটু ফচকে হাসি হেসে বলে, কেউ দেখে ফেললে কী হবে পিসি ? কিছু কি হয় ?

তোদের তো শত্রুর অভাব নেই। কার মনে কী আছে ! সুলক্ষণ দেখে হিংসায় জ্বলেপুড়ে হয়তো বিষই খাওয়াবে।

দুর ! রাজটীকা কত ছেলের আছে !

তোকে বলেছে।

বলবে কেন ? দেখি তো। ক্লাসের অনেক ছেলের কপালে রাজটীকা।

রঙ্গময়ী ঠাট্টা বুঝে হাসে। কৃষ্ণকান্ত আজকাল খুব ঠাট্টা ইয়ার্কি শিখেছে। সে বলে, রাজটীকা অত সস্তা নয় রে। এখন যা। কাল সকালে তোর বাপকে যা বলার বলব।

রঙ্গময়ীর কাছে পড়া শেষ করে প্রসন্নমনে হ্যারিকেন হাতে বাড়ি ফেরার সময় কৃষ্ণকান্তর আবার সেই পঙক্তিটা মনে পড়ে। মরলে স্বর্গে যাবে, বেঁচে থাকলে ভোগ করবে সমস্ত পৃথিবী, সুতরাং তোমার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রাণকে বাজি রাখো।

বারবাড়ির অন্ধকার মাঠে একটু দাঁড়ায় কৃষ্ণকান্ত। চরাচর নিঃঝুম। এই নির্জনতায় দাঁড়িয়ে সে অনেক বড় একটা কিছুকে অনুভব করে। সে তার স্বদেশকে টের পায়। তার মনে হয় এই ভারতবর্ষের জন্য তার কিছু করার আছে। তার গায়ে কাঁটা দেয়। ভিতরে ভিতরে এক অদ্ভুত অকারণ আনন্দ ঢেউ দিতে থাকে। সে সামান্য সংসারে বাঁধা থাকবে না। সে সামান্য মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবে না। তার কপালে আছে জন্মগত রাজটীকা। সে একটা কিছু হবে। হবেই।

রাত্রিবেলা বাবার পাশে খেতে বসে কৃষ্ণকান্ত খুব কুণ্ঠিত স্বরে বলল, বাবা, আপনি নাকি অনেক ব্যায়াম জানেন।

হেমকান্ত একটু হাসলেন, কেন, তুমি শিখবে ?

শিখলে হয়। শরীরটা মজবুত করা দরকার।

বিপিনের কাছে যেও। সে শেখায়।

আপনি শেখালে আরো ভাল হয়।

আমি সেই কবে করতাম ! এখন ভুলেও গেছি বোধহয়।

আপনি শেখালে আমি খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারব।

হেমকান্ত সস্নেহে ছেলের দিকে একটু তাকান। তারপর বলেন, আচ্ছা দেখা যাবে।

হেমকান্তর কাছে শেখার একটা আলাদা আনন্দ আছে। কৃষ্ণকান্ত হঠাৎ টের পেয়েছে তার সংসার-উদাসীন বাবা সব ছেলেমেয়ের মধ্যে তাকেই একটু বেশী ভালবাসেন। কেন বাসেন তা সে জানে না ! এই গম্ভীর মানুষটির কাছ থেকে তার স্নেহ-কাঙাল মন বারবার ওই রকম ভালবাসা চায়।

কৃষ্ণকান্ত কি হেমকান্তর মধ্যে তার মাকেই দেখতে চায় ?

না, কৃষ্ণকান্ত তার মাকে চেনেই না। মাকে সে দেখতে চায়ও না তেমন করে। সে বাবাকেই চায়। পুরোপুরি বাবাকে।

কাল থেকে কি আমি মুগুর ভাঁজবো বাবা ?

ক্ষতি কি ? ওটাও ভাল অভ্যাস। তোমাকে একটু শিখিয়েছি না ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মুগুর ঘোরালে কাঁধ আর হাতের পেশী শক্ত হয়। খুব ভাল অভ্যাস।

আপনি লাঠিখেলা জানেন ?

জানতাম।

ছোরাখেলা ?

হ্যাঁ, তুমি কি ওসবও শিখতে চাও নাকি ?

www.MurchOna.com

হ্যাঁ।

কেন বলো তো ?

এমনি। শিখে রাখা তো ভাল।

খাওয়ার মাঝখানে হঠাৎ সামনে এসে বসে চপলা। মাথায় ঘোমটা পুরোপুরি টানা নয়। গা থেকে সুবাস আসছে। ইভনিং ইন প্যারিস। শাড়িটা যথেষ্ট ঝলমলে। মুখে প্রসাধন। বাড়ির বউ নিশ্চয়ই এত রাতে সাজে না। কারণ না থাকলে।

হেমকান্ত সামান্য গম্ভীর হয়ে ভাত মাখতে থাকেন। খেতে রুচি নেই। শুধু মেখেই যান।

চপলা একটু প্রগলভা। কৃষ্ণকান্তকে প্রশ্ন করে, কী কথা হচ্ছিল রে ? লাঠি ছোরা খেলবি ?

হ্যাঁ বউদি।

কেন ? ডাকাতি করবি নাকি ?

না. ডাকাত মারব।

তার জন্য বন্দুক শেখ। ছোরা লাঠির দিন আর নেই।

কৃষ্ণকান্ত বলে, স্বদেশীরা লাঠি ছোরার খেলা শেখে কেন তাহলে ?

স্বদেশীদের ব্যাপারই আলাদা। তুই তো আর স্বদেশী নয়।

হেমকান্ত উঠে পড়েন। বাইরে থেকে তাঁর গাড়ুর জল ঢালার গব গব শব্দ হয়। কুলকুচো করছেন জোরে।

কৃষ্ণকান্ত তার বউদির মাদকতাময় মুখটির দিকে চেয়ে বলল, আমিও স্বদেশী হবো।

এসব কে তোকে শেখাচ্ছে বল তো ?

কে আবার শেখাবে। বলো তো এই লাইনগুলো কার ? হায় সে কী সুখ এ গহন ত্যজি হাতে লয়ে জয়তূরী, জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে, রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।

ও বাবা ! বাংলা আবার কোনো জন্মে পড়েছি নাকি ? তার ওপর আবার কবিতা। কার লেখা রে।

বলব কেন ? তুমি খুঁজে বের কর।

লাইনগুলো বেশ ভাল। তবে স্বদেশী-স্বদেশী গন্ধ আছে।

তুমি শশীদাকে চেনো ?

শশীদা আবার কে ?

আমাদের বাড়িতে যে স্বদেশী লোকটা লুকিয়ে ছিল।

চিনব কী করে ? তখন তো আমি এখানে ছিলাম না। কেন সে কী করেছে ?

দারুণ লোক। বরিশালে একটা সাহেব মেরেছিল।

ওঃ দারুণ কাজ তো।

দারুণ নয় ?

শুনেছি একজন নিরীহ পাদ্রীকে খুন করেছিল। নিরীহ মানুষকে মারা তো খুব বীরত্বের কাজ !

লোকটা ছিল স্পাই।

ওসব মারার পর বানিয়ে বলেছে।

তুমি কিছু জানো না।

আমি অনেক জানি। সাহেবরা এখনো সপ্তাহে তিনচারদিন আমাদের বাড়িতে ডিনার খায়।

তোমরা মুর্গী খাও ?

খেলে কী ?

এঃ মা।

www.MurchOna.com

ওঃ, খুব বৈষ্ণব হয়েছিস তোরা, না। তোর বড়দাও তো খায়।

খায় ?

খায় মানে। ঠ্যাং চিবোতে বসলে জ্ঞান থাকে না।

দাঁড়াও বাবাকে বলে দেবো।

দিস। কিছু হবে না। আমরা ছেলেবেলা থেকে মুর্গী খাই। বাবা বনমোরগ মেরে আনত, আমরা রেঁধে খেতাম।

ঘেন্না করে না ?

ঘেন্নার কী রে বাঁদর ? মুর্গী কি অখাদ্য ?

তোমাদের জাত যায় না ?

আমরা তো সাহেব।

সাহেবরা আমাদের শত্রু।

তোর মাথা।

একশবার শত্রু। বলে আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে কৃষ্ণকান্ত। তার মুখ চোখে ক্রোধবহ্নির হলকা। চপলা একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

কৃষ্ণকান্ত বউদির দিকে চেয়ে ছিল। চোখের ভিতর থেকে যে হলকা বেরিয়ে আসছিল তার তা হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেল। চমৎকার একটু হেসে সে বলল, এসব বাবাকে বোলো না।

চপলার বিস্ময় তখনো কাটেনি। বলল, তুই কী রে ?

আমি আবার কী ?

এইমাত্র তোর চেহারাটা কেমন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

কৃষ্ণকান্ত লজ্জা পায়। মাথা নামিয়ে হাসে।

চপলা হঠাৎ বলল, তোর রাগ তো সাঙ্ঘাতিক। বড় হয়ে মানুষ খুন করবি না তো।

না। শুধু ইংরেজ।

চপলা একটু ইংরেজ-প্রেমিক। কিন্তু এই বালক দেওরটির সঙ্গে তার আর তর্ক করার সাহস হল না। কৃষ্ণকান্তর চোখের আগুনের কথা সে ভুলতেও পারল না। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কী দেখল সে কৃষ্ণকান্তর মধ্যে ? কী ?

কয়েক দিনের মধ্যেই কৃষ্ণকান্ত প্রবল বেগে মুগুর ঘোরাতে লাগল, নানাবিধ ব্যায়াম শুরু করে দিল। যে মনোযোগ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে সে এসব করে তা দেখে হেমকান্ত অবাক। খুশিও। তাঁর অন্য ছেলেদের মধ্যে এ জিনিস নেই। তাঁর নিজের মধ্যেও নেই।

হেমকান্তর শরীরেও কি নবযৌবন এল ? তিনি ইদানীং যে জবুথবু ভাবটা অনুভব করছিলেন তা এক লহমায় কেটে গেল কৃষ্ণকান্তর পাল্লায় পড়ে।

ভোরবেলা কাক ডাকার আগেই তিনি ওঠেন। কৃষ্ণকান্তকে ডাকতে হয় না। তার ভিতরে যেন নির্ভুল এক ঘড়ি টিক টিক করে সর্বদা। হেমকান্ত উঠে রোজই দেখতে পান, কৃষ্ণকান্তও উঠে তৈরি হচ্ছে।

বাপব্যাটায় তারপর বেরোন দৌড়োতে। দৌড়োলে দম বাড়ে, ফুসফুস শক্তিশালী হয়, সারা শরীরে রক্তের সঞ্চালন ঘটে। শেষ রাত্রির অন্ধকারে নদীর ধারের রাস্তা ধরে দৌড়োবার সময় একটা পরিশ্রুত জলগন্ধময় বাতাস এসে ঝাপটা দেয়। শরীরের কোষে কোষে ঢুকে যত পাপতাপ দূষিত জিনিস শুষে নিয়ে যায়। বড় ভাল লাগে হেমকান্তর।

লাকড়ির ঘর থেকে ধুলিধূসর বিস্মৃত কয়েকখানা লাঠি বেরোলো। চমৎকার পাকা বাঁশের লাঠি, পেতলে বাঁধানো গাঁট। মুছেটুছে তেল চকচকে করে তোলা হল সেগুলোকে। তারপর একদিন ভিতরের উঠোনে মালকোঁচা মেরে লাঠি হাতে লাফ দিয়ে নামলেন হেমকান্ত।

www.MurchOna.com

ঠকাঠক লাঠির শব্দে বাতাস গরম হয়ে ওঠে। হেমকান্তর রক্ত চনমন করতে থাকে। বিস্মৃত বিদ্যা আবার ফিরে আসতে থাকে তাঁর কাছে। প্রথম যৌবনের মতোই এখনো দ্রুত চলছে তাঁর পা, হাত। তেমনি বিদ্যুৎ বেগে ঘোরাফেরা করছে চোখ। নিজের সক্ষমতা দেখে তিনি নিজেই অবাক।

আরো অবাক, যখন দেখেন কৃষ্ণকান্ত স্বভাব-লাঠিয়ালের মতো এক এক লহমায় লাঠির এক একটা কৌশল চমৎকার শিখে নিচ্ছে। চোখে সেই তদগত দৃষ্টি, যা সাধকদের থাকে। তবে বৈরাগ্য ও নিস্পৃহতা নয়। চোখে একধরনের ধিকিধিকি আগুন আছে কৃষ্ণকান্তর।

অদ্ভুত ! অদ্ভুত ! মনে মনে বারবার বলেন হেমকান্ত। তাঁর বিস্ময়ের ঘোর আর কাটতেই চায় না। এক পরিপূর্ণ আনন্দে তাঁর হৃদয় মথিত ও ব্যথিত হতে থাকে।

কয়েকদিন পর এক সন্ধ্যেবেলা কৃষ্ণকান্তর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। লোক লস্কর চারদিকে ছুটল। হেমকান্ত চিন্তিতভাবে পায়চারী করছিলেন বারান্দায়। হঠাৎ কী খেয়াল হতে তিনি ধীরে ধীরে গিয়ে নলিনীর পরিত্যক্ত ঘরে হাজির হলেন।

দরজাটা ভেজানো। খুব সন্তর্পণে দরজাটা ঠেলে ঢুকলেন তিনি। তারপর থমকে দাঁড়ালেন। নলিনীর ঘর এখনো যেমনকে তেমনই আছে। সেই চৌকি, টেবিল, চেয়ার, দেয়ালে পাবনার ঠাকুরের সেই ছবি। নলিনী তাঁর শিষ্য ছিল।

চৌকির ওপর চুপ করে বসে আছে কৃষ্ণকান্ত। শিরদাঁড়াটা সোজা। চোখ মুদ্রিত। ধ্যানস্থ। মশা ছেঁকে ধরেছে তাকে। কিন্তু সে বোধহয় টেরই পাচ্ছে না।

হেমকান্ত মৃদুস্বরে ডাকলেন, কৃষ্ণ !

কোনো জবাব নেই।

হেমকান্ত দরজাটা ভেজিয়ে এসে চৌকিতে বসলেন। ছেলের মুখোমুখি। তারপর মেরুদণ্ড সোজা করে চোখ বুজলেন।

॥ ৫৪ ॥

একটু মায়া কি অবশিষ্ট ছিল ওর বুকে। পাখি পুষলেও তো লোকের মায়া হয় ! বোধহয় সেইরকমই কিছু হবে। রেমি তো এদের বাড়ির দাঁড়ের ময়না ছাড়া কিছুই নয়। অদৃশ্য এক শিকল ঠুনঠুন করে ! রেমি টের পায় ! চলে যেতে উড়ে যেতে বাধা নেই। তবু পারে না রেমি। শিকল। কিসের যেন শিকল।

ধ্রুব এক সর্বনাশের মুখে. এক গহ্বরের ধারে ঠেলে নিয়ে গিয়েও ফেলে দিল না শেষ অবধি। সেই নোংরা ঘর, অদ্ভুত পরিবেশ আর রাজার বিবর্ণ মুখ আমৃত্যু ভুলতে পারবে না রেমি। তার বুকে উঠে আসছে বমির ভাব। হাত পায়ে ঝিঁঝি ধরার মতো অবশ ভাব। উপোসী শরীর দুর্বল। মাথা বোধবুদ্ধিহীন, ফাঁকা।

ধ্রুব তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ যেমন এসেছিল তেমনি রেমির হাতটা ধরে একটা টান দিয়ে বলল, চলো।

রেমি কিছু প্রশ্ন করল না। পিছু পিছু নেমে এল।

ট্যাকসিতে একটাও কথা বলল না ধ্রুব। বাড়ির দরজায় তাকে নামিয়ে দিয়ে সেই ট্যাকসিতেই কোথায় উধাও হয়ে গেল।

রেমি ঘরে এল। নীচের ঘরে। এ ঘর তার নয় আর। ধ্রুবর। চুপচাপ ঘরে কিছুক্ষণ বসে রইল রেমি। জীবনের সংকট সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারাটা ভীষণ জরুরী ব্যাপার। কিন্তু রেমি কোনোদিনই এই জরুরী ব্যাপারটা পেরে ওঠেনি।

www.MurchOna.com

আবদ্ধ ঘরে বহুক্ষণ বিবশ হয়ে বসে রইল সে। বুকজোড়া ভয়, উৎকণ্ঠা, দ্বিধা মাথায় এলোমেলো হাজার চিন্তা।

বহুক্ষণ ধরে তার একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছিল। কিছুদিনের জন্য তার কোথাও চলে যাওয়া দরকার। কাছাকাছি নয়। একটু দূরে কোথাও। আবার যদি সমুদ্রের ধারে যায় তাহলে বেশ হয়। সঙ্গে কেউ থাকবে না। একা।

যত সময় যাচ্ছিল ততই তার এই প্রয়োজনটা তীব্র হয়ে উঠছিল। ধ্রুবর কাছ থেকে কিছুদিনের জন্য তার দূরে সরে যাওয়া উচিত। শিকলটা ঠুন্‌ন করে বাজবে, এই বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে সে বোধ করবে এক আশ্চর্য বিরহ, তবু তার যাওয়া দরকার। ধ্রুবকে ফিরে পেতে হলে তাকে হারানো দরকার, নিজেরও দরকার হারিয়ে যাওয়া।

একথা সত্য ধ্রুব তাকে ভালবাসে না। কখনো সখনো দাঁড়ের ময়নাকে নিয়ে খেলা করেছে বটে, কিন্তু ভালবাসেনি। ভালবাসাবাসি নেই বলেই তাদের মধ্যে দাম্পত্য কলহ নেই, ভুল বোঝাবুঝি নেই, মান অভিমান নেই, পরস্পরকে দখলের চেষ্টা নেই।

না, ভুল ভাবছে রেমি। ধ্রুবর নেই, কিন্তু তার আছে। ধ্রুবকে সে বহুবার বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, তার জন্য একবুক ভালবাসা টলটল করে রেমির বুকে। কিন্তু ধ্রুব তো আঁজলা পাতল না কোনোদিন। পাতবেও না। তার পিপাসা নেই।

না, দূর, খুব দূর কোথাও তাকে যেতেই হবে। ধূ ধূ এক দূরত্বের ব্যবধান গড়ে তুলতে হবে।

অনেকটা জল খেয়ে রেমি শুয়ে রইল বিছানায়। একটা বাচ্চা এসেছিল তার পেটে! আজ সেকথা মনে পড়ল। না, তার রাগ হল না। চোখে জল এল। সেই ভ্রূণহত্যার মধ্যে শুধু নিষ্ঠুরতাই ছিল না, ছিল কূট সন্দেহ। এত অন্যায় এত অবিচার ওই একটিমাত্র লোক তার ওপর করেছে যা সারাজীবনে আর কেউ করে উঠতে পারবে না।

দূরে যাবে? হঠাৎ শিহরিত হয় রেমি। সে তো ইচ্ছে করলেই এক অনতিক্রম্য দূরত্ব রচনা করতে পারে ধ্রুবর সঙ্গে! ইচ্ছে করলেই পারে। আর কিছু না হোক খুঁজলে একটু বিষ সে কি এঘরেই পেয়ে যাবে না?

রেমি উঠল। খুঁজতে লাগল।

কিছু অচেনা ওষুধপত্র আছে। টিউবে কিছু অয়েন্টমেন্ট। যদি খেয়ে নেয় তাহলে অসুস্থ হতে পারে। মরার নিশ্চয়তা নেই।

বিকেলে রাজা এল।

তখন এক আচ্ছন্নতায় আক্রান্ত রেমি পড়ে আছে বিছানায়। পেটে খিদে মরে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। বুকে উথাল পাথাল। চোখ বুজে সে নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখছিল।

টুকটুক করে দরজায় অনেকক্ষণ শব্দ হচ্ছিল। তবু চোখ খোলেনি রেমি। ভীষণ ক্লান্ত। শব্দটা স্বপ্নে হচ্ছে না বাস্তবে তা বুঝতে অনেকক্ষণ সময় নিল সে। তারপর ক্ষীণ গলায় বলল, কে?

আমি রাজা। একটু আসবো?

রেমি চকিতে নিজের শরীরের দিকে চেয়ে দেখল। না, শাড়ি ঠিকই জড়ানো আছে, শায়া দেখা যাচ্ছে না। তবু আর একটু গা ঢেকে সে উঠে বসল। মাথাটা ঘুরছিল খুব।

এসো।

রাজা ঘরে আসে। মুখখানা থমথমে গম্ভীর। রেমি রাজার দিকে এক পলক চেয়েই চোখ নামিয়ে নেয়। আজ রাজার সঙ্গে তার দেওর বউদির সম্পর্কটা তেমন সহজ নেই। ভারী লজ্জা করছিল রেমির।

রাজা বিছানার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল, খুব শুকনো দেখাচ্ছে তোমাকে। কিছু খাওনি বোধ হয়!

www.MurchOna.com

রেমি মাথা নেড়ে বলল, না।

রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আজ যা ঘটেছে সেটা একসট্রিম। তবে তুমি এটাকে অত সিরিয়াসলি নিও না। কুট্টিদা যে পাগল তা তো এতদিনে বুঝেই গেছ। কী আর বলব।

রেমি মাথা নত করেই ছিল। সেইভাবেই নিজের করতলের দিকে চেয়ে বলল, ও আমাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল জানো? ওটা কেমন জায়গা?

খুব খারাপ। আমরা ওটাকে গদাধরের আড্ডা বলে জানি। আর কিছু জানতে চেও না। কোনো ভদ্রলোক জেনেবুঝে ওখানে নিজের বউকে নিয়ে যায় না।

তুমি তবে গিয়েছিলে কেন?

আমি! বলে একটু থমকায় রাজা। তারপর বলে, কুট্টিদার এই ঠেকটা বহুদিনের। আমাকে বারকয়েক কুট্টিদাই নিয়ে গেছে ওখানে। মাঝে মাঝে জলসা বসে। আমি গান গাইতে গেছি। আজ গিয়েছিলাম, কুট্টিদা একটা জরুরী কাজ আছে বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল। গিয়ে বুঝলাম তা নয়।

ওটা কি ফূর্তি করার জায়গা?

তা ছাড়া আর কী! মধ্য কলকাতার টপ মস্তানরা ওখানে জড়ো হয় সন্ধ্যেবেলায়। সারাদিন ফাঁকা থাকে।

আমার এত গা ঘিনঘিন করছে।

করতেই পারে। তবু তো তুমি সবটা জানো না।

আর জেনে কাজ নেই। তুমি বোসো, আমি বরং স্নান করে আসি।

আমি বসব না বউদি। একটা কথা বলেই চলে যাবো।

কী কথা?

রাজা কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে নিজের নখ দেখল। তারপর মুখ তুলে তার শ্রীময় মুখখানা ভরে একটা ভারী সুন্দর হাসি হাসল। বলল, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নিয়ে একটা কথা উঠেছে জানোই তো।

নতমুখী রেমি বলল, জানি। কিন্তু ওসব আজ থাক।

না, আমি সে কথা বলতে ঠিক আসিনি। অন্যদিকে আর একটা রিলেশনও তৈরি হচ্ছে তুমি বোধহয় তার খবর রাখো না।

কিসের রিলেশন?

কুট্টিদার সঙ্গে একজনের। মানে একটি মেয়ের।

রেমি এবার মুখ তুলল। তীব্র হয়ে উঠেছে তার চোখের দৃষ্টি। আর লজ্জা নেই, সংকোচ নেই, বরং প্রচণ্ড একটা তেজ ধক ধক করছে চোখে। তার উপোসী ক্ষীণ গলা থেকে বাঘিনীর চাপা গড়গড় হুংকার বেরিয়ে এল, বিশ্বাস করি না।

কেন করো না?

ওর নামে এর আগেও রটানো হয়েছিল। বাজে কথা।

কুট্টিদার আর সব দোষ থাকতে পারে, শুধু এই দোষটা নেই বলছ?

মেয়েদের সম্পর্কে ওর কোনো দুর্বলতা নেই।

ছিল না হয়তো। এখন হয়েছে। বিশ্বাস করো।

মেয়েটা কে?

আমি জানি না। দেখিনি।

শোনা কথা?

হ্যাঁ, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু একথা তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না এখনই। প্রমাণ পেলে

www.MurchOna.com

বিশ্বাস কোরো। আমি আর একটা কথা বলতে চাই।

রেমির শ্বাস ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। হাত মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছিল আপনা থেকেই।

রাজা বলল, অনেক কষ্ট পেয়েছো এদের কাছে। এ যুগের মেয়েরা এত সহ্য করে না। কেন কষ্ট পাচ্ছো তুমি ?

কী করব ?

কিছু একটা করো। অন্তত করার জন্য পজিটিভলি ভাবতে শুরু করো।

তুমি বোসো। আমি স্নানটা করে আসি। বড় গরম লাগছে।

রাজা বসল। রেমি গিয়ে বাথরুমে জলের তলায় বিছিয়ে দিল নিজেকে। কত জল যে ঢালল মাথায় আর গায়ে তার হিসেব নেই। অনেকক্ষণ উন্মাদ স্নানের পর একটু শীত করছিল রেমির। হাত পা থরথর করে কাঁপছে। কিছু ভাবতে পারছিল না রেমি, কিছু বুঝতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল আরো আরো জল ঢেলে গেলে, আরো বহুক্ষণ স্নান করলে বুঝি সব সংকট কেটে যাবে, মনের অস্থিরতা ধুয়ে যাবে।

তা হল না। তবু অনেকটা শরীরে তাপ কমল।

এলোচুলে সে এসে বসল রাজার মুখোমুখি। ধ্রুব যেসব শক্ত বই পড়ে তারই একটা নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছিল রাজা। রেমি আসার পর বইটা রেখে দিয়ে বলল, কিছু খেয়ে এসো। তাহলে ভাল লাগবে।

রেমি কে জানে কেন রাজি হয়ে গেল। হয়তো খেলে এত খারাপ লাগবে না।

এ বাড়িতে খাবারের অভাব নেই এবং বাঁধাধরা সময় বলেও কিছু নেই। রেমি গিয়ে এক গ্লাস দুধ খেল রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে। শক্ত খাবার খাওয়ার মতো রুচি নেই। দুধ খেতেও বমি পাচ্ছিল। তবু জোর করে খেল।

আশ্চর্য, বাস্তবিকই কিছুটা ভাল লাগছিল তার। লম্বা হলঘরের মতো ডাইনিং হল-এ সে কিছুক্ষণ পায়চারী করল। তারপর এক টুকরো মাছ দিয়ে এক মুষ্টি ভাতও খেয়ে নিল সে।

ঘরে আসতে রাজা ভারী সুন্দর করে হেসে বলল, তুমি যে আমার কথায় বাধ্য মেয়ের মতো খেয়ে আসবে এতটা ভাবিনি।

রেমি কথাটা গ্রাহ্য না করে বলল, তোমার কুট্টিদা সম্পর্কে কী বলছিলে যেন।

কী বলব বলো তো ! যতটুকু জানি বললাম। এর বেশী জানি না।

তুমি কথাটা বিশ্বাস করো ?

করি।

তোমার কুট্টিদার কি আগে কোনো প্রেম-ট্রেম ছিল ?

ছিল বউদি। তবে সেসব জানতে চাওয়া বোকামি।

রেমি একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমি সত্যিই বোকা।

কেন বলো তো !

আমার ধারণা ছিল, তোমার কুট্টিদা বোধহয় কখনো কোনো মেয়ের দিকে মনোযোগ দেয়নি।

এ ধারণা কি করে হল ?

কী জানি কী করে। তবে আমি এ বিষয়ে এত নিশ্চিন্ত ছিলাম যে কখনো জানতেও চাই নি।

কুট্টিদার মতো সুপুরুষ আর স্মার্ট ছেলেদের প্রেম না হওয়াই তো আশ্চর্যের বিষয়।

সে আমি জানি। তবে মনে করতাম, মেয়েরা গণ্ডায় গণ্ডায় ওর প্রেমে পড়লেও ও কখনো কারো প্রেমে পড়েনি। মেয়েদের সম্পর্কে এত উদাসীন।

ভুল ধারণা।

এ মেয়েটা কে জানো না তাহলে ?

www.MurchOna.com

না। তবে খোঁজ নেবো।

রেমি মাথা নেড়ে বলে থাকগে, নিও না।

কেন ?

আমার তেমন ভাল লাগবে না জেনে। থাকগে।

তোমাকে আর একটা কথা বলব।

কী গো ?

দুটো মস্ত মস্ত লোক টেবিলের দুধারে বসে ঘুঁটি চালছে। এ ওকে মাত করার চেষ্টা করছে, ও একে। আমরা দুজন দুই ঘুঁটি। এটা বুঝতে পারছ ?

না তো !

বুঝবার চেষ্টা করো। তুমি বা আমি দুজনের কেউই এ খেলায় কোনো ইমপরট্যান্ট ফ্যাকটর নই। চাল দেওয়ার জন্য আমাদের কাজে লাগানো হচ্ছে মাত্র। এবার বুঝতে পারছ ?

রেমি মৃদু একটু হেসে বলল, বেশ কথা বলো তুমি। শোনো, অবেলায় খেয়ে শরীরটা আইঢাই করছে। আমি একটু আধশোয়া হয়ে তোমার কথা শুনি ? কিছু মনে কোরো না।

আরে না। শোও। আমি যাই।

তুমি যে কথাটা শেষ করোনি। শেষ করো আগে।

বলছিলাম দুজনের মাঝখানে পড়ে অকারণে কষ্ট পাচ্ছো কেন ?

কী করব ?

বেরিয়ে এসো।

তারপর ?

তারপর আমি আছি।

তুমি ! আধশোয়া রেমি ফের উঠে বসে, আবার সেই কথা।

কথাটা কি খারাপ ? অন্যায় ?

তা বলিনি। বললাম যে তোমাকে আমাকে নিয়েই এত গণ্ডগোল। আবার তো গণ্ডগোল লাগবে।

না রেমি, আসলে তুমি বাইরের গণ্ডগোলকে তেমন ভয় পাও না। তোমার মনটা এক জায়গায় আটকে গেছে। নানা সংস্কার কাজ করছে। কিন্তু লাভ নেই। কুট্টিদা কোনোদিনই বোধ হয়—

কথাটা শেষ করল না রাজা। ভদ্রতাবশে।

কিন্তু রেমি মনে মনে বাক্যটা পূরণ করে নিল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, আজও একটু আগে দূরে কোথাও চলে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। খুব ভাবছিলাম। আমার বোধ হয় ওর কাছ থেকে একটু দূরে থাকা দরকার।

ফর দি টাইম বিয়িং ? তাতে লাভ নেই।

চিরকাল দূরে থাকব ?

ভেবে দেখ।

ভেবেছি। চিরকাল দূরে থাকতে হলে মরতে হয়।

ওঃ বাবা। তাহলে আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে নিচ্ছি। আর যাই করো, মরো না।

আমি মরলে খুব ক্ষতি হবে ?

আর কারো না হোক আমার হবে। ভীষণ ক্ষতি হবে।

কেন ? আমি তো তোমাকে কিছুই দিইনি।

দাওনি। সবাই কি দেওয়ার প্রত্যাশা করে ?

বালিকার মতো সরল অকপট গলায় রেমি বলে, তুমি আমাকে ভালবাসো তা আমি খুব

www.MurchOna.com

গভীরভাবে টের পাই। এত ভালবাসলে কেন?

এসব তো পুরোনো কথা। জবাব চাও কেন?

জবাব চাইনি তো! শুধু প্রশ্ন করলাম। আমাকে কী করতে বলো তুমি এখন?

কুট্টিদার ওপর তোমার মোহ কবে কাটবে?

মোহ কি আর আছে? বুঝতে পারছি না। বোধ হয় কেটেই গেছে।

তাহলে এবার থেকে আমার কথা একটু মনে কোরো রোজ।

মনে করি তো! রোজ তোমাকে ভাবি। ভাবতে ভাল লাগে।

বানিয়ে বলছ না তো!

আমি বানাতে জানিই না।

তাহলে শোনো। কুট্টিদা আজ গদাধরের আড্ডায় তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল আমার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য।

জানি। কাল সারা রাত এসব কথাই বলেছে। ও কি জেলাস?

না, মোটেই নয়। তুমি চলে গেলে ওর কিছু যায় আসে না।

তাই হবে।

এই ঘটনার পরও ওর সঙ্গে বসবাস করতে তোমার অপমান লাগবে না?

ভীষণ অপমান লাগছে। বড় জ্বালা। বড় ঘেন্না।

যদি মোহভঙ্গ হয়ে থাকে রেমি, ভাল করে ভেবে দেখ, তাহলে আমি তোমাকে একদিন নিয়ে যাবো।

তাতে সব মিটে যাবে?

মনে হয় যাবে না। তবে আমরা বেঁচে যাবো।

আমাকে ভাবতে একটু সময় দাও।

সময় নিশ্চয়ই দেবো। আমাকেও ভাবতে হবে। এতদিন ব্যাপারটা ছিল খেলার মতো। এখন তো তা থাকছে না।

শ্বশুরমশাই? উনি কী করবেন?

কিছু করবেন নিশ্চয়ই। জানি না।

ওঁকে তুমি ভয় করো না?

ভীষণ ভয় করি রেমি। চিরকাল করে এসেছি।

ওঁর রি-অ্যাকশন কী হবে?

উনি আমাদের খুন করতে লোক পাঠাবেন হয় তো।

তাহলে?

সেইটেই ভেবে দেখতে হবে। কাউন্টার স্ট্র্যাটেজি।

থাক রাজা। বিপদ ডেকে এনো না। আমার যেমন কাটছে কেটে যাবে।

রাজা থমথমে মুখ করে খানিকক্ষণ বসে রইল। তারপর বলল, আমি খুব কাপুরুষ নই রেমি।

জানি। কিন্তু অন্যায় সাহসও ভাল নয়। ওর অনেক ক্ষমতা।

হ্যাঁ, সেও ঠিক। মন্ত্রিত্ব যাওয়ার পর উনি এখন আবার আগের মতো গুণ্ডাদের সর্দারী করছেন। সব খবরই রাখি।

তাহলে এসব প্ল্যান না করাই ভাল।

তুমি এভাবে শুকিয়ে যাবে?

আমি হয়তো বেশীদিন বাঁচব না। কোনো কোনো গাছ আছে, এক জায়গা থেকে উপড়ে নিয়ে অন্য জায়গায় লাগালে বাঁচে না।

www.MurchOna.com

তুমি বোধহয় আমার বিপদের কথা ভেবে এসব বলছ।

তা নয় গো। শুধু তুমি আমি নয়, বিপদ সকলের। অনেক কেলেংকারি।

তা যা হওয়ার হয়েই গেছে। তবে চৌধুরী বাড়িতে কেলেংকারির অভাব নেই। এ বাড়ির বউ মেয়ে ছেলে সকলেরই ইতিহাস আছে।

রেমি একটু হেসে বলল, তাই বলেই কি আমারও কেলেংকারি করার অধিকার জন্মায়?

তা নয়। বললাম, তুমি এ ব্যাপারে পাইওনিয়ার নও।

রেমি কিছুক্ষণ বিবশ হয়ে চেয়ে রইল। আপনমনে একটু মাথা নাড়ল। তারপর বলল, আমি একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারি না, জানো?

কী?

তুমি কি বলতে পারো ও আমাকে কেন ভালবাসে না?

রাজা ভ্রুকুটি করল। প্রশ্নটা শুনে সে খুশি হল না। একটু বিরক্তির সঙ্গে বলল, ওসব জটিল প্রশ্নের জবাব জানি না। কুট্টিদার মধ্যে ভালবাসা-ফাসা নেই, বুঝলে! একদম নেই।

কঠিন পুরুষদের বোধহয় থাকেও না, না?

কে জানে। রাজার গলায় স্পষ্টই উদাসীনতা।

রেমি একটু বিষণ্ণ হেসে বলল, বরাবর ও আমাকে অন্য পুরুষের দিকে ঠেলে দেয়। নিজের বউকে কেউ পারে? বলো?

সেটা এতদিনে তোমার বোঝা উচিত ছিল।

কিন্তু একটা জিনিস ছিল। অন্য কোনো মেয়ের প্রতি দুর্বলতা ছিল না।

এখন হয়েছে।

মেয়েটাকে একটু দেখাবে, আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে সে কেমন মেয়ে।

রাজা উঠে দাঁড়াল। বলল, দেখাতে পারব কিনা জানি না। চেষ্টা করব।

নিশ্চয়ই খুব সুন্দর, তাই না!

সুন্দর কি না তা দেখার চোখ কি কুট্টিদার আছে? থাকলে তোমাকেই দেখতে পেত।

আমি আর কী এমন সুন্দর!

সুন্দর নও! বলে রাজা আচমকা—ভীষণ আচমকা—হাত বাড়িয়ে খামচে ধরে রেমিকে টেনে আনল নিজের কাছে। কয়েক মুহূর্তের বিভ্রম, সম্মোহন, প্রলয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার বাইরে অনুচ্চ গলা খাঁকারির একটা শব্দ পাওয়া গেল। দরজায় মৃদু একটু করাঘাত।

রেমি ছাড়ানোর চেষ্টা করেনি নিজেকে। গায়ে শক্তি নেই। মন অবশ। রাজা নিজেই তাকে বিছানায় বসিয়ে দিল। তারপর গিয়ে দরজা খুলল।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জগা।

কী চাও জগাদা?

বউদি খেয়েছে কিনা জানতে এলাম।

খেয়েছে।

ঠিক আছে, তোমরা গল্প করো!

জগা দরজাটা আবার টেনে দিয়ে গেল।

রাজা চাপা গড়গড়ে গলায় বলে, স্পাই! স্পাই!

রেমি একটুও উত্তেজিত হল না। মৃদু স্বরে বলল, সব সময়েই কেউ না কেউ আমাকে পাহারা দেয়, তাই না?

আর তুমি সেটা সহ্য করো! কেন করো রেমি?

www.MurchOna.com

রেমি মাথা নেড়ে বলল, আর করব না। আমাকে খুব দূরে নিয়ে যেতে পারবে ?
কেন পারব না ?
কোথায় ?
বোম্বে।
বোম্বে ? সেখানে কী ?
আমি কলকাতা ছেড়ে দেবো। বোম্বের ফিল্ড অনেক ভাল।
রেমি একটা যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে।
প্রমিস রেমি ?
রেমি হাসে, প্রমিস আবার কেন ? কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না ?
হচ্ছে। তবু তোমার ওপর থেকে ধ্রুব চৌধুরির সব হিপনোটিজম এখনো কাটেনি হয়তো। কেটে গেছে। যাওয়ার আগে আমি শুধু সেই মেয়েটাকে একবার দেখে যেতে চাই।
কুট্টিদার প্রেমিকাকে ?
হ্যাঁ। তাকে একবার চোখের দেখা না দেখে পারব না।

॥ ৫৫ ॥

স্ত্রীলোক লইয়া আমার জীবনে কোনওরূপ সমস্যা ছিল না। তাই স্ত্রী-চরিত্র কতদূর রহস্যময় তাহা লইয়া ভাবিবারও অবকাশ হয় নাই। অল্প বয়সে সুনয়নীর সহিত বিবাহ হইয়া গেল। সুনয়নী যথেষ্ট সুন্দরী। দাম্পত্যজীবনে আমাদের দ্বন্দ্ব ছিল না। স্ত্রীলোক লইয়া কাজেই আমার আর শিরঃপীড়ার কারণ নাই।

কিন্তু স্ত্রীলোকেরা আমাকে সুখে থাকিতে দিবে কেন ?

সেই কিশোরীর কাঠচাপা গাছ হইতে পতিত হওয়া এবং আমার সহিত কিছু অদ্ভুত বাক্যবিনিময় ঘটিবার পর একদিন লক্ষ করিলাম, সুনয়নী যেন গম্ভীর। কথা কহিতেছে না, চোখে চোখ রাখিতেছে না, দেখা হইলেই মুখ ফিরাইয়া লইতেছে। রাত্রে শয্যায় সে অন্য দিকে পাশ ফিরিয়া ঘুমের ভান করিয়া নিশ্চুপ জাগিয়া থাকিতেছে, তাহাও টের পাইতাম। তবে অভিমান ভাঙাইবার অভ্যাস বিশেষ নাই বলিয়া আমি ঘটনাটিকে উপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকিব এমন উপায় কী ?

একদিন ঘোর রাত্রে অনুভব করিলাম, সুনয়নী কাঁদিতেছে। গুমরানো কান্না। খুব গভীর বেদনা হইতে উঠিয়া আসিতেছে। কান্না আমি সহিতে পারি না।

উঠিয়া তাহার গায়ে হাত রাখিয়া বলিলাম, কী হয়েছে সুনু ?

সে জবাব দিল না

আরও কয়েকবার প্রশ্ন করিলাম। জোর করিয়া তাহার মুখ আমার দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলাম। তেমন জোর করি নাই নিশ্চয়ই। সে মুখ ফিরাইল না।

আমি হাল ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম। পাশে শুইয়া কেহ কাঁদিলে ঘুম হওয়া সম্ভব নহে। সেজ বাতিটির পলিতা বাড়াইয়া একখানি কাব্যগ্রন্থ খুলিয়া বসিলাম।

অল্প পরেই সুনয়নী উঠিল ; এলোচুল খোঁপা করিল। চোখ মুছিল। তারপর বলিল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, কথা আছে তো বললেই পারতে। কেঁদেকেটে ওরকম হয়রান হচ্ছ কেন ?

www.MurchOna.com

সুনয়নী বলিল, কাঁদি কি আর সাধে ?

কান্না আমি সইতে পারি না তুমি তো জানো !

না কেঁদে উপায় কী বলো ! মেয়েদের সবচেয়ে যেটা জোরের জায়গা সেখানেই যদি কেউ হাত দেয় তাহলে কী করব ?

আমি না বুঝিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম, ও আবার কী কথা ? কী হয়েছে বলো তো !

সুনয়নী তাহার বালিশের তলা হইতে একখানি ভাঁজ করা কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, পরশুদিন তোমার টেবিলের ওপর পেয়েছি। পড়ো।

খুলিয়া দেখিলাম গোটা গোটা সুছাঁদ অক্ষরে লেখা, ও ডাইনি, ওকে যদি কখনো আর আদর করো তাহলে আমি মরব।

সম্বোধন নাই, ইতি নাই। শুধু এই কয়েকটি কথা। কে লিখিয়াছে সে সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ নাই। বুকটা একটু দুরুদুরু করিয়া উঠিল। সুনয়নীর চোখে চোখ রাখিতে পারিলাম না। বড় গ্লানি বোধ করিতেছিলাম। এ সেই উন্মাদিনী কিশোরীর কাজ।

কিন্তু সুনয়নীকে কথাটা বলা যায় না। কাজেই আমাকে মিথ্যাচার করিতে হইল। বলিলাম, এটা কে লিখেছে ?

কী করে বলব ?

এটার অর্থই বা কী ?

অর্থ তো পরিষ্কার। আমি ডাইনী আর তুমি দেবদূত।

আমি মাথা নাড়িয়া কহিলাম, এ চিঠি যে আমাদের উদ্দেশ্যেই লেখা এমন কোনো কথা নেই।

তাহলে তোমার টেবিলে রেখে গেল কেন ?

সেইটেই বুঝতে পারছি না। কিন্তু এটা নিয়ে এত উত্তেজিত হওয়ারও কিছু নেই।

নেই ? বেশ কথা তো ! যে খুশি যা খুশি লিখে রেখে যাবে আর আমি সহ্য করব ?

তাহলে কী করবে ?

সেটা তুমি বলে দাও। চিঠিটা কে রেখে গেছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। খোঁজ খবর করিতে গেলে অবোধ ও অবুঝ কিশোরীটি ধরা পড়িয়া যাইবে যে ! তাহাকে রক্ষা করিবার একটা ব্যাকুল আগ্রহ বোধ করিতে লাগিলাম।

মাথা নাড়িয়া কহিলাম, সুনু, এরকম চিঠি আমাকে কেউ লিখতে পারে বলে আমার মনে হয় না। কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে। মনে হয় কেউ ভুল করে রেখে গেছে বা বাচ্চারা কেউ কুড়িয়ে এনে রেখেছে। এটা নিয়ে শোরগোল না করাই ভাল।

সুনয়নী একটু সরল প্রকৃতির ছিল। সম্ভবত একটু ভালমানুষ গোছের। সে আমার স্ত্রী হইলেও তাহাকে খুব গভীরভাবে মনোযোগ দিয়া কখনো লক্ষ করি নাই। বিবাহ বাসরে প্রথম তাহার মুখখানা দেখিয়া মনে হইয়াছিল, বাঃ, বেশ তো ! ব্যস, আমার রূপমুগ্ধতার ওইখানেই শেষ। এই নিস্পৃহতা আমাকে চেষ্টা করিয়া অর্জন করিতে হয় নাই। আমার স্বভাবে ইহা ছিলই। তাই সুনয়নীর সহিত শারীরিকভাবে এতদিন ঘনিষ্ঠ বসবাসের পরও সে কখনোই আমার হৃদয় জুড়িয়া বসে নাই। বোধহয় ইহা একপ্রকার ভালই।

সুনয়নী আরো কিছুক্ষণ অশ্রুবিসর্জন করিল। অজানা পত্রলেখিকার উদ্দেশ্যে কিছু গালি ও অভিশাপ বর্ষণ করিল। তারপর চিঠিটি কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তারপর আমার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, এসো, আমাকে অনেক আদর করো।

সেই কামনার আহ্বানে সাড়া দিলাম বটে, কিন্তু মনটা কেমন আড় হইয়া রহিল। শরীরের মিলনে মন নাচিয়া উঠিল না। এক অজানা স্পন্দনে আজ আমার হৃৎপিণ্ড আন্দোলিত হইতেছে। কিছু ভয়,

www.MurchOna.com

কিছু চোরা আনন্দ, কিছু শিহরণ আমি টের পাইতেছিলাম, যাহা দৈনন্দিন নহে, স্বাভাবিক নহে।

পরদিন সেই কিশোরীকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম। কথাটা যত সহজে বলা গেল, কাজটা তত সহজ হয় নাই। কিশোরীটি সর্বদাই আমাদের বাড়ির সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। পরনে আধময়লা শাড়ি, নগ্ন পদ, চুল ঝুঁটি করিয়া বাঁধা। তাহাকে খুঁজিতে হয় না। কিছুক্ষণ পরপরই তাহাকে দেখা যায়। আমি তাহাকে এইভাবে সকলের সামনে কিছু প্রশ্ন করিতে সাহস পাইলাম না। লোকের সন্দেহ হইতে পারে। তাই আমি তক্কে তক্কে রহিলাম। বারবাড়ি হইতে খেলা সারিয়া দ্বিপ্রহরের দিকে সে নদীর ঘাটে চলিল। আমি আড়াল হইতে চোখ রাখিতেছিলাম।

নদীর ধারে সারা বছরই উল্টানো নৌকা কিছু পড়িয়া থাকে। মেরামতির জন্য। অনেকগুলি আবার ঠেকনো সহযোগে ঈষৎ উঁচুতে তোলা। এগুলির অভ্যন্তর ছায়াময় এবং গৃহসদৃশ। বালক-বালিকারা এইসব নৌকার নিচে দিব্য খেলার সংসার পাতিয়া বসে।

আমার সেই কিশোরীটি এইরূপ একটি নৌকার ছায়ায় বসিয়া উদাস দৃষ্টিতে ব্রহ্মপুত্রের ঢেউ দেখিতেছিল। সেইখানে, সেই নির্জনতাতেও তাহার মুখোমুখি হইতে কেমন যেন সাহস হইতেছিল না। মনে হইতেছিল, কী এক অসামাজিক কাণ্ড করিতে চলিয়াছি।

যাহা হউক অবশেষে সাহস সংগ্রহ করিলাম এবং সেই নৌকার কাছে গিয়া সবেগে গলা খাঁকারি দিলাম।

কিশোরীটি অপাঙ্গে একবার আমাকে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু যেরূপ প্রত্যাশিত ছিল সেরূপ কিছুই ঘটিল না। শশব্যস্তে উঠিয়া বসিবে, সলজ্জ অবনত দৃষ্টিতে জড়োসড়ো হইবে, সেরূপ কিছুই না।

বলিল, তুমি কি আমাকে বকবে ?

এমনভাবে বলিল যেন বকাঝকা সে বড় গ্রাহ্য করে না। বকিলে বকিতে পার, তোমারই শ্রম।

আমি বলিলাম, চিঠিটা কি তুমি লিখেছিলে ?

আমি ছাড়া আর কে ?

কেন লিখলে ?

আমার ইচ্ছে।

ইচ্ছে মানুষের নানারকম হয়, তা বলে কি ইচ্ছেমতো চলা উচিত ?

তুমি আমার বাবাকে কী বলেছো ?

কী বলেছি ?

তুমি বাবাকে জিজ্ঞেস করোনি আমি পাগল কিনা ?

করেছি।

তুমি কি আমাকে পাগল ভাবো ?

ঠিক তা নয়। তবে তোমার কিছু আচরণ স্বাভাবিক নয়।

বেশ তো, আমি না হয় পাগলই। পাগলেরা অনেক কিছু করে, কী করবে ?

কিছু করব বলিনি তো।

করো না। আমিও যা খুশি করব।

আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন ?

তুমি ওর সঙ্গে থাকো কেন ?

ও মানে কে ? সুনয়নী ?

হ্যাঁ।

ও যে আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

কিশোরী এবার ডগডগে চোখ দুইটি সম্পূর্ণ মেলিয়া আমার চোখে স্থাপন করিল, সেই দৃষ্টি এতই তীব্র যে সহিতে পারিতেছিলাম না। এক তীব্র জ্বালা ও উত্তাপ যেন আমাকে স্পর্শ করিতেছিল।

www.MurchOna.com

কিশোরী হঠাৎ চক্ষু নত করিয়া কহিল, তুমি কি আমাকে মরতে বলো ?

ও কী কথা ! মরতে বলব কেন ?

আমি মরতে পারি, তাতে যদি তোমাদের শান্তি হয় ।

ও কথা বলবেও না, ভাববেও না ।

তাহলে কী করব ?

দয়া করে শোওয়ার ঘরে উঁকি দিও না, আর চিঠিও লিখো না ।

কেন ? আমার যে ইচ্ছে করে ।

বললাম যে সবসময় ইচ্ছেমতো চলতে নেই । ধরা পড়ে যাবে ।

ধরা পড়লে পড়ব ।

না । ধরা পড়লে তোমার নিন্দে হবে ।

হোক না নিন্দে । তোমাকে জড়িয়েই তো হবে ।

সেটা কি ভাল হবে ?

হবে । তোমার সঙ্গে জড়িয়ে আমার নিন্দে হলে আমি খুশি হই ।

আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম । এই পাগলিনীকে কে কীই বা বুঝাইতে পারিবে ? রাগ করিয়া লাভ নাই । এই উন্মাদিনী যে কোনও পরিণতির জন্যই প্রস্তুত । ইহার ভয় বলিয়া কিছু নাই । লজ্জা নাই । ঘৃণা নাই । মেয়েদের বয়ঃসন্ধির প্রেম কি এরকমই ভয়ানক ?

অগত্যা অন্য পন্থা ধরিতে হইল ।

কহিলাম, আমাকে কি তুমি ভালবাসো ?

কী আশ্চর্য ! এত কথায় ইহাকে বাগে আনিতে পারি নাই । কিন্তু ভালবাসি কথাটি উচ্চারণ করা মাত্র যেন জৌকের মুখে লবণ পড়িল । আচমকা তাহার শ্যামলা রঙে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল । চক্ষু নত ।

সে জবাব দিল না । কিন্তু একটু পরেই দেখিলাম, সে হাতের পিঠ দিয়া চোখ মুছিতেছে ।

কাঁদছো কেন ? আমি সস্নেহে প্রশ্ন করিলাম

তুমি যাও ।

কেন বলো তো !

আমি আর চিঠি দেবো না । উঁকিও মারব না ।

ঠিক তো !

ঠিক ।

মরার কথাও ভাববে না তো !

মরব । আজই মরব ।

আমি আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না । হাত বাড়াইয়া তাহার একটি হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া কহিলাম, বেয়াদবি করবে তো এক্ষুনি নিয়ে গিয়ে তালাবন্ধ করে রাখব ।

সে হাত ছাড়াইয়া লইল । তারপর বলিল, এখানে কেন এসেছো ?

তোমাকে শাসন করতে ।

সবাই দেখছে ।

এখানে কে দেখবে ?

বাড়ির ছাদ থেকে দেখা যায় । নদীর ঘাট থেকেও । তুমি যাও ।

আমি বলিলাম, তোমাকে নিয়েই যাবো । চলো ।

আমি যাবো না ।

আমি কোমল কণ্ঠে কহিলাম, লক্ষ্মী সোনা, এরকম করে না । চলো । আমাকে কষ্ট দিয়ে তোমার

www.MurchOna.com

কী লাভ ?

তোমার আবার কষ্ট কিসের ? সুন্দর বউ পেয়েছো।

বউ সুন্দর হলে বুঝি আর কারও কোনো কষ্ট থাকে না ?

তাই তো।

কিন্তু আমি কষ্ট পাচ্ছি। বলিয়া হাসিলাম। বলিলাম, তোমার জন্য।

পাগলিনী বলিল, তুমি ওকে বিয়ে করলে কেন ?

আমি হাসিব না কাঁদিব ভাবিয়া না পাইয়া কহিলাম, আমি যখন সুনয়নীকে বিয়ে করি তখন তুমি তো এইটুকু খুকি।

এইবার সে হাসিল। হঠাৎ বলিল, নইলে কি আমাকে করতে ?

আমি আমূল লজ্জা পাইয়া বলিলাম, ওসব কথা থাক।

থাকবে কেন ? কান ভরে শুনে নিই। আমি তো আজ মরবই। বলো।

আমি বিব্রত ও হতচকিত হইয়া কহিলাম, বোধহয় তোমাকেই করতাম। এখন চলো।

আমার যা শুনবার শোনা হয়ে গেছে। এখন তুমি যাও। আমি জলে ঝাঁপ দেবো।

সর্বনাশ।

যারা সাঁতার জানে তারা মরে না। আমি স্নান করব।

তটস্থ হইয়া কহিলাম, অন্য কোনো মতলব নেই তো !

না। তুমি যাও।

চলিয়া আসিলাম। মনটা বড় ভারাক্রান্ত। জীবনে নূতন একটি অপ্রত্যাশিত দিক হইতে যেন একটি আলোর রেখা আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেই আলো আমাকে উজ্জ্বল করে নাই। বিষণ্ণ করিয়াছে।

এই কিশোরী কন্যাটির ভবিষ্যৎ কী ? আমিই বা কী করিব ?

সেইদিন রাত্রে সুনয়নী বলিল, চিঠিটা নিয়ে আমি খোঁজখবর করেছি।

বুক কাঁপিয়া উঠিল। বলিলাম, ও, তা কী জানলে ?

কি চাকররা কেউ কিছু বলতে পারছে না। তবে—

তবে আবার কী ?

থাকগে। তোমার শুনে কাজ নেই।

বলিয়া সুনয়নী হঠাৎ আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

কী হল ?

তোমার দিকেও তাহলে মেয়েরা নজর দেয় ?

আমি বলিলাম, না না।

শোনো, আমি বরং খুশিই হয়েছি।

তার মানে ?

অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম, তুমি তো একদম সাধু মানুষ। ন্যালাক্ষ্যাপা গোছের। মেয়েরা তোমাকে বরং এড়িয়েই চলে। একটা মেয়ে যে নজর দিয়েছে তাতেই বোঝা যায় তার চোখ আছে।

এই কথায় খুশি হওয়া উচিত না রাগ করা উচিত তাহা বুঝিতে পারিলাম না। চুপ করিয়া রহিলাম।

সুনয়নী বলিল, রাগ করলে ?

না তো !

চিঠিটা পেয়ে তুমি একটু খুশিই হয়েছো, না ?

না। চিঠিটা আমাকে লেখা কিনা তাই তো জানি না।

www.MurchOna.com

তোমাকেই গো, আর সাধু সেজো না।

সন্দেহ আছে।

আমাকে কেন ডাইনী বলল বলো তো!

বলুক না, কথায় তো ট্যাকস নেই।

আমি কিন্তু খুব ভেবেছি।

কী ভাবলে?

আমাকে ডাইনী কেন বলল। হিংসে থেকে।।

দূর! ওসব ভেবো না।

আমার খুব ইচ্ছে করে মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করি।

আবার ভাবছ?

খুব ভাবছি। ঠিক ওকে খুঁজে বের করব দেখো।

কী দরকার?

বললাম যে, তোমাকে সে ভালবাসুক তাতে ক্ষতি তো নেই। কিন্তু আমি ওর কী ক্ষতি করেছি?

আমি হাই তুলিলাম।

ওকে পেলে খুব সাজাবো। কনের মতো। নিজেও সাজবো। তারপর আয়নায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখব কে বেশী সুন্দর যদি আমি হারি—

আঃ সুনয়নী!

সুনয়নী আজ বড় প্রগলভা। আকুলভাবে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, আমার সঙ্গে ও পারবে না।

কে পারবে না?

ও। রূপের পাল্লায় হেরে যাবে। দেখো।

কী যে হল তোমার!

আজ আমাকে একটু আদর করো। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

॥ ৫৬ ॥

হাতে পায়ে খিল ধরল রেমির। এত দুর্বল লাগছে শরীর যে, রাজা চলে যাওয়ার পর সে আবার শুয়ে পড়ল। অবেলায় খেয়েছে বলেই কি? বুকে বায়ুজনিত একটা চাপ, ব্যথা। একটু জল খেলে হত। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না। কিছু করতে ইচ্ছে করছে না।

কথাটা ধ্রুবকে কি জানাবে? সে যে রাজার সঙ্গে বম্বে চলে যাচ্ছে একথাটা কি জানানো উচিত নয়?

না। তাই কি হয়! একটু আগেই তো সে ভেবেছিল ধ্রুবকে ছেড়ে খুব দূরে কোথাও তার চলে যাওয়া দরকার। তবে জানাবে কেন? তাছাড়া ধ্রুবর তো আর একজন বউ হবে। সে কি খুব সুন্দরী? খুব?

ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু ঘুম আসছে না। ভারী অদ্ভুত অবস্থা। চোখের পাতা ভারী, হাই উঠছে বারবার। মাথায় ঝিমঝিমুনি, তবু স্নায়ুগুলি এত টান টান স্পর্শকাতর যে সামান্য শব্দে, সামান্য অনুভূতিতে চমকে উঠছে। চটকা ভেঙে যাচ্ছে বারবার। সে কি কারো জন্য অপেক্ষা করছে মনে মনে? কার জন্য? একটু ভেবে দেখল রেমি। না তো! সে কারো অপেক্ষা করছে না। কেউ তো আসার নেই। তবে?

www.MurchOna.com

সন্ধের মুখে দরজায় ঠক ঠক। উঠতে ইচ্ছে করল না রেমির। শুধু জিজ্ঞেস করল, কে ? কী চাও ?

বউদিমণি, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে ?

না। তবে টায়ার্ড লাগছে। কেন ?

বড়বাবু জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন।

বলো গিয়ে একটু পরে যাবো।

না গেলেও চলবে। বড়বাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন। শুধু জানতে পাঠালেন।

আচ্ছা। বোলো আমি টায়ার্ড।

রেমি চুপ করে পড়ে রইল। তার শ্বশুর বড় বেশী বিচক্ষণ। আর বিচক্ষণ বলেই রাজা যখন এই ঘরে ছিল তখন বাইরে মোতায়েন রেখেছিলেন জগাকে। ঘটনাটা ছোটো, কিন্তু মনে থাকবে রেমির। এতটা না করলেও উনি পারতেন। হয়তো রেমির ভালর জন্যই করেন। তবু আজ ব্যাপারটা ভারী দৃষ্টিকটু লেগেছে রেমির। এই পাহারা অনাবশ্যক। এই বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক এখন ছিঁড়বার মুখে।

আস্তে আস্তে উঠল রেমি। উঠে আলমারি খুলল। ধ্রুবর কয়েকটা প্রিয় বোতল লুকোনো থাকে ওপরের তাকে। জামাকাপড়ের পিছনে। কাঠের চেয়ারে উঠে রেমি একটা বোতল নামাল। গায়ে লেখা হুইসকি।

খুব নেশা হবে নাকি ? হোক। শরীরের ঝিমুনিটা তো কাটবে। এই ঘর থেকে আজ সে আর বেরোবে না। শ্বশুরমশাই গন্ধ না পেলেই হল।

দরজায় ছিটকিনি দিয়ে এল রেমি। গেলাসে অল্প একটু ঢেলে অনেকখানি জল মেশালো। তারপর চুমুক দিল। এই প্রথম খাচ্ছে না। ধ্রুবর পাল্লায় পড়ে অতীতে তাকে কয়েকবার এক-আধ চুমুক খেতে হয়েছে। স্বাদ তার চেনা। তরলটুকু শেষ করতে খুব একটা বেশী সময় নিল না সে। পরের বার একটু বেশী ঢালল, জল মেশাল কম।

কতটা খেয়েছে তা ঘণ্টা খানেক বাদে হিসেব করতে পারে না আর রেমি। তবে সে স্পষ্ট টের পাচ্ছে তার শরীর আর মাথা আর তার নিজের জিম্মায় নেই। কানে ঝিঁঝি পোকার ডাক। চারদিকটা কেমন যেন অবাস্তব, অবিশ্বাস্য। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে।

চেয়ার থেকে উঠে বিছানায় বসল রেমি। পাশের টেবিলে অর্ধেক ভরা গেলাসটা রেখে একটু কাত হল। বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথা। টলমল করছে শরীর। তার কি আনন্দ হচ্ছে ? খুব আনন্দ ! না তো !

কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে পড়ে থাকে রেমি। ঘুম আসছে। ভারী রোডরোলারের মতো অতিকায় এক ঘুম তাকে বিছানায় পিষে ফেলছে। এবার সে ঘুমোবে। চ্যাপটা হয়ে, হালকা হয়ে। নিশ্ছিদ্র এক ঘুমের নেই-রাজ্যে হারিয়ে যাবে।

দরজায় সামান্য নাড়া। রেমি উঠল না। চাইল না।

দরজাটা খোলো। ধ্রুবর গলা।

রেমি একটু তাকাল। দরজাটা কি তার খুলে দেওয়া উচিত ? ঠিক যেন বুঝতে পারছে না। সে তো রোজ ধ্রুবর জন্য দরজা খুলে দেয় না। তবে ? সে আবার চোখ বোজে।

দরজায় দুম দুম করে দুটো শব্দ হল। রেমি একটু হাসল মাত্র। উঠল না।

শুনছো ! ভিতরে কী করছ ? দরজাটা খুলে দাও।

রেমি একটা গভীর শ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরল। মাথার মধ্যে কী অদ্ভুত এক রিমঝিম ! সমস্ত শরীরে একটা ভাসন্ত ভাব। যেন ভার নেই তার।

ধ্রুবর গলার স্বর হঠাৎ আতঙ্কিত একটা আর্তনাদের মতো শোনাল, রেমি ! রেমি ! সাড়া দাও।

www.MurchOna.com

কী হয়েছে তোমার ?

রেমি আধো ঘুমে খিল খিল করে হাসল। বেশ হয়েছে। খুব হয়েছে। এবার একটু রেমির জন্য কাঁদো তো পাষাণ ! একটু কাঁদো। জীবনে অন্তত একবার। মরার আগে দেখে যাই।

খুব খুব দ্রুত পায়ে সরে গেল দরজার কাছ থেকে। তারপর উত্তেজিত স্বরে ডাকতে লাগল, জগন্না ! জগাদা ! শিগগির এসো। কুইক।

জগা দৌড়ে এল, টের পেল রেমি।

কী হয়েছে ?

দরজা ভাঙতে হবে।

কেন ?

মনে হচ্ছে রেমির খুব বিপদ ! তাড়াতাড়ি করো।

বুম করে বোমার মতো একটা আওয়াজ হল। দরজার ছিটকিনি ভেঙে পাল্লা দুটো ছিটকে গেল দুদিকে।

বউদিমণি ! কী হয়েছে ?

এত শব্দে রেমি দুহাতে কান ঢেকে ফেলেছিল। আস্তে মুখ ঘুরিয়ে জগার দিকে তাকাল সে। মাথা টলমল করছে, তবু বাস্তববুদ্ধি একেবারে হারায়নি। চোখটা বন্ধ করে বলল, তুমি যাও জগাদা। তোমার ছোড়দাকে পাঠিয়ে দাও। দরজাটা ভেজিয়ে যেও।

জগা একটু স্থির চোখে রেমি এবং ঘরের পরিবেশ লক্ষ করল। তারপর বেরিয়ে গিয়ে ধ্রুবকে ডেকে বলল, ডাক্তার ডাকতে হবে না। তুমি ঘরে যাও।

কী হয়েছে ?

গিয়ে দেখ। খুব খারাপ কিছু নয়।

ধ্রুব ঘরে আসে। দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে রেমির কাছে এসে সেও সমস্তই লক্ষ করে। রেমি ভেবেছিল, ধ্রুব খুব হাসবে, বিদ্রূপ করবে তাকে।

কিন্তু ধ্রুব সেরকম কিছুই করল না। গেলাসটা তুলে নিয়ে একটু দেখল। তারপর টেবিল থেকে বোতলটাও। রেমি মিটমিট করে চেয়ে দেখছিল।

ধ্রুব গেলাস আর বোতল রেখে রেমির দিকে চেয়ে বলল, উঠতে পারবে ?

কেন ?

বাথরুমে গিয়ে গলায় আঙুল দাও।

না।

দাও। নইলে কষ্ট পাবে। অনেকটা খেয়েছো।

আমি আরো খাবো।

ধ্রুব আর কথা বলল না। খুব আচমকাই রেমিকে পাঁজাকোলা করে তুলে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে বেসিনের সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, গলায় আঙুল দাও।

আমি পারব না।

আচ্ছা, দাঁড়াও। বলে ধ্রুব আচমকাই মাথাটা ধরে একটু নাড়া দিল। অমনি টলমল করে উঠল রেমির শরীর। বমি উঠতে লাগল বুক বেয়ে।

গলায় আঙুল দিতে হল না। ভাতসুদ্ধু গোটা তরলটা গলগল করে বেরিয়ে যেতে লাগল। সঙ্গে তীব্র অম্বলের টক স্বাদ। রেমি সেই বমির তোড় সহ্য করতে না পেরে পড়েই যেত হয়তো। কিন্তু ধ্রুবর লোহার মতো শক্ত হাত ধরে রইল তাকে।

বমির পর কেমন দিশাহারা লাগছিল রেমির। শরীর শূন্য, মাথা শূন্য। ভারী অদ্ভুত এক পরিস্থিতি। সে যেন এই জগতের মানুষই নয়।

www.MurchOna.com

ধ্রুব তাকে আবার কোলে তুলে ঘরে এনে খাটে শুইয়ে দিল। পাখা ঘুরতে লাগল বনবন করে। ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জল এনে তাকে অনেকখানি খাইয়ে দিল। তারপর অদূরে চেয়ারে বসে রইল চুপ করে।

প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে রেমির। কিন্তু কিছুতেই ঘুমোতে পারছে না। কী যে হচ্ছে তার শরীরের মধ্যে!

ধ্রুব অনেকক্ষণ অবস্থাটা লক্ষ করে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ঘুম আসছে না তোমার?

না। আমার গলা চিরে গেছে, মাথা ঘুরছে।

তবু ঘুমিয়ে পড়ার কথা। ঘুম আসছে না কেন?

তোমার জন্য। তুমি কেন ওভাবে তাকিয়ে আছো আমার দিকে?

আমি বাইরে গেলে ঘুম পাবে?

হ্যাঁ। তুমি যাও।

ধ্রুব নিঃশব্দে উঠে বাইরে গিয়ে দরজাটা টেনে দিল। রেমি এপাশ ওপাশ করতে লাগল। মাথাটা কি লোহার মতো ভারী? না কি বেলুনের মতো হালকা? কী যে হচ্ছে তার ভিতরে।

আচমকা উঠে বসল সে। তারপর ডাকল, শোন! ওগো! এই! শোনো না শিগগির!

ধ্রুব দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। দরজাটা ভেজিয়ে দিল আবার।

ডাকছো কেন?

আমি বম্বে চলে যাচ্ছি, জানো? খুব ব্যাকুলভাবে রেমি বলে।

জানলাম। ধ্রুবর কণ্ঠস্বর ভাবলেশহীন।

কার সঙ্গে জানো?

না তো।

রাজার সঙ্গে।

তাই নাকি?

ভাল হবে না?

ভালই তো।

যেতে দেবে আমাকে?

আমি যেতে দেওয়ার কে? তুমিই তো যাবে।

আঃ, বলোই না যেতে দেবে কি না।

দেবো।

সত্যি বলছ?

বলছি!

তোমার একটুও কষ্ট হবে না আমার জন্য?

এখন ঘুমোও।

ঘুম আসছে না যে।

চেষ্টা করো। আমি বাইরে যাচ্ছি।

তাহলে আমি আবার হুইসকি খাবো।

ধ্রুব সামান্য একটু হাসল। তারপর বলল, ভয় দেখাচ্ছো?

না তো! আমি খাবো।

খাবে তো কী হয়েছে? অনেকেই খায়। মেয়েরা আজকাল খুব টানছে।

আমি কি তাদের মতো?

হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে হয়ে যাবে। তবে একদিনে অত নয়।

বম্বেতে গিয়ে আমরা কী করব জানো?

www.MurchOna.com

না।

তুমি যা চেয়েছিলে তাই।

খুব ভালো।

তোমার কিছু যাবে আসবে না?

না। বরং খুশি হবো।

রেমি ধ্রুবর মনোভাব জানে। তবু কেমন যেন এই জবাবে সে অবাক হয়ে গেল। বলল, একটা কথা বলবে?

বলব না কেন?

আমার ওপর তোমার এত ঘেন্না কেন? এত ঘেন্না কি একজন মানুষকে আর একজন করতে পারে?

তোমাকে কখনো ঘেন্না করিনি।

করোনি? তাহলে আমি অন্য একজনের সঙ্গে চলে যাবো জেনেও খুশি হও কী করে?

বলেছি তো, আমি তোমাকে ঘেন্না করি না, কিন্তু তোমার দায়িত্ব চিরকাল বইতেও রাজি নই। বিয়ে করার জন্য পুরুষের এক ধরনের যোগ্যতা লাগে। আমার তা নেই।

তবু বিয়ে তো হয়েছে।

না, হয়নি। এটা বিয়ে নয়। চাপিয়ে দেওয়া।

তুমি আমাকে ঘেন্না করো।

না, করি না। কখনো করিনি।

আমাকে তুমি কখনো একটুও ভালবাসোনি!

তাও বাসিনি। ঠিক কথা। কিন্তু আজ নতুন করে এসব কথা কেন? এখন ঘুমোও।

ঘুম কি আসে! কত চিন্তা।

কিসের চিন্তা? জীবনটাকে খেলা হিসেবে নাও। আয়ু কতদিনেরই বা। সব ঠিক হয়ে যাবে। বম্বে ভাল শহর।

আজ রাজা এসেছিল।

জানি।

কী করে জানলে? তোমরা কি সবসময়ে বাড়ির বউঝিদের পিছনে স্পাই লাগিয়ে রাখো?

আমি রাখি না। তবে তোমার গবুচন্দ্র রাখেন।

কে গবুচন্দ্র?

মন্ত্রী গবু, তোমার শ্বশুর।

উনি তো আর মন্ত্রী নন।

না। তবে শোনা যাচ্ছে উনি সেনট্রাল মিনিস্টার হবেন। ডেপুটি মন্ত্রী-টন্ত্রী বোধহয়। ফেরেববাজ লোকদের পথ এ সমাজে সবসময়ে খোলা।

ফেরববাজ কাকে বলে?

তোমার শ্বশুরের মতো লোকেরাই ফেরেববাজ। অন্য ডেফিনিশনের দরকার কী?

ওঁর ওপর তোমার রাগ বলেই কি আমাকে যন্ত্রণা দাও এত?

হতে পারে। এখন আমি এত কথা বলতে পারছি না রেমি। তুমি ঘুমোও। আমি বরং বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে যাই।

না, না! আঁতকে উঠে রেমি বলে, বাতি নিবিও না। তাহলে আমি ভয়েই মরে যাবো।

বাতি চোখে লাগছে বলেই বোধহয় ঘুম আসছে না।

ঘুম আসবে। তুমি কাছে থাকো।

www.MurchOna.com

এই তো একটু আগে আমাকে চলে যেতে বললে।
তখন বুঝতে পারিনি।
কী বুঝতে পারোনি ?
তোমাকে যে আমার ভীষণ দরকার।
কিসের দরকার ?
আমি একজনকে একবার দেখতে চাই। দেখাবে ?
ধ্রুব অবাক হয়ে বলে, কাকে দেখাবো ?
তাকে।
সে কে বলবে তো !
যাকে তুমি ভালবাসো। আমি চলে গেলে যাকে বিয়ে করবে। একবার চোখের দেখা দেখব। কিছু বলব না। ভয় নেই।
এ কথায় ধ্রুবর ফর্সা রং টকটকে রাঙা হয়ে গেল। প্রথমটায় সে কিছু বলতে পারল না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঘুমোও।
বারবার ঘুমোতে বলছ কেন ? বললাম যে ঘুম আসছে না। যদি ঘুম পাড়াতে চাও তবে একটু বিষটিষ কিছু এনে দাও। একেবারে ঘুমিয়ে পড়ি।
তাহলে জেগে শুয়ে থাকো। আমি যাই।
তুমি যেও না। বেশীদিন তো আর নয়। আমি বম্বে চলে যাচ্ছি। একটু থাকো।
তুমি বড্ড বাজে বকছ।
খুব বাজে বকছি ? কথাটা সত্যি নয় ?
আমি কাউকে বিয়ে করব একথা সত্যি নয়।
তবে কী করবে ?
আমি বিয়ে ব্যাপারটাকে বিশ্বাসই করি না।
তবে কিসে করো ?
ওটা একটা ছেলেমানুষী প্রথা। মানেই হয় না।
তুমি তাকে বিয়ে করবে না ?
না।
তবে একসঙ্গে থাকবে কী করে ?
থাকলে দোষ কী ? দুনিয়াটা তো বিয়েহীন সমাজের দিকেই এগোচ্ছে।
কী যে বলো !
তোমার বুঝতে একটু সময় লাগবে রেমি। বিয়ে একটা অচলায়তন। ওই প্রথা উঠে গেলেই ভাল।
আমি অত তর্ক করতে পারি না। আমি তাকে একবার দেখব।
এসব তোমাকে কে বলল ? রাজা নিশ্চয়ই !
রাজাই !
বলাটা ওর উচিত হয়নি
কেন, আমি শকড হবো বলে ?
হ্যাঁ। তুমি আমার ওপর বড় বেশী নির্ভর করতে চাও।
কিন্তু আমি সামলে গেছি। দেখছো না, কেমন স্বাভাবিক !
স্বাভাবিক হলে অতখানি হুইসকি গিলে বসে থাকতে না।
রেমি মাথা নেড়ে বলে, এসব ভেবে খাইনি। আমার ঘুম আসছিল না, শরীরটা কেমন করছিল,

www.MurchOna.com

তাই খেয়েছি। আমাকে একবার দেখাতে তোমার ভয় কী ?

আমি কাউকে ভয় পাই না।

জানি। মেয়েটা কে বলো তো !

কেউ একজন হবে। অত ভাবছো কেন ?

আমার চেয়ে ফর্সা ?

জানি না।

জানো। বলতে চাও না। বললে দোষ কী ? এই তো বললে ভয় পাও না।

তোমার চেয়ে ফর্সা নয়।

কেমন দেখতে ?

এইসব ভেবেই বোধহয় তোমার ঘুম আসছে না ?

মেয়েটাকে কবে দেখাবে গো ?

দেখলে কি খুশি হবে ?

খুশি কি হওয়া যায় ?

তাহলে দেখতে চাইছো কেন ?

আমার বর কেমন পাত্রী পছন্দ করল, সে আমার চেয়ে কত গুণ সুন্দর এসব জানার কৌতূহল হয় না ?

রেমি, ব্যাপারটা খুব সরল অঙ্ক নয়। তুমি বোকা, ঠিক বুঝবেও না। তবে জেনে রেখো, এখনো ধ্রুব চৌধুরী মেয়েবাজ নয়।

তাই কি বলেছি !

তবে অত জেলাস কেন ?

জেলাসি বোধহয় আমার একটু হওয়ার কথা !

কেন হবে ? তুমিও তো অন্য একজনের সঙ্গে বম্বেতে ঘর বাঁধতে যাচ্ছো।

ঘর ভাঙতেই যাচ্ছি। কিন্তু সে তো তোমার জন্যই। আমি কি যেতে চেয়েছি ?

কিন্তু যখন যাচ্ছো তখন সর্বান্তঃকরণেই যাও। পিছুটান রেখো না।

তোমাকেও একটা কথা বলি ?

আবার কী কথা ?

যাকে নিয়ে থাকবে বলে ঠিক করেছো তাকে একটু ভালবেসো, একটু মূল্য দিও। আমার মতো হেলাফেলা কোরো না।

উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। তবে সে তোমার মতো ছিঁচকাঁদুনে নয়। আমি কেমন সে জানে। তাই সে বেশী একসপেকটও করে না।

লিবারেটেড মহিলা নাকি ?

ধরো তাই।

রেমি একটু ভেবে বলে, তোমার সঙ্গে এরকমই কাউকে মানাবে।

ধ্রুব একটু হেসে বলে, তাহলে পাত্রী পছন্দ !

আগে একবার চোখের দেখা দেখি।

ধ্রুব আচমকা কাছে এসে দুহাতে রেমিকে ধরে তুলল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, তুমি আমাকে ভালবাসো আমি জানি। একটা কাজ করতে পারো ? ফর মাই সেক ?

রেমির শরীর এই আকস্মিক স্পর্শে ঝংক'র দিয়ে উঠল। ভিতরে ভিতরে মৃদু বিদ্যুতের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। বিহ্বল হতভম্ব চোখে সে ধ্রুবর মুখের দিকে কিছুক্ষণ বাক্যহারা চেয়ে রইল। তার ভিতরে একটি প্রার্থনা নীরবে মাথা কুটছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরো, ভীষণ জোরে। এত জোরে

www.MurchOna.com

যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাই আমি।

স্খলিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল, কী গো ? তোমার জন্য আমি সব পারি।

আমাকে ডিভোর্স দাও। ক্লিন ডিভোর্স।

তারপর ?

কিছুদিন বাপের বাড়ি গিয়ে থাকো।

তারপর ?

তারপর আমি তোমাকে নিয়ে কোথাও একসঙ্গে থাকব। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নয়।

একটুও না ভেবে রেমি ধ্রুবর বুকের মধ্যে মাথাখানা ক্লান্তভাবে রেখে বলল, যা বলবে করব, যদি তাতে ভাল হয়।

ভালর জন্য নয় রেমি। আমি প্রথা ভাঙতে চাই।

কেন যে তুমি এরকম পাগল !

তুমি বম্বে যেও না রেমি। পারবে না।

কে যেতে চেয়েছে ?

গেলেও তুমি সহ্য করতে পারবে না বেশীদিন। আমি তোমাকে জানি।

রেমি মুখ তুলল। ধ্রুব তার সুন্দর টুলটুলে মুখখানার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর যা সে কদাচিৎ করে তাই করল আজ। খুব নিবিড়ভাবে চুমু খেল রেমিকে। বিছানায় তারা যখন ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল তখন ধ্রুব বলল, আর হুইসকি খেও না।

রেমি বলল, মেয়েটাকে দেখাবে তো ! ঠিক ?

॥ ৫৭ ॥

এরকম বৃষ্টির রূপ এক সময়ে ছেলেবেলায় দেখেছিল চপলা। বহুকাল আর দিগ্‌দিগন্তব্যাপী পাগল হাওয়ায় বয়ে আসা গভীর বিরামহীন বৃষ্টিপাত দেখেনি সে। সারাদিন কেবল জলের শব্দ। উল্টোপাল্টা জলের শব্দ। পুকুর ছাপিয়ে জল ঢেকে ফেলেছে বাগান, উঠোন, বারবাড়ির মাঠ। ব্রহ্মপুত্রের চেহারা দেখে শিউরে উঠতে হয়। সুড়কির রাস্তার প্রায় সমান সমান উঠে এসেছে ব্রহ্মপুত্রের স্রোত, ওপাড়ে শম্ভুগঞ্জে কোনো ডাঙাজমি দেখা যায় না। স্রোত চলেছে দ্রুতগামী রেলগাড়ির মতো, বাগানের গাছপালা অনেকগুলোই শুয়ে পড়েছে প্রবল বৃষ্টির দাপটে। শুধু বারবাড়ির দুটো কদম গাছ ভরে গেছে ন্যাড়ামাথা ফুলে।

সারাদিন যা কিছু ছোঁয়া যায় তাই যেন ভেজা, স্যাঁতা, মিয়োনো। না-শুকোনো ভেজা জামাকাপড়ের সোঁদা গন্ধ আসে বারান্দা থেকে। বাতাসটা পর্যন্ত জলে ভরা। দিন-রাত চারদিক থেকে হাজারো ব্যাঙের ডাক শোনা যায়। এই ডাকটি সহ্য করতে পারে না চপলা। কেমন যেন বুকের মধ্যে খাঁ খাঁ করতে থাকে।

আজকাল চপলার বুকের ভিতরেই যত যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণার কোনো ব্যাখ্যা নেই। কেমন উদাস লাগে, সারাদিন যেন এক ভারহীন শরীরে সে হাঁটে চলে শোয়।

চপলা আজ স্নান করেনি, প্রথম বর্ষার কাঁচা জলে তার ঠাণ্ডা লেগেছে। শরীরে একটু জ্বোরো ভাব। একটু শীত জড়িয়ে আছে হাতে পায়ে। দুপুরে খাওয়ার পর ছেলে মেয়ে নিয়ে মশারির মধ্যে শুয়ে ছিল সে। বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে, চপলার আজকাল খুব সহজে ঘুম আসতে চায় না। এপাশ ওপাশ করে শরীরে ব্যথা হয়ে গেল।

বৃষ্টির তোড়টা কিছু কমেছে। চপলা উঠে বারান্দায় এসে এলোচুলের রাশিতে আঙুল চালিয়ে জট

www.MurchOna.com

ছাড়াতে লাগল। বাতাস কমেছে, বৃষ্টিও অনেক কম। তবে এটা সাময়িক। ঘণ্টা খানেক বাদেই হয়তো আবার এক পরত মেঘ চলে আসবে। বিভীষণ বৃষ্টি নামবে তার পর। কয়েকদিন যাবৎ এরকমই হচ্ছে।

চপলা একটা হাই তুলল, এখানে থাকতে তার যে ভাল লাগছে তা নয়। আজকাল এ বাড়ির চাকর-বাকর আর কৃষ্ণকান্ত ছাড়া কেউই তার সঙ্গে বড় একটা কথা বলে না। কেন বলে না তার কারণটা বড্ড স্পষ্ট। বড্ড নির্লজ্জ।

কিন্তু এরা কি জানে সেই কুমারী বয়স থেকে যে পিপাসা তার বুকের মধ্যে ছিল তা আজও রয়ে গেছে। কনককান্তি সে পিপাসা মেটাতে পারেনি। সে সাধ্যই তার নেই। সেই আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে যৌবনের এই দামাল দিন পার হচ্ছে সে। কিন্তু পার হওয়া কি সোজা?

শচীন কালও এসেছিল। ভারী উদ্‌ভ্রান্ত সে। একটু রোগা হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিতে ক্ষ্যাপামির ভাব। একটা ওলট-পালট কিছু করে ফেলতে চায়। চপলার বয়স শচীনের চেয়ে কম সে উকিলও নয়। তবু অভিজ্ঞতা তার অনেক বেশী। সে জানে, পুরুষের ভালবাসা হল গড়ানে জমি, সেখানে জল দাঁড়ায় না।

তা ছাড়া হুট করে কিছু করলেই তো হল না। পায়ের নিচে শক্ত জমি না থাকলে প্রেম-ট্রেম সব দু'দিনেই ভেসে যাবে। চপলা তাই অনেক করে বুঝিয়েছে কাল শচীনকে, এখুনি কিছু করে বসবেন না, প্লীজ। আর একটু সময় নিন।

কিসের সময়? আমি যে পাগল হয়ে যাবো!

পাগল হতেই তো বারণ করছি।

বারণ করলেই কি হল!

প্লীজ! ওরকম করলে আমি কিন্তু চলে যাবো।

যান না। আমি পিছু নিতে জানি।

সে তো বুঝতে পারছি। পিছু নিলে ষোলো কলা পূর্ণ হবে। কিন্তু আমি সবদিক ভেবেচিন্তে এগোতে চাই। আপনি পাগলামি করবেন না।

শচীনের চেহারায় যে ক্ষ্যাপামির ছাপ পড়েছে সেটা কি প্রেমিক পুরুষের লক্ষণ? ঠিক বুঝতে পারছিল না চপলা, তবে একজন পুরুষ মানুষের ভিতরে যে এতটা ওলট-পালট সম্ভব এটা তার ধারণায় ছিল না। কাল শচীনকে দেখে কেন যেন তার একটু ভয় হল। একটা ঝড় সে তুলেছে কিন্তু সামাল দিতে পারবে তো? পুরুষরা যখন এরকম আমূল উন্মাদ হয়ে ওঠে তখন কি সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়? যদি দেয় তবে চপলা কী করবে?

চপলার শরীর সম্পর্কে শুচিবায়ু কেটে গিয়েছিল কৈশোরেই, যৌন সংসর্গ ঘটেনি ঠিকই, তবে স্পর্শদোষ ঘটেছিল। আজও তেমন শুচিবায়ু নেই। কিন্তু সংস্কার কাজ করে। কনককান্তির প্রতি তার বিরাগ নেই, অনুরাগও নেই। আছে থাক না, এরকম মনোভাব। শচীনের প্রতিও যে সে কোনো বাঁধন-ছেঁড়া আকর্ষণ অনুভব করে তাও নয়। সে শচীনকে অন্যরকমভাবে চেয়েছিল। একজন রূপমুগ্ধ ভক্ত। অঢেল প্রশংসাবাক্য, চাটুকারিতা আর মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে প্রতিদিন বিধৌত করে দেবে তাকে। কিন্তু খুব কাছে আসবে না, অন্তত সে রকম সাহস হবে না। চপলাও দাক্ষিণ্য দেখাবে কি। কখনো-সখনো দু-একটা স্তোক, একটু-আধটু দৃষ্টির প্রসাদ, সামান্য হাসির দাক্ষিণ্য। সেটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। সে ক্ষেত্রে বিশাখার বর হলেও শচীনের সঙ্গে তার নির্দোষ অথচ গোপন একটা ইঙ্গিতময় সম্পর্ক থেকে যেত।

কিন্তু তা হল না। হিসেবে ভুল হয়েছিল চপলার। শচীনকে সে ঠিকমতো জরিপ করে নেয়নি। যতটা নিরীহ, ভীতু আর ঠাণ্ডা মাথার মানুষ বলে মনে হয়েছিল ততটা শচীন নয়। তার ভিতরটা আগ্নেয়গিরির মতো টগবগ করে ফুটছে। চপলা সেই আঁচ টের পাচ্ছে আজকাল। শচীন যদি এতটা

www.MurchOna.com

উন্মত্ত না হত তাহলে তাদের মধ্যে এত তাড়াতাড়ি, এত অল্প সময়ের মধ্যে এরকম অবৈধ প্রণয় ঘটে উঠত না।

এখন চপলা কী করবে তা বুঝতে পারছে না। কিছুতেই বুঝতে পারছে না। চৌকাঠের বাইরে পা বাড়ালেই ফেরার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আর ফিরতে কি কোনোদিন ইচ্ছে করবে না চপলার? সে মেয়েমানুষ। চিরকাল মেয়েমানুষেরা নিরাপদ ঘরের আশ্রয়, পুরুষের ছায়ায় নিরাপত্তা খুঁজে এসেছে। সেও তো ব্যতিক্রম নয়।

বৃষ্টির ইলশেগুঁড়ি ছাট আসছিল, তবু রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল চপলা। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় শরীর শিরশির করছে সূতীর চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নেয় সে। ভেজা রেলিং হাতে ছ্যাঁক করে শীতল শিহরন তোলে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে জলের চাদরে ঢাকা বাগানটা দেখে সে। কিন্তু ভিতরে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না।

চপলা আস্তে আস্তে বারান্দা ধরে এগোলো। আজকাল বিশাখা আলাদা ঘরে থাকে। কৃষ্ণকান্তও আলাদা ঘরে। কৃষ্ণকান্ত আজকাল ধ্যানট্যান করে।

বিশাখার ঘরের ভেজানো দরজার বাইরে চোরের মতো এসে দাঁড়ায় চপলা। মেয়েটা বড় সুন্দরী, কিন্তু সে রকমই সাঙ্ঘাতিক মুখরা আর অহংকারী। শচীনের সঙ্গে চপলার নতুন সম্পর্কটা তৈরি হওয়ার পর থেকে কিন্তু বিশাখার আর সেই তেজ নেই। ওর চোখের কোলে আজকাল প্রায় সবসময়েই জলের দাগ লক্ষ করা যায়। সারাদিন নিজের ঘরেই বসে থাকে। বেশীরভাগ সময়ে দরজা বন্ধ। হয়তো ঘরে বসে কাঁদে, ভাবে। ইদানীং বিশাখাও ভারী রোগা হয়ে গেছে।

চপলা দরজাটা খুব সামান্য ঠেলল। খুলল না। পুরোনো পুরু কাঠের দরজা। সহজে খোলার নয়। খড়খড়ি সামান্য একটু তুলে ভিতরটা দেখতে চেষ্টা করল চপলা।

ঘরটা আধো অন্ধকার। তবে উত্তর দিককার একটা জানালা খোলা। সেটা দিয়ে মেঘলা আকাশের একটু ফ্যাকাসে আলো এসেছে ঘরে।

সেই জানালায় চুপ করে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে বিশাখা। শরীর যেন প্রাণহীন, স্পন্দনহীন, সংজ্ঞাহীন।

চপলা অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। কিন্তু বিশাখা একটুও নড়ল না। এক চুলও না। শুধু এলানো চুল বাতাসে পিঠময় গড়িয়ে যাচ্ছে।

দৃশ্যটা দেখে কয়েকদিন আগে চপলার এক ধরনের হিংস্র আনন্দ হতে পারত। আজ হল না। আজ সামান্য একটু মোচড় দিল বুকের মধ্যে। মেয়েটা অহংকারী, মেয়েটা ঝগড়াটে, সন্দেহ নেই কিন্তু এখন যে ওর এই বোবা একটা ভাব, ওই যে পাথর হয়ে যাওয়ার মতো ভঙ্গি, এটা যেন ওর যথার্থ পাওনা নয়। শচীনের প্রতিশোধ কতটা সাঙ্ঘাতিক হতে পারে এটা বোধ হয় বোকা মেয়েটা আগে বুঝতেও পারেনি।

চপলা হঠাৎ দরজাটা ধরে টানল। বেশ জোরে। পাল্লা দুটো ঝটাং শব্দে খুলে গেল। খুব আস্তে মুখটা ফেরাল বিশাখা। দুটো বড় বড় চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি। কিন্তু বিস্ময় নয়। কেমল শূন্য।

চপলা ঘরে ঢুকে দরজাটা আটকে দিল।

তোর সঙ্গে কথা আছে।

বিশাখা খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে, যেন কষ্টে চিনতে পারল চপলাকে। কিন্তু নড়ল না। ওখান থেকেই বলল, তুমি এখন যাও বড় বউদি, আমার কিছু ভাল লাগছে না।

চপলা কথাটা গায়ে মাখল না। তারও মনের অবস্থা এমন যে, ছোটোখাটো অপমান তার গায়ে লাগে না আজকাল। অনেক সময়ে বুঝতেই পারে না, কোনটা অপমান, কোনটা নয়।

চপলা বিশাখার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। জানালা দিয়ে উত্তরে নদীর প্রলয়ঙ্করী চেহারার দিকে চেয়ে

www.MurchOna.com

থাকে কিছুক্ষণ। বিশাখা যেন বা চপলার ছোঁয়াচ বাঁচাতেই একটু সরে যায়।

চপলা চাপা গলায় বলে, তোর কী হয়েছে ?

কিছু নয়। তুমি যাও।

শোন, তাড়িয়ে দিস না। আমার সত্যিই কথা আছে।

আমি কিছু শুনতে চাই না। বিশাখা মাথা নেড়ে বলল। কিন্তু তার গলায় রাগের ঝাঁঝ নেই। দুটো বড় বড় চোখ হঠাৎ টলটল করে ভরে উঠল জলে।

চপলা খুব দ্রুত চাপা গলায় বলে, আমি না হয় খারাপ। খুব খারাপ। আমার চরিত্র ধরলাম ভীষণ নোংরা।

ও সব বলছ কেন ? বোলো না। পায়ে পড়ি। ও সব থাক।

শোন বিশাখা, শোন।

না। বলে বিশাখা দু হাতে কান চাপা দিয়ে বলে, ও সব শুনতে চাই না।

কেমন একটা মরীয়া আবেগে চপলা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বিশাখার দু হাত চেপে ধরে রুদ্ধ গলায় বলল, শোন, শোনাটা ভীষণ দরকার।

বিশাখার দুচোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল। ঠোঁট কাঁপছে। তারপরই হঠাৎ শব্দ করে কেঁদে ওঠে সে। মাথা নেড়ে বলে, কেন এরকম করলে বউদি ? কেন এরকম হয়ে গেলে ? কৃষ্ণ যে তোমাকে মায়ের মতো ভালবাসে !

এ কথায় চপলা কেমন যেন বিকল হয়ে যায়। কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ তার দেওর। ছোটো, এখনো অবুঝ। এই বালক দেওরটিকে কেন যে সে এত ভালবাসে। শুধু ভালবাসা নয়, কৃষ্ণর মধ্যে এক অদ্ভুত সম্মোহনকারী আকর্ষণ আছে। মনে হয় একদিন হেলেটা মস্ত কিছু হয়ে উঠবে। তাই ভালবাসার সঙ্গে কৃষ্ণর প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাবও আছে চপলার। কিন্তু কৃষ্ণর কথাটা হঠাৎ বিশাখা কেন তুলল তা সে বুঝল না।

চপলা বিশাখার হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে বলে, শচীনকে তো তুই দু চোখে দেখতে পারিস না।

বিশাখা দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। জবাব দিল না।

চপলা ফের জিজ্ঞেস করল, তাহলে তোর এই অবস্থা কেন ?

বিশাখা জবাব দিল না এ কথারও।

চপলা বলল, আমি খারাপ তো বলছিই। আমার খারাপ হওয়ার কারণ আছে। তুই বুঝবি না। নিজের দোষ আমি ঢাকতেও চাই না। কিন্তু আমি জানতে চাই, তোর কী হল ? তুই কেন এরকম করছিস ?

জবাব দেওয়ার মতো অবস্থা বিশাখার নয়। সে দৌড়ে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। তার পর কান্নার বাঁধ ভেঙে দিল।

অনেকক্ষণ চুপ করে দৃশ্যটা দেখল চপলা। কিন্তু আর বিশাখার কাছে যাওয়ার উৎসাহ বোধ করল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিল সে।

ধীরে ধীরে কিন্তু মোটামুটি দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে সে হেমকান্তর ঘরের সামনে এল।

হেমকান্তর দিবানিদ্রা নেই বড় একটা। ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে রবীন্দ্রনাথের একখানা বই পড়ছেন।

চপলা ডাকল, বাবা।

হেমকান্ত কিছু বিস্মিত চোখ তুলে বললেন, বলো।

আমি কাল কলকাতা যেতে চাই। ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন ?

হেমকান্ত নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, কালই যেতে চাও ? কিন্তু দিনটা দেখতে হবে।

www.MurchOna.com

পুরুতমশাইকে খবর পাঠিয়ে পাঁজিটা দেখতে বলে দাও তো।

পাঁজি দেখতে হবে না বাবা। কাল দিন শুভ। আমি জানি।

দেখেছো ?

দেখেছি। আপনি শুধু একজন কাউকে সঙ্গী দিলেই হবে।

তার আর ভাবনা কি ? খাজাঞ্জিমশাই যেতে পারবেন।

ভাল। আর একটা কথা বাবা, আমি যে কাল যাচ্ছি সেটা যেন গোপন থাকে।

কেন বলো তো !

কথাটার জবাব চপলা ভেবে আসেনি। হেমকান্ত এরকম প্রশ্ন করবেন বলে আশাও করেনি। সে তাই কথাটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বলল, আপনার ছেলেকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলে ভাল হয়। স্টেশনে থাকতে পারবে।

সে তো ঠিক কথা। দেওয়া যাবে। তুমি গিয়ে গোছগাছ করো।

চপলা ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ফিরে আসে। বুকটা কেমন করছে। বুকটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে একটা পাষাণভারে।

ছেলে মেয়ে দুজন একে একে ঘুম থেকে উঠল। তাদের যান্ত্রিকভাবে সাজিয়ে দিল চপলা। খাইয়ে খেলতে পাঠাল ছাদের ঘরে। বিকেল পেরিয়ে সন্ধে হল।

চপলা এ সময়ে একবার কাছারির দিকে উঁকিঝুঁকি দেয় রোজ। আজ দিল না। শচীনের জন্য জলখাবার পাঠানো আজকাল তারই কাজ। কিন্তু সে উঠল না। দাসীরা যা ভাল বুঝবে সাজিয়ে দেবে।

অন্ধকার ঘরে সেজ জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে একজন চাকর। বাতিটা কমিয়ে মশার শব্দের মধ্যে চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকে চপলা। বাইরে বৃষ্টির জোর বাড়ছে। বাদলা বাতাস হঠাৎ ঘরে ঢুকে চারদিকের জিনিসপত্রে একটা শব্দ তুলে চলে গেল। সেজবাতি লাফিয়ে চিমনিতে কালি ফেলতে লাগল। দরজা বন্ধ করতে উঠল না চপলা।

সন্ধে পার হওয়ার মুখেই বোধ হয় আচমকা দরজায় শচীনের লম্বা ফর্সা চেহারাখানা দেখে একটু চমকে উঠেছিল চপলা।

এত সাহস শচীন কোনোদিন করেনি। তাদের দেখা হয় নিচের তলায় পিছন দিককার একটা ঘরে। দোতলা অন্দরমহল। এখানে যার-তার উঠে আসবার অধিকার নেই

চপলা বুঝল, শচীন এখন সত্যিই পাগল।

শচীন জিজ্ঞেস করল, আজ দেখা নেই কেন ? এতক্ষণ নিচে অপেক্ষা করলাম।

আজ আমার শরীর ভাল নেই।

কী হয়েছে ?

জ্বর।

জ্বর ! তাতে কী ? একটা খবরও তো পাঠানো যেত।

আমার জ্বর তাতে আপনাকে খবর দেবো কেন ? আপনি তো ডাক্তার নন। উকিল।

ওটা আবার কেমন কথা চপলা ? বলে শচীন ঘরে ঢুকল। দু পা এগিয়ে এসে বলল, আজ কি মুড ভাল নেই ?

চপলা শচীনের দিকে চেয়ে বলল, আপনার সত্যিই মাথার ঠিক নেই।

কেন বলো তো !

দোতলায় উঠে এসেছেন ! লোকে কী ভাববে ?

ভাবুক না। ভাবুক, বলুক। আমার কিছু যায় আসে না।

যায় আসে না কেন ?

www.MurchOna.com

আমি যে পাগল ! তুমিই বলেছো ।

॥ ৫৮ ॥

দিন কয়েক মাথার সত্যিই ঠিক ছিল না রেমির । তার সামান্য মাথা কতই বা বইতে পারে ? কিন্তু সেই কয়েকটা দিন ধ্রুব ছিল অস্বাভাবিক রকমের স্বাভাবিক । এক ফোঁটা মদ খায়নি । অফিসে যায়নি । বলতে গেলে সারাক্ষণই বাড়িতে থেকেছে । পিছন দিকে সামান্য একটু জমি আছে । সেখানে কোনোকালে ফুলগাছ লাগানো হত । আজকাল হয় না । ধ্রুব হঠাৎ সেই পতিত জমি উদ্ধারে মন দিল কয়েকদিন । মাটি খুঁড়ে সার দিয়ে কয়েকটা গাছ লাগাল ।

আর রেমি তখন ঘর-বন্দী হয়ে কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো চুপ করে বসে থাকে । কী ভাবে তা সে নিজেও ভাল বুঝতে পারে না । কোনো বিষয়ে আগাগোড়া কিছুই চিন্তা করতে পারে না সে । কখনো এটা নিয়ে এক টুকরো ভাবে, কখনো আর একটা নিয়ে আর এক টুকরো ভাবে । মাথার ভিতর দিয়ে খণ্ড মেঘের মতো চিন্তা ভেসে যায় । কোনোটাই থামে না, আকাশ ভরে ওঠে না, ঘটে না বৃষ্টিপাত । ধ্রুবর প্রেমিকার কথা ভাবে একটু, তক্ষুনি রাজার মুখ মনে পড়ে যায়, কৃষ্ণকান্তর জন্য ভাবনা হতে থাকে হঠাৎ, তারপর না হওয়া একটা বাচ্চার অদ্ভুত কান্নার শব্দ কানে আসে তার । সমীর ! হ্যাঁ, সমীরকেও তার মনে পড়ে । জলঢাকা যাওয়ার পথে সমীরের সেই তার কাছে আত্মবিসর্জন ! সবচেয়ে বেশী, সবচেয়ে গভীরভাবে সে যার কথা ভাবে তার মতো শত্রু তার দ্বিতীয় নেই । ধ্রুব !

ধ্রুব তাকে লক্ষ করে, কিন্তু বেশী কথা বলে না । একটু গম্ভীর দেখায় ওকে আজকাল । কিন্তু খুব লক্ষ করে তাকে । বিয়ের পর এতকালের মধ্যে এমন করে রেমিকে লক্ষ করেনি সে আগে ।

কিন্তু ধ্রুবর সেই চোখের ভিতরে কী আছে তা টের পায় না রেমি । ভিতরে ভিতরে একটা বাঁধ কেটে যাচ্ছে তার । যে আবেগটা ধ্রুব নামে এক সীমানায় আবদ্ধ ছিল এতকাল তা আর নেই । ধ্রুবর প্রেমিকা আছে । তারও আছে রাজা । তারা তো এখন আর শুধু পরস্পরের নয় । কোথায় কী করে যেন একে অন্যের দাবি একটু করে হারিয়ে ফেলেছে ।

কিন্তু রাগ করে না রেমি । অভিমানও হয় না । শুধু অসহায় এক কান্না ভিতর থেকে উঠে এসে তাকে ওলটপালট করে দিয়ে যায় ।

বেসিনে মাটিমাখা হাত ধুতে ধুতে একদিন বাথরুম থেকেই ধ্রুব মুখ ফিরিয়ে তার কান্না দেখছিল । দেখতে দেখতে হঠাৎ বলল, তুমি কিন্তু একটু কেমন হয়ে যাচ্ছো । আনব্যালানসড । বুঝলে !

রেমি জবাব দিল না ।

ধ্রুব এসে ভেজা হাতখানা তার কপালে রেখে বলল, এমন কিছু ঘটনা তো ঘটেনি ।

ঘটেনি ! রেমি কান্নার মধ্যেও অবাক না হয়ে পারে না ।

ধ্রুব উদাস গলায় বলে, আমরা তো সবাই একদিন মুছে যাবো । আমরা যা সব করেছি তার চিহ্নও থাকবে না কোথাও । বুঝলে ! অনুতাপ শোক এইসব কত কী করে মানুষ অযথা আয়ুর খানিকটা সময় বইয়ে দেয় । ওঠো, বী এ স্পোর্টসম্যান ।

রেমি বেশ আশ্চর্য একথা শুনে উঠল । চোখের জলও মুছল । কাঁদতে কাঁদতে হিক্কা উঠে গিয়েছিল তার । সেটা বন্ধ হল না । ধ্রুবর দিকে চেয়ে বলল, তাকে আনো ।

কাকে ?

তাকে ! আমি দেখব ।

www.MurchOna.com

ধ্রুবর কোথাও হাসি ছিল না। চোখে না, ঠোঁটে না। রেমিকে একজন ডাক্তারের মতো চোখে দেখল কিছুক্ষণ। রোগটা ধরার চেষ্টা করল যেন। তারপর বলল, একদম পেগলে যাচ্ছো। আজকাল শ্বশুরের পদসেবা-টেবা করতেও ভুলে গেছ বোধহয়।

আমি ওঁর পদসেবা করি না তো। উনি ওরকম নন।

আহা। করলেও তো পারো।

কেন ?

একটা কাজ নিয়ে থাকা ভাল। যেরকম অবস্থা করেছো তাতে এখন তোমাকে একপলক দেখেই সবাই টের পেয়ে যাবে যে, এই কচি মেয়েটার কিছু একটা হয়েছে। তোমার শ্বশুরমশাইও সেটা টের পাচ্ছেন। উনি মোর দ্যান অ্যাভারেজ বুদ্ধিমান। পদসেবাটেবা করে সেটা কাটিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমতীর কাজ হবে।

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ওঁকে নিয়ে তোমার কি আজকাল খুব ভাবনা হয় ?

ধ্রুব একথার জবাব না দিয়ে বলল, তোমাকে নিয়েই ভাবনা হচ্ছে। কেঁদেকেটে মুখখানা করেছো রাবণের মা। এত কান্নার কী আছে ? কত মেয়ে ডিভোর্স করে আবার বিয়ে করছে।

আমি কি তাদের দলে ?

দল আবার কী ! তারাই কি খুব খারাপ মেয়ে ? যার সঙ্গে যার বনে না তার সঙ্গে ঘাম আর ডাকটিকিটের মতো সেঁটে থাকার দরকার কী ? না বনলে ছেড়ে দেওয়াই তো ভাল।

ছাড়ছিই তো।

ছাড়ছো, কিন্তু এমন একটা সীন করছো যে সবাই ভাবছে এই ছাড়ার পিছনে তোমার কোনো দায় নেই। যত দায় আমার।

রেমির চোখ ভরে জল এল ফের। সে কথা বলতে পারল না। কোনোরকমে আঁচলে চোখ ঢেকে বলল, তুমি এখন যাও।

ধ্রুব চলে গেল।

রেমি তার কান্না শেষ করল অনেকক্ষণ বাদে। তারপর ভাবতে বসল। শ্বশুরমশাই কিছু টের পাচ্ছেন সত্যি ? পাওয়ারই কথা। সে আজকাল দোতলার ঘরে থাকে না। থাকে ধ্রুবর সঙ্গে একই ঘরে। গত কয়েকদিন এরকমই আছে সে। কিন্তু অদ্ভুত থাকা। পাশাপাশি দুজনে শোয়, একই বিছানায়। মাঝখানে একটু নো-ম্যানস-ল্যান্ড ফাঁকা পড়ে থাকে। কেউ সেটুকু ডিঙোয় না। আসন্ন বিচ্ছেদের সূচনা হবে। সেই বিচ্ছেদের কিছু আগাম চিহ্ন রেমির মুখচোখে গভীরভাবে পড়েছে। শ্বশুরমশাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। সবই লক্ষ করছেন। কিন্তু কখনোই কিছু আগ বাড়িয়ে বলতে আসেন না। কৃষ্ণকান্তর স্ট্র্যাটেজি অন্যরকম। কখন কত অ্যাকশন নিতে হবে, কখন অপেক্ষা করতে হবে তিনি তা চমৎকার বোঝেন। রেমিকে তিনি যথেষ্ট এই সুযোগটা দিয়েছেন। সম্ভবত এখনো দিচ্ছেন। রেমি আজকাল শ্বশুরের দেখাশুনো ঠিকমতো করে না। ওপরে যায় খুব কম। উনি হয়তো অপেক্ষা করছেন। সব টের পেয়েও নিজে থেকে কিছু করেন না।

রেমি আজ ওপরে এল। পড়ন্ত বেলায়। কৃষ্ণকান্ত বাড়ি নেই। কখন বেরিয়েছেন তা খোঁজ নিয়ে জেনে রেমি বুঝতে পারল, উনি দুপুরে খাননি। আজকাল নাকি প্রায়দিনই দুপুরে খান না। পারটির কী সব জরুরী মিটিং চলছে।

অনেকদিন লতুর সঙ্গে দেখাই হয় না। কোনোকালে ননদের সঙ্গে ভাব ছিল না রেমির। ঝগড়াও নেই। সহজ একটা ঈর্ষাহীন, ভালবাসাহীন সম্পর্ক ছিল মাত্র। লতু আজকাল খুব পারটি করে। প্রায়ই বাড়ি থাকে না। আজও নেই।

বাড়ি ফাঁকা। রেমি দোতলার সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিল।

দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক রেমি হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠল। গলির মধ্যে আজকাল কয়েকটা

www.MurchOna.com

দোকান হয়েছে। বাড়ির ফটকের উল্টোদিকেই একটা পানের দোকান। এতদিন লক্ষ করেনি রেমি। দেখতে পেল সেই দোকানের সামনে রাজা দাঁড়িয়ে আছে। উদভ্রান্ত চেহারা। উর্ধ্বমুখ হয়ে তাকে অবাক চোখে দেখছে।

চোখে চোখ পড়তেই হাত তুলে রেমিকে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করে কোথায় যেন চলে গেল খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে।

রেমি বিবশ হয়ে গেল। রাজা কি প্রায়ই ওখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকে আজকাল! তাকে দেখার জন্য? সে কখনো টের পায়নি তো আগে!

একটা শিহরন আর ভয় খেলা করে গেল রেমির শরীরে। তাকে যে এমনভাবে কেউ কামনা করে, এত পাগলের মতো তাকে চায় এটা ভাবলেই শিউরে ওঠে গা। কিন্তু পাগলটা এত বিপজ্জনকভাবে যদি রোজ এসে হানা দেয় তাহলে ধরা পড়ে যাবে। এ বাড়িতে আসতে বাধা নেই রাজার। অনায়াসেই আসতে পারে। সেটা দৃষ্টিকটুও হবে না। কিন্তু ওই পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকাটাই অস্বাভাবিক। ও কেন করে ওরকম?

রেমি হঠাৎ শুনতে পেল ফোন বাজছে। ফোন তার ধরার কথা নয়। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল, ফোনটা হয়তো রাজাই করছে।

সে ঘরে এসে ফোন তুলে নিল কানে, কে বলছেন?

রেমি, আমি রাজা।

আন্দাজ করেছিলাম। কী ব্যাপার বলো তো! ওরকমভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?

সাধে কি আর ওভাবে দাঁড়াতে হয়। তোমার শ্বশুর আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছে। বাড়িতে ঢুকলে খুন করবে।

বলো কী? কেন, তুমি কী করেছো?

যা করেছি তা তো তুমি জানোই। তোমার সঙ্গে মেলামেশা।

সেটা তো উনিই করতে বলেছিলেন।

হ্যাঁ, কিন্তু উনিই আবার আইন পালটেছেন। উনি যখন যেভাবে নাচাবেন আমাদের তেমনি নাচতে হবে।

রেমি খুব ক্লান্তি বোধ করে বলল, ওঁর ছেলেও তো আমার সঙ্গে ডিভোর্স চাইছে। তুমি কথাটা ওঁকে বলেছো?

না। ওসব বলে লাভ নেই। উনি কানে তুলবেন না। মানুষটা ওর কাছে বড় কথা নয়। বড় হচ্ছে ফ্যামিলি। কুট্টিদা তোমাকে ছাড়লেও উনি তোমাকে ও বাড়ি থেকে বেরোতে দেবেন না। দরকার হলে খুন করবেন, তবু বাড়ির বউকে অন্য পুরুষের ঘর করতে দেবেন না।

রেমি একটু দ্বিধায় পড়ে বলল, ঠিক তা নয় রাজা। তোমার কুট্টিদা আমাকে তাড়ালেও উনি আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। এমন কি, সব বিষয়সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিতেও চেয়েছিলেন।

ওসব বিশ্বাস কোরো না রেমি। পালাও।

পালাবো?

পারলে এক্ষুনি। যদি বাঁচতে চাও।

তুমিই তো বলছ উনি খুন করবেন।

আমাদের রিস্ক নিতে হবে।

আমি যে কোনো রিস্ক নিতে পারি রাজা। মরতে আমার একটুও ভয় নেই। কিন্তু তোমাকে বিপদে ফেলতে ইচ্ছে করে না।

আমার বিপদ তোমাকে না পেলে। তোমাকে না পেলে আমি মরে যাবো।

রেমি একটু ম্লান হাসল। ঠোঁট কামড়ে বলল, সে তো বুঝতেই পারছি। নইলে বোকার মতো

www.MurchOna.com

পালের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকতে না।

গত চারদিন ধরে রোজ ঘণ্টা চারেক এই গলিতে ঘোরাঘুরি করি।

কেউ দেখে ফেলেনি তো!

না। গলির মোড়ে লাল বাড়িটায় আমার এক বন্ধু থাকে। দরকার হলে তার ঘরে ঢুকে পড়ি।

বন্ধু কি সব জানে?

না জানলেও আন্দাজ করছে। আমার মুভমেণ্টটা তো যথেষ্ট সন্দেহজনক।

কেন অমন করছো রাজা? আমি এমন কিছু দুর্লভ তো নই।

এখন ভীষণ দুর্লভ। আর তুমি যত দুর্লভ হবে আমি তত পাগল হবো।

প্লীজ, পাগল হয়ো না। তুমি যদি বাড়িতে ঢুকতে সাহস না পাও তাহলে আমিই বেরোবো। দেখা করব তোমার সঙ্গে।

পারবে?

রেমি হাসে, পারব না কেন? কেউ তো আমাকে আটকাচ্ছে না।

কুট্টিদা বাড়িতে নেই?

আছে। থাকলেই কী?

ওর সামনে দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে?

ওমা! কী বলে রে পাগল! ও তো আমি গেলেই বাঁচে।

এখন আসতে পারবে রেমি?

পারব।

আমি মোড়ে অপেক্ষা করি তাহলে?

না। তুমি ট্রাম ডিপোর কাছে গীর্জার গলির মুখটায় থাকো। আসছি।

উঃ, বাঁচালে, তোমাকে না দেখে একদম থাকতে পারছি না।

আমিও না।

ফোনটা রেখেই রেমি বুঝতে পারল তার শেষ কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং বানিয়ে বলা। রাজাকে না দেখে তার বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেছে। কিন্তু সে বিন্দুমাত্র বিরহ বোধ করেনি।

রেমি নিচের ঘরে এসে দেখল, ধ্রুব নেই। ওয়ার্ডরোব খুলে রেমি শাড়ি ব্লাউজ বের করে পরতে লাগল। সামান্য প্রসাধন মাখল মুখে। চুল আঁচড়াল। যখন চটিজোড়া খুঁজছে তখন দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢোকে ধ্রুব।

ঢুকেই বলে, বেরোচ্ছো! বাঃ! এই তো উন্নতি দেখা যাচ্ছে।

রেমি জবাব দিল না। চটি পরল।

ধ্রুব তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, ওই গাড়লটাকে বোলো ওভাবে এ গলিতে ঘুরঘুর না করতে। কেষ্ট চৌধুরীর চোখ তো মোটে এক জোড়া নয়।

রেমি থমকায়। তারপর বলে, তুমি তাহলে জানো?

শুধু আমি কেন, জগাদা হরিদা থেকে শুরু করে ঠিকে ঝি পর্যন্ত জানে।

জানে?

পানওলাটা কেষ্ট চৌধুরীর একজন ক্যাডার আর ক্যাডার বলেই ইল্লিগাল কনস্ট্রাকশন করে দোকানঘরটা খুলতে পেরেছে। গাড়লটা যা ভাবছে তা নয়।

রেমি যদিও নার্ভাস বোধ করছিল তবু বলল, বেশ তো, জেনে এখন কী করবে?

তা আমি কী জানি! তোমার শ্বশুর জানে। তাকে জিজ্ঞেস কোরো।

আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

হ্যাঁ। গীর্জার গলির মুখে ও দাঁড়িয়ে আছে। যাও।

www.MurchOna.com

তুমি আমাদের কথা শুনেছো ?

সে আর শক্ত কথা কী ? নিচের হলঘরে একসটেনশন ধরে যে কেউ শুনতে পারে । ইন ফ্যাকট আমি না শুনলেও জগাদা শুনত । সে তোমাকে নজরে রাখছে ।

রেমি অবাক হল না । এ তো সে জানেই । ঘেন্নায় মুখটা একটু কুঁচকে বলল, তোমরা কী বলো তো !

খারাপ । খুব খারাপ । এর পরও শ্বশুরকে তোমার ঘেন্না হয় না ?

রেমি জবাব দিল না । মুখ ফিরিয়ে বেরিয়ে এল ।

পিছন থেকে ধ্রুব বলল, রেমি, এই বাড়ি থেকে যাতে কেউ তোমার পিছু না নেয় সে জন্য আমি চেষ্টা করেছি । জগাদাকে অন্য একটা কাজে লাগিয়ে রেখেছি । তবু যদি নেয় তবে একটু কাটিয়ে দিও ।

পিছু নেবে ? রেমি একটু থেমে যায় ।

ঠিক পিছু নেওয়ার কথা নয় । কার সঙ্গে মিট করছো সেটা দেখে চলে আসবে । কিন্তু আমার মনে হয় সেটাও উচিত নয় । তুমি বরং একটু ঘুরে-টুরে কালিঘাট পার্ক হয়ে তারপর গীর্জার দিকে যাও ।

রেমি মাথা নেড়ে বলল, পারব না । আমি তো চুরি করছি না । যে খুশি পিছু নিক, দেখুক ।

ভয়টা তোমার নয় । রাজার । কেষ্ট চৌধুরী তোমাকে কিছু বলবে না, কিন্তু ওর পিছনে লোক লাগাবে ।

রেমি পুরোটা শুনতে দাঁড়াল না । বেরিয়ে এল ।

গীর্জার গলির মুখে রাজা দাঁড়িয়ে ছিল । রেমিকে দেখেই তার মরা চোখ ধক করে জ্বলে উঠল ।

এই ! তুমি কেমন আছো ?

রেমি একটু হাসবার চেষ্টা করল । মাথা নেড়ে লাজুক ভঙ্গিতে বলল, ভাল । তুমি ?

আমি ভাল নেই রেমি । দিনরাত হাঁ করে তোমার কথা ভাবছি ।

অত ভাবার কী ?

তুমি বোধহয় আমার কথা ভাবো না ?

ভাবি । কিন্তু তোমার মতো পাগল তো নই । একটা ট্যাকসি ধরো ।

কোথায় যাবে ?

যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো । এখানে নয় । চলো ।

ট্যাকসিতে উঠেই একটু অসভ্যতা শুরু করেছিল রাজা । হাত চেপে ধরল, বার দুই চুমু খাওয়ার চেষ্টা করল । ওর গা জ্বোরো রুগীর মতো গরম, চোখ জ্বলজ্বলে । একটা ক্ষ্যাপামি খুব ভাল রকম পেয়ে বসেছে রাজাকে । কিন্তু রেমির শালীনতা বোধ অন্যরকম । ট্যাকসিতে কি চুমু খাওয়া যায় ! বিশেষত অচেনা ট্যাকসিওলা একজন পুরুষমানুষ, এবং তার সামনে একটা আয়নাও রয়েছে, যা দিয়ে সে প্যাসেনজারদের ভালরকম জরিপ করে ।

কী হচ্ছে রাজা ?

কতকাল পরে তোমাকে এত কাছে পেয়েছি রেমি ।

চিরকালের মতোই তো পাবে । ট্যাকসিতে এসব নয় ।

চলো তাহলে আমার ফ্ল্যাটে ।

সেখানে কী ?

আমি তোমার সবটুকু চাই । আজই । এক্ষুনি ।

রেমি দাঁতে ঠোঁট কামড়াল । ক্ষতি কী ? তার কোনো শারীরিক কামনা নেই এখন । কোনো ভালবাসার আবেগও কাজ করছে না । তবু ক্ষতি কী ? ধ্রুব চৌধুরিরও জানা উচিত যে তার

www.MurchOna.com

সতীলক্ষ্মী বউ আর সেরকম নেই। নষ্ট হয়েছে।

রেমি বলল, ঠিক আছে। আমি একটা টেলিফোন করব তার আগে।

টেলিফোন কেন ?

দরকার আছে। প্রশ্ন কোরো না।

ট্যাকসি এক জায়গায় দাঁড় করায় রাজা।

রেমি নামতে নামতে বলে, তুমি এসো না, প্লীজ। আমি একা কথা বলব।

রাজা নড়ল না, কিন্তু সন্দিহান চোখে চেয়ে রইল।

রেমি ওষুধের দোকানে ঢুকে ফোন করল।

ধ্রুব চৌধুরি আছেন ?

ওপাশ থেকে জগা বলে, আপনি কে ?

জগাদা, তোমার দাদাবাবুকে ডেকে দাও। আমি রেমি।

কথা বলতে বলতেই ধ্রুব ফোন হাতে নেয়, বলো রেমি।

আমি রাজার ফ্ল্যাটে যাচ্ছি।

ও। তাতে কী ?

বুঝতে পারছ না ?

পারছি তো। তুমি ওর ফ্ল্যাটে যাচ্ছো। তারপর ?

তারপর কী হতে পারে অনুমান করো।

কী হবে ?

অনেক কিছু। যা যা হওয়া সম্ভব।

ও। তা এটা জানাতে আমাকে টেলিফোন কেন ?

বাঃ, তোমাকে জানাব না ?

কেন, আমি তো বাধা দিইনি কখনো।

তবে বলছ না কেন—গো অ্যাহেড ?

তুমি কিন্তু চেঁচাচ্ছো রেমি। কোনো পাবলিক প্লেস থেকে কথা বলছ না তো ? তাহলে সবাই কিন্তু শুনছে।

রেমি সচেতন হয়ে দেখে, বাস্তবিকই দোকানদার আর খদ্দেররা তার দিকে চেয়ে আছে। একটু লজ্জা পেয়ে সে গলা নামিয়ে বলে, তুমি তাহলে অনুমতি দিচ্ছো ?

অনেকদিন আগেই দিয়েছি।

শ্বশুরমশাই শুনলে কী বলবেন ?

সেটা তিনিই জানেন। কিন্তু তুমি অত অনুমতির ধার ধারছো কেন ? এসব কি মেয়েরা স্বামী আর শ্বশুরকে জানিয়ে করে ?

আমি জানালাম। আমি তো ভয় পাই না, তাই জানালাম।

ভয়ের কী ? গো অ্যাহেড।

রেমি ফোনটা রেখে দিল।

তার আশা ছিল, রাজার ফ্ল্যাটে যাচ্ছে এ খবরটা জানিয়ে রাখলে সেখানে হয় ধ্রুব গিয়ে হাজির হবে, না হয় অন্তত জগাকে পাঠাবে। একটা কিছু হবেই। হবেই।

কিন্তু রাজার ফ্ল্যাটে কেউ বাধা দিতে আসেনি। কেউ না।

www.MurchOna.com

॥ ৫৯ ॥

চপলা খুব ধীরে ধীরে নলিনীকান্তর পুরোনো, পরিত্যক্ত ঘরখানার দিকে এগিয়ে গেল। প্রায় পা টিপে টিপে। আজকাল কৃষ্ণকান্ত এই ঘরে থাকে। স্বেচ্ছা নির্বাসনের মতোই। সে কদাচিৎ ভিতর বাড়িতে যায়। বলাই বাহুল্য, এই ঘরখানাকে বাড়ির অন্য সবাই ভয় পায়। কারণ এ ঘরের বাসিন্দা নলিনীকান্তর অপঘাতে মৃত্যু ঘটেছিল। হর কমপাউনডার থেকে শুরু করে অনেকেই নলিনীর ভূতকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। কিন্তু কৃষ্ণর কেন ভূতের ভয় নেই? সব বাচ্চাদের থাকে, কৃষ্ণরই কেন নেই তা বুঝতে পারে না চপলা। এই কিশোর দেওরটি ক্রমেই নিজেকে একটা কুয়াশা দিয়ে ঢেকে ফেলছে যেন।

চপলা ভেজানো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একটু দ্বিধা করল। ভিতরে ঢুকতে কেমন কেমন লাগছে। আজকাল কৃষ্ণ নাকি ধ্যান করে, মৌন পালন করে, স্ত্রীলোকের মুখের দিকে সহজে তাকাতে চায় না।

কিন্তু চপলা ওর সঙ্গে আজ একটু কথা না বলে পারবে না। আস্তে দরজাটা ঠেলল সে। ভেজানো দরজা ফাঁক করে দেখল, কৃষ্ণকান্ত টেবিলে বাতির আলোয় লেখাপড়া করছে। প্রাইভেট টিউটর পড়িয়ে চলে গেছে। এখন সে একা।

চপলাকে দেখে কৃষ্ণকান্ত একটু হাসল। বলল, এসো বউদি।

চপলা ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বলে, কী রে হনুমান, কদিন হল বউদির খোঁজ নিস না যে বড়!

কৃষ্ণকান্ত ভারী লাজুক একটু হাসল। কী সুন্দর যে দেখাল ওকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে চপলা।

কৃষ্ণকান্ত বলল, খবর নিই না কে বলল? আমি রোজ তোমার কথা ভাবি।

থাক আর বানিয়ে বানিয়ে বলতে হবে না। এ ঘরে বসে তুই দিনরাত কী করিস বল তো!

এই পড়াশুনো করি।

সবাই বলে তুই নাকি ব্রহ্মচর্য করছিস। মেয়েদের দিকে তাকাস না।

ঠিক তা নয়। কৃষ্ণকান্ত লজ্জা পেয়ে বলে।

তোকে আমি খুব ভাল চিনি, বুঝলি হনুমান। ব্রহ্মচর্য করছিস তো কী? তা বলে আমার মুখও দেখবি না নাকি?

তাই বলেছি! আজকাল অনেক কাজ পড়েছে বউদি। ভোরবেলা সংস্কৃত পড়ি। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা শিখি, ব্যায়াম করি, ধ্যান করি।

তুই এতসব করছিস কেন বল তো! স্বদেশী হবি নাকি সত্যিই?

এমনিই, স্বদেশীরা ছাড়া বুঝি এসব কেউ করে না?

কী জানি বাপু তোর এই বয়সে এসব লক্ষণ আমার মোটেই ভাল লাগে না।

এই বলে চেয়ারের পাশে চৌকির বিছানায় বসল চপলা। তারপর ডান হাতখানা বাড়িয়ে রূপবান দেওরটির মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে তার চোখে জল এল।

বউদির হাতের স্পর্শটি খুব স্বস্তিকর বোধ হচ্ছিল না কৃষ্ণকান্তর। বাস্তবিকই সে মেয়েদের সংস্পর্শ সম্পূর্ণ বাঁচিয়ে চলছে আজকাল। মেয়েদের কথা সে ভাবে না, তাদের দিকে তাকায় না, স্পর্শ গোমাংসের মতো পরিহার করে চলে। কিন্তু বউদিকে সে কিছু বলতে পারে না। বউদি তাকে বড় বেশী ভালবাসে। সে শুধু কাঠ হয়ে রইল।

চপলা আঁচলে চোখ মুছে বলে, কাল চলে যাচ্ছি।

কৃষ্ণকান্ত অবাক হয়ে বলে, কোথায় যাচ্ছো?

www.MurchOna.com

কলকাতা।

কেন, এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা তো ছিল না তোমার!

যাচ্ছি। আর ভাল লাগছে না রে।

কেন ভাল লাগছে না?

এ বাড়ির কেউই আমাকে পছন্দ করে না।

যাঃ, কী যে বলো।

তুই সব কথা জানিস না। আজকাল তো ভিতর-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই তোর।

আমি তো তোমাকে খুব পছন্দ করি।

তার তো নমুনা দেখতেই পাচ্ছি। দিনে একবারও খোঁজ করিস না বউদিটা বেঁচে আছে না মরে গেছে।

আমি তোমার খবর নিই। রোজ নিই। বিশ্বাস করো।

আচ্ছা করলাম।

তবে যাচ্ছ কেন, কে তোমাকে পছন্দ করে না?

চপলা খুব অন্যমনা হয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল, জবাব দিল না। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ বলল, তুই এত ঘর থাকতে এই ঘরটা বেছে নিলি কেন বল তো: এই ঘরটা তোর কি খুব ভাল লাগে?

কৃষ্ণকান্ত মৃদু হেসে কুণ্ঠিত গলায় বলে, এ ঘরটা একটু অন্যরকম বউদি।

কীরকম?

অন্য সব ঘরের মতো নয়।

কিন্তু ঘরটা তো একদম বিচ্ছিরি। দেয়ালে নোনা ধরেছে, জানালার পাল্লা ভাঙা, চৌকিটা নড়বড়ে। লোকে বলে এ ঘরে ভূতও আছে।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলে, দূর! সব বাজে কথা।

তুই কখনো ভূত দেখিস না?

না তো?

একা থাকতে তোর ভয় করে না?

না। একা তো থাকি না।

তাই নাকি? তোর সঙ্গে কে থাকে তবে?

কাকা।

কাকা! কাকা আবার কে রে?

আর শশীদা।

চপলা অবাক হয়ে দেওরের দিকে চেয়ে বলে, কী সব বলছিস! তোদের সেই শশীদা তো এখন জেলখানায়, তার ফাঁসি হবে। আর কাকা, কে বল তো! নলিনীকান্ত?

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলে, আমি কাকার ভয়েস শুনতে পাই।

ওর্মা!

সত্যি বউদি। যখন ভয়-ভয় করে, মাঝরাতে যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, তখন কাকার গলা কানে আসে।

চপলা শিউরে উঠে দেওরের হাত চেপে ধরে বলে, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কৃষ্ণকান্ত কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, সত্যি শুনি বউদি। বিশ্বাস করো। কাকা বলে, ভয় কী রে! ভয় কী? আমি তো আছি।

চপলা বড় বড় চোখে চেয়ে ছিল। বলল, আমি তোকে আর এ ঘরে থাকতে দেবো না।

www.MurchOna.com

কেন বউদি ?

তোকে ভূতে পেয়েছে !

দূর ! ভূত নয় । ভূত মানে যা অতীত । কিন্তু কাকা তো ভূত নয় । কাকা আছেন যে ।

মাগো ! তুই কী রে । শুনেই তো আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে ।

এই ঘরে শশীদাও আছে । শশীদা তো আর মরেনি ।

তুই কি তারও ভয়েস শুনিস ?

না । শশীদা যতদিন আমাদের বাড়িতে ছিল ততদিন কেবল ভুল বকত । খুব জ্বর ছিল । পরে জ্বর একটু কমলে একদিন আমাকে বলেছিল, তোমার ভিতরে ফায়ার আছে ।

কিসের ফায়ার ?

তা জানি না । তবে বলেছিল । আমি যখন বিছানায় শুই তখন নিজেকে একদম শশীদা বলে মনে হয় ।

সেটা আবার কীরকম ?

মনে হয় আমি সাহেব খুন করে পালিয়ে এসেছি । পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে । ধরতে পারলেই নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাবে । ভাবতে এত আনন্দ হয় না !

চপলা ক্রমে বিস্ময়ে স্থির হয়ে যাচ্ছিল । চোখ ক্রমে বিস্ফারিত হচ্ছে ।

তুমি শুনে ভয় পাচ্ছো বউদি ?

ভীষণ ভয় পাচ্ছি । লক্ষ্মীসোনা, আমার একটা কথা রাখবি ?

কী কথা ?

আগে আমাকে ছুঁয়ে বল কথাটা রাখবি ।

ও বাবা, ওসব কিরেটিরে আমি কাটতে পারব না । বলো না কী !

আমার সঙ্গে কাল কলকাতায় চল ।

কলকাতা ! না বউদি, আমার ভাল লাগে না ।

লক্ষ্মীসোনা, বরাবরের মতো নয়, কয়েকদিনের জন্য চল ।

কেন বলো তো ?

তোর মাথা থেকে ওই ভূতগুলো না নামালে আমার শান্তি নেই ।

তুমি যে কেন খামোখা ভয় পাচ্ছো ? আমার তো বেশ লাগে ।

ছাই লাগে । তোর মাথারই ঠিক নেই । তোর চোখমুখও কেমন অন্যধারা হয়ে গেছে । চোখদুটো অত জ্বলজ্বল করে কেন তোর ?

করে ! সত্যি করে ? কৃষ্ণকান্ত খাড়া হয়ে বসে ব্যগ্র গলায় জিজ্ঞেস করে ।

করেই তো । একদম ডাকাতের মতো, খুনীর মতো চোখ । এত অল্প বয়সে তোর চোখ এরকম হল কী করে, ভূতে না পেলে ?

আমি যে রোজ ধ্যান করি ।

কার ধ্যান করিস ?

সে আছে ।

তোর মাথা খারাপ হতে আর বাকি নেই । আমি শ্বশুরমশাইয়ের কাছে যাচ্ছি এখনই । দাঁড়া ।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলে, আমাকে কলকাতা যাওয়ার পারমিশন বাবা এখন দেবে না ।

কী করে বুঝলি ?

বাবার খুব ইচ্ছে এখন আমার পৈতে হোক ।

তোর পৈতে ! কই উনি তো আমাকে কিছু বলেননি !

কাউকেই বলেননি । শুধু আমাকে ।

www.MurchOna.com

কবে পৈতে ?

ঠাকুরমশাই দিন দেখছেন। শীগগীরই। তুমি থেকে যাও।

থাকব ? বাবাকে যে বলে এলাম কালই চলে যাবো।

যেও না বউদি। আমার তো মা নেই।

ওঃ, খুব তো সেনটিমেনটে খোঁচা দিতে শিখেছিস ! আমাকে মা বলে সত্যি ভাবিস নাকি ?

তোমাকে একটু মা-মা লাগে কিন্তু ! সত্যি।

ইয়ার্কি করছিস না তো।

একদম না। তোমাকে ছুঁয়ে বলতে পারি ;

বল তো। বলে হাত বাড়াল চপলা।

কৃষ্ণকান্ত হাতখানা ছুঁয়ে বলল, সত্যি বলছি। এবার বলো আমার পৈতে পর্যন্ত থাকবে !

থাকব। তবে শর্ত আছে।

কী শর্ত ?

তোকে আমার ঘরে থাকতে হবে।

সে কী ?

শোন বাপু তোর ভয় নেই। আমি তোকে একটুও জ্বালাতন করব না। তুই ধ্যানট্যান করিস করবি। আমি বাইরে একজন চাকর মোতায়েন রাখব যাতে কেউ ঘরে ঢুকতে না পারে।

কিন্তু এ ঘর থেকে গেলে আমি বাঁচবই না।

সত্যি ?

সত্যি বউদি। বিশ্বাস করো, এ ঘরে কাকা থাকে, শশীদা থাকে।

তাহলে একটা কাজ করি ?

কী বলো তো।

আমি তোর এই ঘরটাতেই এসে থাকি বরং। ওদিকটায় একটা খাট পেতে নিলেই হবে।

প্রস্তাবটা খুব পছন্দ হল না কৃষ্ণকান্তর। সে বউদির দিকে প্রশ্নাতুর চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, তোমার একটা কী যেন হয়েছে। খুব ভয় পাচ্ছো।

পাচ্ছি।

কিসের ভয় বলো তো !

সে তুই বুঝবি না।

বলো না !

বলতাম, কিন্তু তোর মতো শুদ্ধ ব্রহ্মচারীর মনটাকে নষ্ট করে দিতে ইচ্ছে হয় না, থাকগে, সব শুনতে নেই।

কৃষ্ণকান্ত ভারী সুন্দর করে একটু হাসল। তারপর হঠাৎ বলল, ছোড়দির সঙ্গে শচীনদার বিয়ে দিতে পারলে না তো বউদি !

শচীনের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল চপলার। সে স্পষ্ট টের পেল তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে, বুক কাঁপছে।

চপলা হাসবার চেষ্টা করে বলল, কই আর পারলাম !

ছোড়দিটা খুব বোকা না ?

বোধহয়।

কৃষ্ণকান্ত একটু ভেবে নিয়ে বলে, মুখে যাই বলুক ছোড়দি কিন্তু শচীনদাকেই বিয়ে করতে চায় জানো ?

না তো, কী করে জানব ? তুই টের পেলি কী করে ?

www.MurchOna.com

আমি টের পাই।

তাহলে ওরকম করল কেন ?

কে জানে। কিন্তু মাঝরাতে উঠে কাঁদতে বসত। আমি দু-একদিন দেখেছি।

একটু গম্ভীর হয় চপলা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর বলে, তুই কি বিশাখার জন্য খুব ভাবিস ?

না তো ! ভাববার কী আছে ? শচীনদার জন্য একটু কষ্ট হয়।

কেন ?

শচীনদা যে ভীষণভাবে ছোড়দিকে বিয়ে করতে চায়।

আবার কেঁপে ওঠে চপলার বুক।

একটু শ্বাস তার বুকে আটকে আঁকুপাঁকু করতে থাকে। কম্পিত গলায় সে বলে, কী করে বুঝলি ?

শচীনদা যে ছোড়দিকে চিঠি দেয়।

দেয় ? সত্যি ? চপলার চোখ বড় হয়ে ওঠে ক্রমে।

দেখবে ?

তোর কাছে আছে ?

আছে। বলে কৃষ্ণকান্ত তার টেবিলের টানা থেকে একটা মুখ-আঁটা খাম বের করে আনে।

মুখ-আঁটা খামটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে চপলা। বুকের ভিতরটা ধরফর করতে থাকে। শচীনের হাতের লেখা সে চেনে। খামের ওপর তারই গোটা হাতের লেখায় শ্রীমতী বিশাখা চৌধুরি নামটা দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না। সে জিজ্ঞেস করল, এ চিঠি তুই কোথায় পেলি ?

শচীনদা তো আজই বিকেলবেলায় চিঠিটা আমাকে দিয়ে বলল, ছোড়দির কাছে পৌঁছে দিতে।

এতে কী লেখা আছে জানিস ?

না। কী করে জানব ! পরের চিঠি পড়তে নেই।

চপলার মন আঁকুপাঁকু করছে জানার জন্য। চিঠিটা সে ব্লাউজের মধ্যে রেখে বলল, আমি বিশাখাকে দিয়ে দেবখন।

দিও।

এরকম আরও চিঠি দিয়েছে নাকি ?

না। এই প্রথম আমাকে চিঠি পৌঁছে দিতে বলল।

একটু নিশ্চিন্ত হয় যেন চপলা। শচীনের হাত এড়িয়ে সে পালাতে চাইছে কলকাতায়, তবু কী আশ্চর্য, নিজের অধিকারটুকু পাছে চলে যায় সেই ভয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে।

চপলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাচ্ছি রে। তুই পড়।

কলকাতায় যাবে না তো !

দেখি শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তোর পৈতের দিন কবে ঠিক হল আগে জেনে নিই।

ছোড়দি কেমন আছে গো বউদি ?

ভালই তো !

না। ছোড়দিটা বড্ড কান্নাকাটি করত। ওর জন্যই আরও আমি পালিয়ে চলে এসেছি।

ভাবিস না। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েরা কথায় কথায় কাঁদে। বলতে বলতে আনমনে দরজার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে বলে, যোগীরে, তোমার ভয় নেই। আমি তোমাকে যোগভ্রষ্ট করতে এ ঘরে আসব না। তবে মাঝে মাঝে দেখে যাবো। তাতে দোষ নেই তো !

শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী একটা অদ্ভুত দ্বৈত সত্তার টানাপোড়েন চলছে এখন কৃষ্ণকান্তর

www.MurchOna.com

মধ্যে। সে এবার যে হাসিটা হাসল তা শিশুর মতো। বলল, কী যে বলো না!

চপলা অন্ধকার মাঠটা ধীর পায়ে পার হয়। ধীরে ধীরে নিজের ঘরে আসে সে। আজ সন্ধেবেলায় এই ঘরের দরজার কাছেই তাকে স্পর্শ করেছিল শচীন। তার সমস্ত শরীর শাঁখের মতো বেজে উঠেছিল সেই স্পর্শে। সাড়া দিয়েছিল। অনাবৃষ্টির তৃষিত শরীরও ছিল পুরুষ স্পর্শের জন্য উন্মুখ। কিন্তু এই প্রাচীন বাড়ির পুরোনো বদ্ধ বাতাসে সংস্কারের ভূতও তো কিছু আছে, যেমন আছে গুপ্ত প্রণয়ের অনেক কেলেংকারী। চপলার অর্ধেক মন নত হয়েছিল শচীনের কাছে বাকী অর্ধেক আড় হয়ে ছিল।

চপলা জলে ভিজিয়ে খুব ধীরে ধীরে সাবধানে খামের জোড় খুলে ফেলে। বর্ষাকালের ভেজা বাতাসে আঠা তেমন জোড়েনি ভাল করে। চমৎকার নীলাভ একটা কাগজে ছোটো ছোটো সুন্দর হস্তাক্ষর!

বিশাখা, তোমার চিঠি পেয়েছি। এত কিছু হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে আবার তোমার কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব আশা করিনি। হঠাৎ কেনই বা এরকম পাগলের মতো আচরণ করছো? আমার বিয়ে করবার কোনো সংকল্প নেই। বাড়ি থেকে যে প্রস্তাব উঠেছিল তাতে আমি অসম্মতি জানিয়ে দিয়েছি।

জীবন অনেক বড় এবং জটিল। তোমাকে যদি আমি উদ্ধার না করি তবে তুমি গলায় দড়ি দেবে ইত্যাদি লিখেছো। ঠাকুর দেবতার নামে অনেক ভয় দেখিয়েছো। এসব বড় বাড়াবাড়ি। আমার জন্য তোমার এত আগ্রহ এতকাল কোথায় ছিল? তুমি সুন্দরী, সুপাত্রের অভাব হবে না। উপরন্তু কোকাবাবুর নাতি শরতের প্রতি নিজের দুর্বলতার কথা তুমি নিজেই প্রচার করেছো। তারপরও এই নাটক কেন?

আমি নাটক পছন্দ করি না। তবে তোমার প্রতি আমার স্নেহ আছে। কিন্তু তোমার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। আশা করি বুঝবে। —শচীন

॥ ৬০ ॥

রাজার ফ্ল্যাট যেমন ফাঁকা হবে বলে ভেবেছিল রেমি তা নয়। আসলে রাজাদের বাসায় এর আগে কখনোই আসেনি রেমি। আসার প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। সে শুনেছে, রাজার বাবা মা দিল্লিতে থাকে। এখানে সে একা। কিন্তু একদম একা যে নয় তা রেমি জানত না।

রাজার ফ্ল্যাটে তার এক বিধবা দিদি এবং তার মেয়ে থাকে। দিদির বয়স চল্লিশের ওপর। তাঁর মেয়েটি যুবতী এবং দুর্দান্ত সুন্দরী। দরজা খুলে সে যখন চৌকাঠের ফ্রেমে দেখা দিল তখন বড় ম্লান হয়ে গেল রেমি।

মেয়েটিকে দেখে এমন একটা ধাক্কা লাগল রেমির মনে যে, তার এতক্ষণের দুঃসাহস ও নিয়ম ভাঙার আগ্রহ উবে গেল। মেয়েটিকে দেখামাত্র সে নিজের সঙ্গে মেয়েটির একটা চট-জলদি তুলনা সেরে নিল মনে মনে। না, সে সুন্দরী হলেও এ মেয়েটির কাছে দাঁড়াতেই পারবে না।

রাজাকে দেখে মেয়েটি একটু অবাক হয়ে বলল, তুমি এই দুপুরে ফিরলে যে!

এমনি। বলে রেমির দিকে চেয়ে রাজা বলে, আমার ভাগ্নী। জয়িতা।

জয়িতা রেমির পরিচয় পেয়ে চোখ বড় বড় করে বলে, ধ্রুবমামার বউ! উঃ, কী দারুণ!

রেমি মৃদু একটু হেসে বলে, দারুণ কেন?

জয়িতা দরজা ছেড়ে ভিতরের দিকে সরে গিয়ে বলল, আসলে দারুণ হল ধ্রুবমামা। আমরা

www.MurchOna.com

সবাই ধ্রুবমামার ভক্ত।

এ সময়ে ধ্রুবর প্রসঙ্গ ভাল না লাগারই কথা রেমির। কিন্তু আশ্চর্য— লাগল। জয়িতা তার হাত ধরে ড্রয়িং রুমের একধারে দেয়ালে একটা অ্যাবস্ট্রাকট মুরালের নিচে চমৎকার নরম ডিভানে নিয়ে গিয়ে টেনে বসাল। বলল, তোমার কথাও ভীষণ শুনি। তুমি তো দারুণ সুন্দরী।

তোমার কাছেও ?

আমি ! আমার রঙটাই যা ফর্সা। চুল নেই, দেখ না ! বলে নিজের চুল সামনে টেনে এনে দেখায় জয়িতা। বলে, তুমি হচ্ছ সত্যিকারের সুন্দরী। আমি দেখন সুন্দরী।

রেমি রাজার সঙ্গে কুলের মুখে কালি দিতে এসেছিল এখানে। মনটা ছিল উত্তেজনা ও রাগে টানটান। ধ্রুব তাকে বলেছে, গো অ্যাহেড। ভিতরটা পাগল পাগল ছিল সেই থেকে। হঠাৎ সব ভুলে গিয়ে খুব হাসল রেমি, বলল, তুমি তো বেশ কথা বলো !

জয়িতা আচমকা রেমিকে দুহাতে ধরে বলল, জানো আমরা সবাই তোমাকে হিংসে করি ?

আমাকে ? আমাকে হিংসে করার কী আছে ?

অনেক কিছু আছে। ওরকম জাঁদরেল শ্বশুর, অত টাকা, ক্ষমতা। কিন্তু আমরা তোমাকে হিংসে করি তোমার স্বামী ভাগ্যে। ধ্রুবমামার মতো একজন প্লে-বয়কে কী করে বাগালে বলো তো !

প্লে বয় কী !

ওঃ, তুমি তো আবার সেকেলে।

মোটেই সেকেলে নই। ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রী। তবে যাকে প্লে-বয় বলে ও তো ঠিক তা নয়।

নয় বুঝি !

মোটেই নয়। বাইরে থেকে মনে হয়।

আমরা তো বাইরে থেকেই মনে করি। তুমি মামি এবার ভিতরের খবর একটু-আধটু বলো। রাজা ঘরে ঢোকবার পরই ভিতরের দিকে কোথায় যেন গেছে। এখনো দেখা নেই। তাতে বেঁচে গেছে রেমি। রাজার সঙ্গে নিভৃত হওয়ার চিন্তাটাই যেন তার কাছে অস্পৃশ্য মনে হচ্ছে। কেন যে এরকম হল তা বুঝল না রেমি। কিন্তু জয়িতাকে ধ্রুবর কথা বলার মধ্যে যে শিহরিত আনন্দ পেতে লাগল সে তা বলার নয়।

একদম পাগল। বুঝলে, একদম পাগল ! যখন ভাল তখন ওর মতো ভাল নেই, আবার যখন বিগড়ে যায় তখন সেই বাঁকা বাঁশকে সোজা করার সাধ্যি কারো নেই।

জয়িতা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনতে শুনতে বলে, খুব পারসোনালিটি ওর, না।

খুব।

আমরা জানি। নইলে কৃষ্ণকান্ত চৌধুরিকে ঘোল খাওয়ানো তো সোজা নয়। তুমি একটা কথা জানো বউদি ?

কী কথা ?

বললে আমাকে ঘেন্না করবে না তো ?

ওমা! তোমাকে ঘেন্না করার কী আছে ?

আছে। বললে হয়তো ভাববে, মেয়েটা কী রে।

বলোই না।

আমি কিন্তু একরত্তি বয়েস থেকে ধ্রুবমামাকে বিয়ে করার জন্য পাগল।

খুব হেসে উঠে রেমি বলে, যাঃ।

সত্যি। বিশ্বাস করো। আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কটা ফিলমজি। লতায় পাতায় মাসি-ভাগ্নী। আসলে বিয়ে-টিয়ে অনায়াসেই হতে পারে। তাই আমি বরাবর ভেবে রেখেছিলাম বড় হয়ে ধ্রুবমামাকেই বিয়ে করব।

www.MurchOna.com

ওমাঃ করলে না কেন ?

করব কী করে ? লোকটা আমাকে পাত্তা দিল নাকি ?

দেয়নি ! তোমার মতো সুন্দরীকে যে পাত্তা না দেয় সে বোকা।

জয়িতা চোখ বড় বড় করে বলে, আর কী ডাঁটিয়াল জান ! আমি চিঠি দিতাম ও জবাব পর্যন্ত দিত না।

চিঠি দিতে ? কেন, দেখা হত না ?

দেখা হলে কী হবে ? এমন গম্ভীর হয়ে ডাঁট নিয়ে থাকত যে কাছে ঘেঁষতেই পারতাম না। তাই একদিন চিঠি দিলাম।

প্রেমপত্র ?

তাছাড়া কী আর ! তবে খুব ভীতু প্রেমপত্র। পর পর দুবার চিঠি দিয়ে একটাও জবাব পেলাম না।

খোঁজ নিয়েছিলে চিঠি পেয়েছে কিনা।

নিইনি আবার ! চিঠি পেয়ে নাকি একটু ভ্রূ কুঁচকে ছিল। তারপর মুচকি একটু হেসেছিল দয়া করে। কেন, তোমাকে বলেনি সে সব কথা ?

না, কোনোদিন বলেনি।

আসলে ধ্রুবমামার দোষ নেই। বিয়ের আগে ও অনেক প্রেমপত্র পেত। একতরফা। যতদূর জানি নিজে কোনো মেয়েকে পাত্তা দিত না কোনোদিন। কারা প্রেমপত্র দিত জানো ? আমার মতো অনেক মেয়ে। বলেই জয়িতা হঠাৎ মুখটা কানের কাছে এনে বলল, তাদের মধ্যে বউদি টউদিও আছে, কাজিনও আছে। তোমার বরকে পারলে মেয়েরা ছিঁড়ে খায়।

রেমি একটু অবাক হয়ে বলে, একজনের জন্য এতজন পাগল !

পাগল মানে দারুণ পাগল। লোকটা যে দারুণ অ্যাট্রাকটিভও সেটা তো মানবে। শুধু চেহারাটাই নয়। আরো কিছু আছে। কখনো টের পাও না।

আমি ! রেমি খুব অসহায়ের মতো বলে, আমি ঠিক ওকে বুঝতে পারি না।

কিন্তু তোমার মনে হয় না ও তোমাকে হিপনোটাইজ করে রেখেছে !

তা বোধহয় হয়। রেমি একটু ভেবে বলে।

ওর ওই হিপনোটিজমটাই সাঙ্ঘাতিক। কী একটা আছে, বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে মনে হয় আনফ্যাদমেবল্।

ও কোনো মেয়ের সঙ্গে কখনো মিশত না ?

জয়িতা একটু ভেবে বলে, আমি তো তেমন কিছু জানি না। ধ্রুবমামা একটু অহংকারী মানুষ। এ ধরনের লোকেরা কখনো মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে না, মেয়েদের কখনো কমপ্লিমেন্ট দেয় না। মেয়েদের সঙ্গ বেশীক্ষণ সহ্যও করতে পারে না। ভাবে, বেশীক্ষণ মেয়েদের সঙ্গ করলে পুরুষের পৌরুষ কমে যায়।

রেমি খুব হাসতে থাকে। বলে, বোধহয় তাই আমারও সঙ্গ করে না।

তুমি কিন্তু ভীষণ লাকি। অনেকের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছো। কত মেয়ে যে তোমাকে হিংসে করে।

তুমি করো ?

করতাম। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে হিংসে করাই যায় না।

কেন ?

কী যে মিষ্টি না তুমি ! ধ্রুবমামাও কম লাকি নয়।

পতি গর্বে এখন রেমি রমরম করছে ভিতরে ভিতরে। সে তো জানত না, ধ্রুব নামক এক

www.MurchOna.com

পাথরের বিগ্রহে এত কিশোরী ও যুবতী পুজো দিতে চেয়েছে ! সেই দুর্লভ পুরুষ তার । রেমির বুকে হঠাৎ খামচে ধরল এক ভয় । তার ?

মনের ভাব অনুযায়ী রেমির মুখের ভাব এত সহজেই পাল্টায় যে, লোকের চোখে ধরা পড়ে । জয়িতা তার হাত ধরে বলল, তোমার মনে দুঃখ দিলাম না তো !

না । ক্ষীণ স্বরে রেমি বলে, দুঃখ দেওয়ার মতো কিছু তো বলোনি ।

কথা অনেক হয়েছে, এবার চা খাবে ? দাঁড়াও মাকে ডাকি । মা বোধহয় ঘুমোচ্ছে ।

রেমি হঠাৎ জয়িতার দিকে চেয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, আমি বাড়ি যাবো ।

বাড়ি যাবে ! এই তো এলে ।

না, শোনো । আমার বাড়ি যাওয়া ভীষণ দরকার । আমি একটা জরুরি কাজ ভুলে গিয়েছিলাম ।

মিথ্যে কথাটা খুব ভাল বলতে পারে না রেমি । কিন্তু তার মুখের করুণ ভাবটায় কোনো ফাঁকি ছিল না । জয়িতা তার মুখটার দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে হঠাৎ হেসে ফেলে বলে, কী যে পাগলী না একটা তুমি ! খুব ভাল মিলেছে বোধহয় তোমাদের দুটিতে । কী কাজ ভুলে এসেছো বলো তো !

সে আছে একটা ।

একটুও বসবে না ?

না গো, বড় জরুরী ব্যাপার ।

রাজামামা যে নিয়ে এল তোমাকে দাঁড়াও মামাকে তাহলে ডাকি ।

রাজা কী করছে ?

নিজের ঘরে গেছে । বোধহয় জামা কাপড় পাল্টাতে । ডেকে আনছি, বোসো ।

রেমি প্রমাদ গুণল । রাজা কি রেগে যাবে তার ওপর ? খুব রেগে যাবে ? যাক । রেমি পারবে না । সে ধ্রুবর বউ । ধ্রুবর বউ । আর কারো হতে পারবে না সে । তাকে ছাড়ুক, মারুক ভাঙুক ধ্রুব ।

রেমি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি রাগ কোরো না জয়িতা । একটা কথা বলব ?

বলোই না ।

তুমি আমার সঙ্গে চলো ।

ও বাবা, বাঘের ঘরে ঘোঘকে ঢোকাবে ?

কেন নয় ? বাঘ তো পাথরের । চলো ।

খুব হাসল জয়িতা । তারপর বলল, সত্যি কথা বলতে কী মামী,—ইস তোমাকে মামী-ফামী ডাকতে ইচ্ছেই করে না—আচ্ছা বউদি ডাকবো ? ডাকলে ক্ষতি কী ? ধ্রুবমামাও তো আর সত্যিকারের মামা নয় । ডাকবো ?

ওমা ! অত ফর্মালিটির কী আছে ? তুমি আমাকে রেমি বলে ডেকো, আমি খুব খুশি হবো

বাবাঃ বাঁচলাম । তোমার মতো একটা বাচ্চা মেয়েকে নাম ধরেই ডাকা সবচেয়ে ভাল চলো তো এখন । শাড়িটা পালটে নাও ।

সত্যি যাবে ?

যাবে । না নিয়ে আমি নড়ছি না ।

তাহলে পনেরোটা মিনিট সময় দাও । এই প্রথম ধ্রুবমামার সঙ্গে সত্যিকারের আলাপ হয়ে যেতে পারে । একটু সাজি আজ ? অবশ্য যদি তুমি পারমিশন দাও ।

দিচ্ছি । কিন্তু তোমার মায়ের ঘর কোনটা ?

কেন, যাবে ?

একটু আলাপ করে যাই ।

আসলে এইভাবে নিজের পাহারার ব্যবস্থা করছিল রেমি । কারণ অস্থির ও পাগল রাজা আড়ালে

www.MurchOna.com

কোথাও অপেক্ষা করছে অধৈর্য হয়ে।

এসো। বলে ডাইনিং কাম ড্রয়িং পেরিয়ে একটা ঘরে তাকে নিয়ে গেল জয়িতা।

তার মা ঘুমোচ্ছিল ঠিকই। রাজার এই দিদি মোটেই প্রবীণা নন। বয়স সম্ভবত চল্লিশের ধার ঘেঁষে। চমৎকার বাঁধুনি শরীরের। মেয়ের মতোই সুন্দর চেহারা। হঠাৎ মা আর মেয়েকে দুই বোন মনে হবে।

পরিচয় পেয়ে দিদি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে একেবারে কাছটিতে বসিয়ে বললেন, তুমি ধ্রুবর বউ! ও বাবা!

এই অবাক হওয়া এবং চমকে যাওয়ার মধ্যে একটা সমীহ এবং ভয়ের ভাব আছে। রেমি অনেক আগে থেকেই এটা [illegible]য়ে আসছে। ধ্রুবর বউ যেন কী সাঙ্ঘাতিক একটা ব্যাপার।

দিদি বললেন, আমরা তোমাদের বাড়িতে খুব একটা যাইনি। আত্মীয়তা তো তেমন কাছের নয়। তবে সব খবর রাখি।

রেমি বিনীতভাবে একটু হাসে।

দিদি বলেন, তোমরা হলে ভি আই পি। তবে আমার স্বামী যখন মারা যান তার আগে কৃষ্ণকান্ত চৌধুরি অনেক সাহায্য করেছিলেন। সে কথা কোনোদিন ভুলব না।

রেমি এসব কথায় আবার আত্মস্থ হয়ে যায় পুরোপুরি। তার শ্বশুর কৃষ্ণকান্ত চৌধুরি, যাঁকে এক ডাকে সবাই চেনে, যাঁর ক্ষমতার হাত বহু দূর প্রসারিত, তার স্বামী ধ্রুব চৌধুরি, যে বহু যুবতীর কামনার লক্ষ্যস্থল ছিল। তাহলে সে তো কম কিছু পায়নি জীবনে।

কিছুক্ষণ কথা বলতে না বলতেই আচমকা রাজা এসে ঘরে ঢুকল।

বউদি, একটু শুনে যাও।

দিদি শশব্যস্তে বলে, যাও। কথা বলো।

রেমি ধীরে ধীরে ওঠে। রাজা তাকে নিয়ে আসে দক্ষিণের একটা ফাঁকা ঘরে। সেখানে খাটে বিছানা পাতা। জানালা একটু ভেজানো।

কী, বলো!

গল্প করার জন্যই আজ এসেছিলে বুঝি!

রেমি অবাক হয়ে বলে, তুমি তো বলোনি যে বাসায় দিদি আছেন জয়িতা আছে।

ওরা থাকলেই বা কী!

ছিঃ রাজা, তোমার মাথার ঠিক নেই।

ঠিক নেই তা জানি। কিন্তু পাগলামি ছাড়া বাঁচাও তো যায় না। এত রেস্ট্রিকশন কি মানা যায়?

আচ্ছা মানছি। কিন্তু আজ নয়। আজ আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

তোমাকে আমি চিনি রেমি।

মোটেই নয়। তোমার উচিত ছিল বাড়ির সিচুয়েশনটা আমাকে জানানো।

জানালে কী হত? তুমি আসতে না?

আসতাম। তবে অন্য রকম মন নিয়ে।

তোমার মনটা সব সময়েই সেই অন্য রকম। তুমি কখনো কুট্টিদাকে ভুলতে পারবে না

কী করে বুঝলে?

জয়িতার সঙ্গে তোমার কথাবার্তা আমার কানে আসছিল।

তাতে কী প্রমাণ হল?

রাজা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোমার সহমরণ কে ঠেকাবে বলো তো!

সহমরণ! কী যে বলো!

ঠিকই বলছি। কুট্টিদাকে পেয়েছে মৃত্যুপ্রেম। তোমারও পরিণতি তাই।

www.MurchOna.com

মৃত্যুপ্রেম ! সেটা আবার কী ?

কুট্টিদাকে যে মরণে ধরেছে তা কি তুমি টের পাও না ? নইলে কেউ ওরকম বেপরোয়া আর বেহেড হতে পারে ! নাকি ওরকম যা খুশি তাই করে বেড়ায় ?

রেমি রাজার দিকে অপলক চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ক্লান্ত স্বরে বলল, তোমরা পুরুষরা মেয়েদের কাছে যে কী চাও তা সঠিক জানো না। মাঝে মাঝে চাওয়াটা আকাশে উঠে যায়।

তাই নাকি ?

রেমি হাতের পিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে বলল, এরপর একদিন দেখবে আমাকে পাগলা গারদে পাঠানো হয়েছে।

রাজা একটু হেসে আচমকা রেমিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, না। তোমাকে পাগল হতে দেবোই না আমি।

ছাড়ো ছাড়ো ! ছিঃ। বলে এক ঝটকায় সরে যায় রেমি। তারপর চাপা হিংস্র গলায় বলে, খবরদার আমাকে নিয়ে খেলা করতে চেও না কোনোদিন !

কী বলছ রেমি ?

ওরকম করছ কেন ? আমি কি দেহসর্বস্ব ? শরীর ছাড়া আমার কিছু নেই ? রেমি রাগে গড়গড় করতে করতে বলে।

শরীর ! শরীরের কথা উঠছে কেন ? ভালবাসা—

ওটা মোটেই ভালবাসা নয়। শালীনতা বোধ বাদ দিয়ে ভদ্রতার ধার না ধেরে ও কী রকম ভালবাসা ?

আমরা তো ভারচুয়ালি স্বামী-স্ত্রী রেমি।

মোটেই নয়।

নয় ?

না আমি এখনো ওরকম করে ভাবতে পারি না।

তবে কী ভাবো ?

রেমি একটা চেয়ার সামনে পেয়ে বসে পড়ল। তারপর একটু দম নিয়ে বলল, আমি খুব টায়ার্ড। এখন কোনোরকম জেদ বা জোর খাটিও না। আমার ভাল লাগবে না।

বেশ আর কী ?

আর কিছু নয়। শুধু বলি, পুরুষের খেলার পুতুল হয়ে থাকার জন্য রেমি নয়। তোমার কুট্টিদা ক'দিন আগে আমাকে বলেছিল ডিভোর্স করে আবার আমাকে নিয়ে থাকবে। তবে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে নয়। ও নাকি বিয়েতে বিশ্বাসী নয়।

বলেছিল ?

হ্যাঁ, ওটা ওর পাগলামি কিন্তু আমাকে তাতে সায় দিতে হবে। আবার তুমি আমাকে একঘর আত্মীয়স্বজনের ভিতর বাড়িতে নিয়ে এসেছো একটা চূড়ান্ত কিছু করতে। আমি এসব বুঝতে পারছি না। ভালও লাগছে না।

আচ্ছা রেমি, ক্ষমা চাইছি। তোমার মনের অবস্থাটা ঠিক জানতাম না।

রেমির যে মন আছে সেটা জানো তো ! তাহলেই হবে।

যাচ্ছো তাহলে ?

যাচ্ছি। বলে রেমি উঠল।

একটা কথা শোনো রেমি। রাগ পুষে রেখো না। যদি তোমার শরীর আর কোনোদিন ছুঁতে নাও দাও, মেনে নেবো। কিন্তু ভুল বুঝো না। আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি।

জানি। বার বার ওকথা বলো কেন ? ভালবাসার কথা অত বলতে নেই। তোমার কুট্টিদা আজ

www.MurchOna.com

অবধি কখনো বলেনি।

কুট্টিদা তোমাকে ভালবাসেও না তো রেমি।

কে বলল বাসে না? বাইরের লোক কি টের পায় কখনো? আমি পাই।

॥ ৬১ ॥

বাবা, আমি কাল যাবো না।

হেমকান্ত গণ্ডূষের পর ভাতের গ্রাস সদ্য মুখে তুলতে গিয়ে পুত্রবধূর এই কথা শুনলেন এবং একটু বিরক্ত হলেন। যাদের মতের স্থির নেই তারা মানুষ হিসেবেও খুব বিশ্বাসযোগ্য এবং আস্থাভাজন নয়। তবে চপলা সম্পর্কে তাঁর এতকালের ধারণাটা ছিল অন্যরকম এবং বিপরীত।

কেন? আমি যে তোমার চলনদার ঠিক করে ফেলেছি।

কৃষ্ণের নাকি পৈতে দিচ্ছেন! কৃষ্ণের খুব ইচ্ছে ওর পৈতে পর্যন্ত এখানে থেকে যাই।

হেমকান্ত বললেন, তার এখনো দেরী আছে। ততদিনে কলকাতায় গিয়ে আবার ঘুরে আসতে পারবে।

একথার কী জবাব দেবে চপলা! থাকার কথা বলতে তার খুব লজ্জা করছিল একটু আগেও। কেউ চাইছে না সে আর এখানে থাকুক। শুধু কৃষ্ণ ছাড়া। সে বলল, তাহলে যাবো?

হেমকান্ত বললেন কৃষ্ণ যখন ধরেছে আর তাকে যখন তুমি কথা দিয়েছো তখন তার মতটা নেওয়া ভাল। কিন্তু কৃষ্ণ কোথায় বলো তো! আজকাল তো তাকে রাত্রিবেলা খাওয়ার সময় দেখতে পাই না। সে কি আগে খেয়ে গেছে?

রান্নার ঠাকুর সুদর্শন দু'পা এগিয়ে এসে বলে, ছোটোবাবু তো আজকাল রাত্রে ভাত খায় না।

হেমকান্ত অবাক হয়ে বললেন, ভাত খায় না? সে কী? ভাত খায় না তো কী খায়?

চিঁড়ে মুড়ি এই কিছু একটা খান। একটু দুধ আর কলা।

কই, আমাকে তো আগে এসব বলিসনি!

সুদর্শনের মুখে কথা যোগায় না। ছোটোবাবু কেন ভাত খায় না তা জিজ্ঞেস করার সাহস তার নেই। বাস রে, ছোটোবাবুর চোখ আজকাল ভাঁটার মতো জ্বলজ্বল করে। বড়বাবুর সঙ্গেও কথা বলার অভ্যাস তার নেই। কম কথার গম্ভীর মানুষ, কথা বলতে ভয় করে। সে তো রান্নার ঠাকুর বই নয়। এ বাড়ির ইঁদুর আরশোলার মতোই তুচ্ছ জীব।

লজ্জা পেল চপলা। বাস্তবিক সেও জানত না যে, কৃষ্ণকান্ত আজকাল রাত্রে ভাত খায় না। অথচ বাড়ির বড় বউয়ের তো এটা জানা উচিত ছিল। তবু সে কখনো জানার চেষ্টা করেনি। এ সংসারে কী যে ঘটছে না ঘটছে তা একনাগাড় ভাল করে তাকিয়ে দেখার আগ্রহই সে বোধ করেনি। সে বলল, আচ্ছা, আমি কৃষ্ণকে কাল বলবো।

হেমকান্ত শান্ত মুখখানা তুলে বললেন, তার দরকার নেই বউমা। আমি শিশুদের মতামতকেও মূল্য দিই। কাল সকালে বরং আমার সঙ্গে দেখা হলে জেনে নেবো।

চপলা মৃদু স্বরে বলে, ও বোধ হয় ব্রহ্মচর্য করছে বাবা।

হেমকান্ত উজ্জ্বল মুখে বললেন, ওর মধ্যে একটা কিছু আছে বলে কি তোমার মনে হয় না বউমা?

খুব হয়।

কী আছে বলো তো।

ও খুব তেজী হবে।

www.MurchOna.com

হেমকান্ত একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমার আর কোনো সন্তান এত উজ্জ্বল নয়। ওর ওই উজ্জ্বলতা তাই আমার কাছে আনন্দেরই বিষয়। কিন্তু ভয় কী জানো?

কী ভয় বাবা?

এ তো স্বদেশীদের যুগ। তেজী ছেলে দেখে তারা আবার নিয়ে না দলে ভেড়ায়।

এ ভয় যে খুব আছে সে বিষয়ে চপলা নিশ্চিন্ত। তবু মুখে বলল, তা নয়। ও হয়তো সাধু সন্ন্যাসী হবে।

এ বাড়িতে সেই বীজাণুও আছে। তুমি তো সবই জানো। সাধু হলেও চিন্তার কথা। স্বদেশী হলেও চিন্তার কথা। আমার সঙ্গে তো ওর কোনো ঘনিষ্ঠতা নেই। তুমি একটু জানবার চেষ্টা করো তো, ও আসলে কী হতে চায়।

করব। কিন্তু আপনি ওকে নিয়ে অত ভাববেন না।

মা-মরা ছেলে বলে ভাবি। এই যে রাতে ভাত খায় না তা জানতে আমার কয়েকদিন সময় লেগে গেল, তাও কথাটা উঠল বলে, ওর মা বেঁচে থাকলে কি হত এরকম?

কেউ এ কথার জবাব দিল না। কারণ কথাটা অত্যন্ত কঠোর সত্য।

হেমকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, বিশাখাকেও আজকাল দেখতে পাই না বড় একটা। সেও কি ভাইটার একটু দেখাশোনা করতে পারে না?

চপলা অবাক হয়ে বলে, কিন্তু কৃষ্ণ যে আজকাল এ বাড়িতে থাকেই না। বারবাড়িতে থাকে।

বারবাড়ি? সে কী? হেমকান্তর খাওয়া একদম থেমে গেল।

হ্যাঁ বাবা, আমি মনে করেছিলাম, আপনি জানেন।

জানব কী করে? এত বড় বাড়ি, কে কোথায় যাচ্ছে আসছে তা কি নজরে পড়ার কথা? বারবাড়িতে থাকে কেন?

ও ঘরে ও খেলা করে। পড়ে।

কোন ঘরটায় বলো তো!

যে ঘরে শশিভূষণ ছিল।

তার মানে নলিনীর ঘর! হেমকান্ত খুবই অবাক হয়ে বলেন, ও ঘরে ও একাই থাকে নাকি?

একদম একা।

হেমকান্তর এর পরেও অনেক প্রশ্ন থাকার কথা, কিন্তু সে সব করলেন না। একটা কথা মনে মনে স্থির করে নিলেন। তারপর অনেকক্ষণ বাদে বললেন, ছেলেটা অদ্ভুত।

এ কথার জবাব কী দেবে চপলা ভেবে পেল না। হেমকান্ত কোনো প্রশ্ন করেননি। কিন্তু তবু বোধ হয় কিছু শুনতে চান। তেমনভাবেই চপলার দিকে তাকালেন।

চপলা মৃদু স্বরে বলল, খুবই অদ্ভুত বাবা। তবে এটা পাগলামি নয়। অন্য কিছু।

কোন করে বলছ? কিসের ধ্যান? ও তো কোথাও দীক্ষা নেয়নি।

ওর ঘরে ঠাকুরের ফটো আছে।

ওঃ, নলিনীর সেই পাবনার ঠাকুর! বলে আবার চুপ করে থাকেন হেমকান্ত। একটু যেন চিন্তিত। তারপর বললেন, তোমরা কিছু বলতে যেও না। ওজন বুঝে কথা না বললে একটা প্রবলেম হয়ে যেতে পারে। যা বলার আমিই বলব।

বাকি রাতটা হেমকান্ত খুব আনমনে খেয়ে উঠে গেলেন।

গভীর রাতে কেরোসিনের উজ্জ্বল বাতির সামনে বসে হেমকান্ত তাঁর ছেলের কথা ভাবলেন কিছুক্ষণ। তাঁর ছেলে! ভাবতে শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে পুলকে, গৌরবে, আনন্দে। কিন্তু বস্তুত নিজের কোনো সন্তানকেই তো তিনি সৃষ্টি করেননি। তারা তাঁর মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছে মাত্র। কী করে তারা শরীর ধারণ করল, কোথা থেকে পেল প্রাণ সে রহস্য তো তাঁর অধিগম্য নয়। তবে এ ছেলে

www.MurchOna.com

তাঁর একথা তিনি ভাবেন কেন ? এই যে "আমার ছেলে" বা "আমার" বলে বোধ এ এক বিষম অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা। আসলে তাঁর সন্তান বলে তিনি যাদের জানেন তারা কোনো বৃহতের জটিল সৃষ্টিলীলার ফসল। তিনি নিজেও তাই। হেমকান্ত শুধু এদের অভিভাবক, নিরাপত্তারক্ষী ও যোগানদার। এইসব মহৎ চিন্তা আজ তাঁর হৃদয়কে দ্রব করে ফেলল। মনটা প্রসারিত হয়ে গেল বহু দূর পর্যন্ত।

এই রাত্রির নির্জন নিরাশ্রয়ে হেমকান্ত তাঁর বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভাবলেন। একথা সত্য যে তাঁর জীবনে এখন দুই স্তরের দুটি গ্লানির সংক্রমণ ঘটেছে। তাঁর নিজের জীবনে মনু ! তাঁর পুত্রবধূর ক্ষেত্রে শচীন। এই দুই গ্লানি আজকাল অহরহ তাঁকে নিষ্পেষিত করে। চপলার ব্যভিচারহেতু তাঁর নিজের সঙ্গে মনুর সম্পর্কটাকে পর্যন্ত অশুচি মনে হয়। অথচ এরকম মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই। সেদিনকার সেই কিশোরীর বয়ঃসন্ধির বাঁধনছেঁড়া ভালবাসা আজ বয়স ও অভিজ্ঞতার শাসনে সংযত ও সেবামুখী। তিনি নিজেও মৃত্যুচিন্তায় আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে আরো স্তিমিত, আরো শ্লথ। তবু একটা ঘনায়মান ব্যভিচারের নৈকট্য নতুন করে তাঁর আর মনুর সম্পর্কটাকে বিচার করতে চাইছে অন্য একরকম মাপকাঠিতে। আসছে সংশয়, সন্দেহ, যা আগে কখনো ছিল না।

এই ক্লিষ্ট সময়টায় কৃষ্ণকান্তের মধ্যে কয়েকটি উজ্জ্বল লক্ষণ দেখে তাঁর গ্লানি অনেক কেটে গেল। বুকটা হালকা লাগতে লাগল।

বাইরে তুমুল বৃষ্টিপাত ঘটে যাচ্ছে। জানালার পাল্লা সামান্য ফাঁক করতে গিয়ে তিনি বায়ুবেগের প্রবলতা টের পেলেন। যতদূর চোখ যায় অন্ধকারে সাদা আবছা একটা পতনশীল জলের ঝরোখা।

জানালা আবার বন্ধ করে দিয়ে তিনি ডায়েরি লেখার খাতাটি খুলে বসলেন।

আজ মনে হইতেছে, বয়স হইয়াছে, এ জীবনের অনেক ছেলেখেলা এবার গুটাইতে হইবে। কিন্তু মন কি বয়সের শাসন মানে ?

আশ্চর্য এই, যখন যৌবন ছিল তখন আমি প্রকৃত বৃদ্ধের ন্যায় নিস্পৃহ ও উদাস আচরণ করিয়াছি। স্ত্রী ছাড়া অন্য নারীর যৌবনের দিকে আগ্রহী হই নাই। নিজের স্ত্রীর প্রতিও যথোচিত মনোযোগী ছিলাম ? মনে হয় না।

আজ যখন যৌবনের ভাণ্ডটি ফুরাইয়াছে, বয়সে লাগিয়াছে অস্তায়মান জীবনসূর্যের রঙ তখন একটা হাহাকার হৃদয় জুড়িয়া বাজিতেছে। কেবল মৃত্যুভয় নহে, ইহার মধ্যে সুপ্ত ভোগস্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা ও যৌবনোচিত আরো অনেক অতৃপ্ত বাসনা লুক্কায়িত আছে। মানুষ তো কেবল কতকগুলি আকাঙ্ক্ষারই সমষ্টি নহে। বিধাতা তাহার মধ্যে অন্য সম্ভাবনার বীজও উপ্ত করিয়াছেন। তবু মানুষ বুঝি আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কিছুই জানে না।

আমার জীবনটার শেষভাগ এই আত্মধিক্কারেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আজ এই পরিণত বয়সে যখন সব সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ স্বপ্নের দুয়ার রুদ্ধ হইয়াছে, যখন আর কিছুই হওয়ার নাই বলিয়া ধ্রুব জানিয়াছি তখন মাঝেমধ্যে যৌবনের পাছদুয়ারটি খুলিয়া দিয়া স্মৃতি রোমন্থন করিতে বড় মধুর লাগে।

সেই কিশোরীটির সব কথা এখনো ফুরায় নাই। তাহার সাঙ্ঘাতিক ভালবাসা ক্রমে আমাকে তাহার প্রতি মনোযোগী করিয়া তুলিল। তাহার পিতা এস্টেটের সামান্য কর্মচারী মাত্র। তাহার সহিত সুতরাংপ্রকাশ্যে সহজভাবে আলাপাদি করা অসঙ্গত ও দৃষ্টিকটু হইত। কিন্তু কোনোপ্রকারে ইহার নৈকট্যও আমার কাম্য বিষয় হইয়া উঠিল।

অনেক ভাবিয়া স্থির করিলাম, ইহাকে যদি আমার স্ত্রীর সর্ব সময়ের সঙ্গিনী ও সাহায্যকারিণী নিয়োগ করি তাহা হইলে বোধ করি তেমন খারাপ দেখাইবে না।

কিশোরীটি রোজ প্রাতঃকালে কুঞ্জবনে ফুল তুলিতে যাইত। এই খবরটি আমার জানা ছিল। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ ও কখনো প্রাতঃভ্রমণ আমারও অভ্যাস ছিল।

www.MurchOna.com

একদিন ভোরবেলা যখন আকাশের তারা মুছিয়া যায় নাই, ব্রহ্মপুত্রের বুক হইতে দেবতাদের শরীর-গন্ধ বহন করিয়া এক অলৌকিক বাতাস বহিয়া আসিতেছে, আমাদের সাংসারিকতার স্তর যখন এক স্বপ্নলোকে নিমজ্জিত হইয়া আছে, তখন দুরুদুরু বক্ষে আমি কুঞ্জবনে গিয়া ঢুকিলাম।

কিশোরীটি বড়ই চপলা, দুষ্টমতি। আবছায়া ভোরের আলোয় আমি একটি করবী বৃক্ষের নিচে তাহার ছায়ামূর্তিটি দেখিতে পাইয়া অনুচ্চস্বরে নাম ধরিয়া ডাকিলাম। ছায়ামূর্তি চমকাইয়া উঠিয়া কিছুক্ষণ স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। পরমুহূর্তেই আর তাহাকে দেখা গেল না। আমি বেশী ডাকাডাকি না করিয়া নিঃশব্দচরণে তাহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলাম। বেশী ডাকাডাকি করিলে লোকে জানিয়া যাইবে।

কিন্তু কিশোরীটি দুষ্টবুদ্ধিতে অদ্বিতীয়া। কখনো খুব নিকটেই তাহার পদশব্দ শুনি। অদূরে তাহার দেহের স্পর্শে পত্রপুষ্প শিহরিত হইতেছে। অথচ সে ধরা দিতেছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমি ক্লান্ত হইয়া অনুচ্চ স্বরে বলিলাম, তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল যে! শুনতে চাও না?

আমার পশ্চাতে কয়েক হাত দূর হইতে সে বলিল, কী কথা?

সুনয়নীর শরীরটা ভাল নেই। তুমি ওর কাছে থাকবে?

ঝি হয়ে নাকি?

না, না, ছিঃ! ও কী কথা!

তবে কী হিসেবে থাকব?

এমনি থাকবে। সখি হয়ে।

সই! বুদ্ধিটা কার?

ধরো না কেন, আমারই।

কিশোরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, তোমার তো খুব বুদ্ধি!

আমি মাথা চুলকাইয়া বলিলাম, থাকবে কিনা বলো।

কী দেবে?

যা লাগে সবই পাবে। শাড়ি গয়না টাকা। সুনয়নী মানুষও ভাল।

হঠাৎ কিশোরী চাপা গর্জনে বলিল, থাক, আর বউয়ের প্রশংসা করতে হবে না।

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, তা বলিনি। বলছিলাম সুনয়নী তোমাকে কোনো কষ্ট দেবে না।

আমি শাড়ি গয়না টাকা কিচ্ছু চাই না।

তবে কী চাও?

আমি সতীনের সেবা করতে পারব না।

সতীন! আমি নির্লজ্জ মেয়েটার এই সাঙ্ঘাতিক বেহায়াপনায় একেবারে হতবাক হইয়া গেলাম। বুকের ভিতরটা দমাস দমাস করিতে লাগিল। পাগলিনী বলে কী!

আমি গলা খাঁকারি দিয়া কহিলাম, ওসব আবার কী কথা!

কেন, তোমার কি লজ্জা হল নাকি?

আমি কিশোরীকে মুখোমুখি দেখিবার জন্য পিছন ফিরিলাম। একটি ঝুমকা ফুলের গাছের আড়ালে সে দাঁড়াইয়া আছে।

বলিলাম, তোমারও এসব বলতে লজ্জা হওয়া উচিত।

কেন, সেদিন তো নদীর পাড়ে অন্য কথা বলেছিলে।

আমি সঙ্কুচিত হইয়া বলি, তোমার কি ভয়ডর নেই? এসব আর কাউকে বোলো না। বললে কলঙ্ক রটবে। তোমার বিয়ে হবে না।

বিয়ে আবার নতুন করে কী হবে? দুবার হয় নাকি?

www.MurchOna.com

আমি প্রমাদ গণিলাম। গলা খাঁকারি দিয়া কহিলাম, আচ্ছা, ওসব কথা থাক। কাজটা করবে তো!

আমাকে ওর সেবা করতে নিচ্ছ কেন?

ভাবলাম আলসো সময় কাটিয়ে কী করবে! তোমারও কাজ হবে, সুনয়নীরও ভাল হবে।

আমাকে তুমি দেখতে পারো না কেন?

কে বলল দেখতে পারি না?

আমি সব টের পাই।

আচ্ছা, আর ছেলেমানুষী করতে হবে না! তোমার বাবাকে আজই বলব যাতে সুনয়নীর কাছে তোমাকে পাঠায়।

কিশোরী ধৈর্যহীন স্বরে কহিল, না, বাবাকে বলবে না।

তাহলে? তুমি কি কাজ করতে চাও না?

কাজ আবার কী? আমি চাকরি করতে পারব না।

এটা চাকরি হবে কেন?

আমি সব বুঝি। শোনো, আমি সুনয়নীর কাছে এমনি থাকব। সেবা-টেবার ত্রুটি হবে না। কিন্তু তার বদলে টাকা পয়সা গয়নাগাঁটি কিছু দিতে পারবে না। আমি ওসব নেবো না।

কেন, নিলে ক্ষতি কী?

তোমরা বড়লোক, ইচ্ছে করলেই দিতে পারো। কিন্তু ওসব আমার চাই না।

এই কিশোরী যে সহজে প্রলুব্ধা হইবে না এইরকম ধারণা আমার ছিল। ইহার মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব আছে, যাহা সহজলভ্য নহে। আমাকে ইহার চরিত্রের সেই রহস্যময় দিকটিই মুগ্ধ করিল। কিশোরীর চেহারাটি ধারালরকম এবং আকর্ষণীয় বটে, কিন্তু আমার রূপতৃষ্ণা বিশেষ প্রবল নহে। সুতরাং একমাত্র নারীদেহ বা রূপ দেখিয়া মোহিত হওয়া আমার চরিত্রে নাই। কিন্তু এই কিশোরীর ওই অতিরিক্ত, ব্যাখ্যার অতীত একটা চারিত্রিক গুণ আমাকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিল। ব্যাখ্যার অতীত এই কারণে যে, মেয়েটি নিতান্তই দরিদ্র এক কর্মচারীর কন্যা। ইহাদের সংসারে নিত্য অভাবের গীত কীর্তন হইতেছে। সেই বিকট দারিদ্র্যের দূষিত আবহাওয়া ইহাদের নৈতিক বোধ ও সততারও হানি ঘটাইতেছে। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ অস্তমিত, এখন বুঝি তাহার মনুষ্যত্বও যায়। সেই পরিবেশে জন্মিয়া ও লালিত পালিত হইয়া এই মেয়েটি কী করিয়া নিজের অভ্যন্তরে দীপশিখাটিকে নিষ্কম্প রাখিয়াছে তাহা কে জানে! কিংবা মেয়েটি আমার প্রতি মোহমুগ্ধ বলিয়াই কি বিষয়গত ক্ষুদ্রতা হইতে উর্ধ্বে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে? এবং আমিও ইহার প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইয়া একান্তই ভাবাবিষ্ট নয়নে ইহার গুণ আবিষ্কারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি!

আমি মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তবে কী চাও?

তোমাকে খুশি করার জন্য কাজটা করব। আর কিছু চাই না।

বেশ। তাই করো।

তুমি খুশি হবে তো?

হ্যাঁ, হবো।

কাজ না দেখেই?

আমি ব্যথিত হইয়া কহিলাম, কাজ তো বেশী কিছু নয়। আসলে কাজ নেইও। শুধু একটু সঙ্গে থাকা। কাজ করার জন্য তো ঝি চাকরের অভাব নেই।

আমি তো ইহাকে কিছুতেই বলিতে পারিলাম না যে, সঙ্গে থাকার জন্যও সুনয়নীর অনেক লোক আছে। আমি শুধু ইহার নৈকট্য কামনা করিয়া সঙ্গে থাকার ব্যাপারটি মস্তিষ্ক হইতে বাহির করিয়াছি।

www.MurchOna.com

কিশোরী হঠাৎ কহিল, তোমার বউ আমাকে পছন্দ করবে তো !

করবে না কেন !

একটু জিজ্ঞেস করে দেখো।

কেন বলো তো !

আমার বউকে খুব বোকা ভেবো না। সেই চিঠি দেওয়ার পর একদিন বুড়ো খাজাঞ্চিমশাই হঠাৎ আমাকে দিয়ে একটা পরচা লেখালেন। কেন লেখালেন তখন বুঝতে পারিনি। পরে টের পেয়েছি। আমার হাতের লেখা তোমার বউ পরীক্ষা করেছে।

আমি বিস্মিত ও ভীত কণ্ঠে কহিলাম, তারপর ?

কিশোরী হাসিয়া কহিল, আমি তিন রকম হাতের লেখা জানি।

॥ ৬২ ॥

গায়ে নাড়া দিয়ে কে যেন উত্তেজিত স্বরে ডাকছে, কুট্টিদা ? কুট্টিদা ?

ধ্রুব একটা অতল ঘুমের খাদ থেকে উঠে আসছিল। অতি কষ্টে চোখ খুলে তাকাল সে। মাথার ওপর তারাভরা আকাশ, নীচে কঠিন কংক্রিট। এ রকম পরিস্থিতি তার কাছে অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ রকম হতেই পারে। সে আবার চোখ বোজে। শরীরের মধ্যে বিকেলের কেটে যাওয়া নেশা এখন শোধ নিচ্ছে। মাথাটা লোহার মতো নীরেট আর ভারী। তীব্র একটা যন্ত্রণায় খুলে পড়ছে চোখের ডিম। সে আবার চোখ বোজে।

কুট্টিদা ! কুট্টিদা !

কে রে ?

আমি রতন। ওঠো, ওঠো শীগগীর।

ধ্রুব ভারী বিরক্ত হয়ে বলে, কোন রতন ?

আমি রতন। কী হয়েছে তোমার ? এখানে কেউ শুয়ে থাকে ? ওঠো !

উঃ, কী চাস ?

ওঠো ! বাড়ি চলো।

ধ্রুব চোখ খোলে। একটা গহন গুহার অন্ধকার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে সে অস্ফুট স্বরে বলে, কী হয়েছে ?

এখানে শুয়ে আছো কেন ? কত বড় বাড়ির ছেলে তুমি সে কথা ভুলে যেতে আছে ? ওঠো শীগগীর !

শরীরটা এমন সেঁটে গেছে ফুটপাথে যে তোলা অসম্ভব। তবু ধ্রুব প্রাণপণ চেষ্টায় একটু নড়ে। কিছু না ভেবেই সে জিজ্ঞেস করে, রেমিকে শ্মশানে নিয়ে গেছে নাকি ?

শ্মশানে ! কী যে বলো না ! শ্মশানে নেবে কেন ?

তবে ডাকছিস কেন ? কী হয়েছে ?

তোমাকে নিয়ে পারা যায় না। দাঁড়াও আমি তোমাকে ধরে তুলছি।

রতন লোকটা কে তা ধ্রুব চিনতে পারছে না। তবে লোকটার গায়ে বেশ জোর আছে। বগলের তলায় দুটো হাত ভরে দিয়ে পিছন থেকে এক ঝটকায় তুলে ফেলল তাকে। মাথাটা চড়াৎ করে ঘুরে গেল ধ্রুবর। দপ দপ করতে লাগল চোখের ডিম। মাথাটা ঝুলে পড়ল আলগা অনাত্মীয় একটা জিনিসের মতো। সবচেয়ে বিপদের কথা হল, ধ্রুব নিজের পা দুটোর জায়গায় একটা শূন্যতা অনুভব করল হঠাৎ। তার ধারণা হল, ফুটপাথে শুয়ে থাকার সময় কোনো গাড়ি তার পা দুখানা কেটে দিয়ে গেছে।

www.MurchOna.com

পা ! ওঃ, আমার পা ! বলে ধ্রুব চেঁচিয়ে ওঠে ।

রতন নামক লোকটা মোলায়েম গলায় বলে, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করো । পা দুটো অমন ভাঁজ করে রেখেছো কেন ?

ধ্রুব চেষ্টা করে । কিন্তু পা দুটো কোথায় তা সে বুঝতে পারে না কিছুতেই । দুটো দাঁড়ার মতো জিনিস সে দেখতে পাচ্ছে তলার দিকে । ও দুটোই পা নাকি ?

রেমি ! রেমি এখনো মরেনি ?

কী যে সব বলো তুমি ! মরবে কেন ?

তাহলে ?

রক্ত দেওয়া হচ্ছে । পাঁচজন সারজেন এসে গেছে । একজন বড় হোমিওপ্যাথ আছে । এক তান্ত্রিককে আনা হয়েছে ।

অপারেশন ?

তা জানি না । তবে কিছু একটা হচ্ছে ।

এখন কি রাত ?

ভোর চারটে ।

ধ্রুব সোজা হয়ে দাঁড়ায় । ঘুমটা ঝরে পড়ছে শরীর থেকে । আস্তে আস্তে ঝিঁঝি ছাড়ার মতো নেশাটা কেটে যাচ্ছে তার । কিন্তু নেশা কাটা কোনো আরামদায়ক অনুভূতি নয় । ব্যথা যন্ত্রণা তেষ্টা হতাশা চাগাড় দিয়ে ওঠে ।

হাঁটতে পারবে ?

পারব । বলে রতনের দিকে তাকায় ধ্রুব । চিনতে পারে । চুনী পিসির ছেলে । আপন পিসি নয়, একদা তাদের দেশের বাড়িতে রতনের মা ছিল দাসী । ছোটো পিসির খাস দাসী ।

ধ্রুব বলল, এবার ছেড়ে দে ।

রতন সাবধানে হাত সরিয়ে নেয় । বলে, এই ঠাণ্ডায় এ ভাবে শুয়ে ছিলে, সর্দি বসে যায় যদি ?

আমার কিছু হয় না । ওদিককার খবর কী ?

খারাপ কিছু নয় বোধ হয় । বড় কর্তা বসে আছেন । চিন্তা নেই । বহু লোক এসেছে । তুমি বাড়ি যাবে ?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, না ।

রতন হাত দিয়ে ধ্রুবর জামাকাপড় ঝেড়ে দিতে দিতে বলে, তাহলে একটা গাড়ি খুলে দিই ! শুয়ে থাকো ।

একটা সিগারেট দে তো !

আমি তো খাই না । দাঁড়াও কারো কাছ থেকে চেয়ে আনি ।

থাক । বলে ধ্রুব একটা মস্ত হাই তোলে ।

বাইরে নিঃঝুম কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে শুধু । লোকজন কেউ নেই । এই ঠাণ্ডায় সবাই লবিতে ভীড় করেছে । শুধু একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় ঠেস দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জয়ন্ত । খুবই রহস্যময় এবং আততায়ীর মতো দেখাচ্ছে তাকে ।

চোখে চোখ পড়তেই জয়ন্ত বলল, সিগারেট ? আমার কাছে আছে । নেবেন ?

ধ্রুব উদার গলায় বলে, দাও ।

জয়ন্ত এগিয়ে আসে । পকেট থেকে সিগারেট বের করে দেয় । তারপর বলে, আমি এতক্ষণ আপনাকে পাহারা দিচ্ছিলাম ।

তাই নাকি ? বলে ফের হাই তোলে ধ্রুব । তারপর বলে, পাহারা দেওয়ার কিছু নেই । আমার অভ্যাস আছে । মাতালদের মুখে কত কুকুর মুতে দিয়ে যায় । ওতে কিছু হয় না । ইটস অল ইন দি

www.MurchOna.com

গেম। রেমির কোনো খবর পেলে ?

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলে, না। আমাকে খবর দেবে কে ? ভিতরে ঢুকতেই পারছি না। আপনার রিলেটিভরা গোটা নারসিং হোম দখল করে আছে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলেই এমনভাবে তাকাচ্ছে যে, আমি যেন শত্রুপক্ষের লোক।

ধ্রুব সিগারেটটার কোনো স্বাদ পাচ্ছে না। ফস ফস করে বিস্বাদ ঝাঁঝহীন ধোঁয়া অভ্যাসবশে কয়েকবার টেনে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, রেমির একটা খবর নে তো রতন।

নিয়েছি তো। এতক্ষণ ভিতরেই ছিলাম।

তবু আর একবার যা।

যাচ্ছি। তুমি চলো, গাড়ির মধ্যে শুয়ে থাকবে।

আমার জন্য ভাবছিস কেন ? আমি সিদ্ধ মাতাল। এ সবে কিছু হয় না।

বাড়ির একটা সম্মান আছে তো !

আচ্ছা যা, আর ফুটপাথে শোবো না।

ভিতরে গিয়ে বসতেও পারো।

সেটা অনেকে পছন্দ করবে না। তুই যা। তাড়াতাড়ি খবরটা নিয়ে আয়।

রেমি তার সারা জীবনেও এত ফুল কখনো দেখেনি। চারদিক থেকে ফুলেরা ঝেঁপে ধরেছে তাকে। সাদা, হলুদ, লাল, গোলাপী কত রকমের যে ফুল, সব ফুল রেমি তো চেনে না। যেদিকে চোখ ফেরায় রেমি সেদিকেই শুধু রাশি রাশি থোকা থোকা, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। আর কিছু নেই। এত সুন্দর সব গন্ধ যে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

ক্ষীণ কণ্ঠে রেমি বলল, এত ফুল কেন ?

একটা কর্কশ পুরুষ গলায় কে যেন নেপথ্য থেকে জবাব দিল, ফুল তোমার ভাল লাগে না ?

লাগে। কিন্তু এত ফুল কেন ?

সবাই তোমাকে ফুল দিচ্ছে যে, কী করা যাবে।

আমার শ্বাস আটকে আসছে। ফুল দিচ্ছে কেন আমাকে ?

পুরুষ গলা বলল, আসলে আমরা একটা ফুলের বাগানের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি।

এটা কি বাগান ?

এখানে ফুলের চাষ হয়। চলো।

কোথায় যাবো ?

চলো। হাতটা বাড়াও, আমি ধরছি।

রেমি ভুলেও জিজ্ঞেস করল না "তুমি কে ?" জিজ্ঞেস করতে নেই। সে কি জানে লোকটা কে ? না, সে জানে না। তবে মনে হয় এ লোকটা খুব স্বাভাবিকভাবেই তার সঙ্গে আছে। থাকারই কথা যে।

রেমি হাতটা বাড়ায়। ভারী দুর্বল, নির্জীব তার হাত। কাঁপছে, অবশ হয়ে আসছে। সে হাত বাড়াতেই একটা শক্ত কঠিন কর্কশ ঠাণ্ডা হাত সেটা ধরল। তারপর আস্তে আস্তে টেনে নিতে লাগল তাকে।

অজস্র বিচিত্র ফুলের রং অন্ধ করে দিচ্ছিল রেমিকে। গন্ধে পাগল হয়ে যাচ্ছে সে। পথ দেখতে পাচ্ছে না, লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে না। তবু যাচ্ছে। শুধু যাচ্ছে। ফুলগুলো সরে সরে যাচ্ছে একটু করে। গালে, মুখে, কপালে স্পর্শ করছে বার বার। ভেজা, ঠাণ্ডা অদ্ভুত স্পর্শ।

পায়ের তলায় কি জল ? ঠাণ্ডা, ভেজা মাটি, গা শিরশির করে, শীত শীত করে। শিউরে শিউরে ওঠে রেমি। হাঁটে। তার দুচোখ বেয়ে জল পড়ছে। সে কি কাঁদছে ? কেন কাঁদছে ?

www.MurchOna.com

হঠাৎ সে তার সঙ্গীকেই জিজ্ঞেস করে, আমি কি কাঁদছি গো ?

হ্যাঁ।

কেন বলো তো ! আমার তো কিছু মনে পড়ছে না !

মনে করে দেখার দরকার কী ?

তবে কাঁদছি কেন ?

মনের মধ্যে কান্না জমে ছিল বোধ হয়। কাঁদো। কাঁদলে চোখের জলে মাটি উর্বর হবে। আরো ফুল ফুটবে।

কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয় রেমির কাছে। ঠিকই তো। এ কথা সে তো ভূগোলের বইতেও পড়েছিল। চোখের জল মাটির উর্বরতা বাড়ায়। ভূগোলের বই ? না কি বিজ্ঞানের বই ! ঠিক মনে নেই।

আমার পা অবশ হয়ে আসছে কেন গো ?

পা ?

হ্যাঁ। আমি পা দুটোয় সাড় পাচ্ছি না। অবশ।

একটু হাসির শব্দ শুনল রেমি। তবে বিদ্রূপের হাসি নয়। মজার হাসি। পুরুষটি বলল, শুধু পা নিয়ে ভাববার কিছু নেই।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ রেমি। শরীরটা কিছু নয়।

তা অবশ্য ঠিক।

যখন শরীর থাকবে না তখন তুমি সব কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে থাকবে।

কি রকম গো ?

এই ফুল মাটি জল বাতাস সব কিছুই তখন রেমি হয়ে যাবে।

খুব মজা হবে, না ?

হ্যাঁ, সে ভারী মজা। ভারী আনন্দ।

তখন কেউ ভাল না বাসলেও দুঃখ হবে না, না ?

না, একটুও না। কিন্তু তখন তোমাকে সকলেই ভালবাসবে।

বাসবে ? ঠিক জানো ?

না বেসে উপায় আছে ?

রেমি মৃদু একটু হাসল। আবেগের হাসি। ঠিকই তো। তখন ভাল না বেসে উপায় আছে ? তখন তো রেমিকেই শ্বাসের সঙ্গে বুকের মধ্যে নিতে হবে। রেমি যে বাতাস হয়ে যাবে তখন। রেমি হয়ে যাবে ফুল। তখন রেমির দিকে তাকিয়েই মুগ্ধ হয়ে যেতে হবে। রেমি হয়ে যাবে মাটি। আর মাটিকে কি অস্বীকার করা যায় ? তখন চারদিকটাই হয়ে যাবে রেমি-ময়। সবকিছুই রেমি হয়ে যাবে।

রেমি বলল, আমার খুব ভাল লাগছে।

লোকটা জবাব দিল না। শুধু অনুকম্পার একটু হাসি হাসল। রেমি বলল, শুনতে পাচ্ছো ?

পাচ্ছি।

আমি কিন্তু আর হাঁটতে পারছি না। এবার চলো ফিরে যাই।

কোথায় ফিরে যাবে ?

তাই তো ! রেমি ভেবে পেল না, কোথায় ফিরবে। তার যে কিছু মনে পড়ছে না। অনেক ভেবে সে বলল, ফিরে যাওয়ার কথা কি ছিল না !

ওঃ, হ্যাঁ। সেইখানেই তো তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

www.MurchOna.com

কোথায় এলো তো !

যেখানে তুমি ছিলে। আকাশ বাতাস মাটি গাছপালার মধ্যে।

তাদের মধ্যে মিশে যাবো ?

যাবে রেমি। বললাম তো !

কিন্তু আর একটা জায়গা ছিল যে আমার ! রেমি বলে কোনো কোনো লোক ভাবত আমাকে। তারা খুব মজার লোক।

তাদের কাছে আর নয় রেমি।

নয় ? রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

না, রেমির কিছু মনে নেই। মনে নেই সেই কালীঘাটের বাড়ি, যেখানে একটা অদৃশ্য খোঁটায় বাঁধা ছিল তার অস্তিত্ব। কিছুতেই ছেঁড়া যেত না বন্ধন। অথচ কেউ বাঁধেনি তাকে।

রাজার ফ্ল্যাট থেকে এক অবশ্যম্ভাবী পতনের মুখ থেকে জয়িতাকে নিয়ে ফিরে এসেছিল রেমি। তার সর্বাঙ্গ বলে উঠতে চেয়েছিল, ওগো, এই দেখ, এখনো আমি শুদ্ধ, এখনো একগতি, এখনো আমি তোমারই।

কিন্তু কে শুনবে সেই আর্ত নীরব চিৎকার ? ধ্রুব ? হায়।

সেই দিন জয়িতা অনেকক্ষণ বসে ছিল তাদের বাড়িতে ধ্রুবর সঙ্গে দেখা করবে বলে। দেখা হয়নি। ধ্রুব ছিল না।

অনেক রাত অবধি জয়িতাকে আটকে রেখে গাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়ে দিল রেমি। তার খুব ইচ্ছে ছিল, ধ্রুবর সঙ্গে জয়িতার আলাপ করিয়ে দেয়। সে যে রাজার সঙ্গে কোনো অবৈধ সংসর্গ করেনি তার সাক্ষী ছিল তো জয়িতা, তাই।

ধ্রুব ফিরল অনেক রাতে। বেশ মাতাল। তবে বেহেড নয়।

সেই রাতেও রেমি নীচের ঘরে ছিল।

ধ্রুব তাকে দেখে মৃদু হেসে বলল, সব হল ? বরফ ভাঙল তাহলে ?

রেমি শিউরে উঠে বলে, না, না, ছিঃ।

ছিছিক্কার কেন ? গো অ্যাহেড। আবার কাল চলে যেও। রোজ যেও। কিছু হয় না ওতে।

রেমি এর জবাবে কী বলবে ভেবেই পেল না। শুধু অসহায় কাহিল হয়ে বসে ছিল বিছানায়।

ধ্রুব গোটা চারেক অ্যান্টাসিড গিলে বলল, আমি চেয়েছিলাম তোমার মুক্তি। এতকাল পরে সেটা হল।

রেমি আবার আতঙ্কিত হয়ে বলে, না।

মুক্তি হয়নি বলছ ?

তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না ?

আমার বিশ্বাস অবিশ্বাস দিয়ে তোমার কী হবে ?

আমার সঙ্গে রাজার কিছু হয়নি। কিছু না। পায়ে পড়ি, এ প্রসঙ্গ আজ আর তুলো না।

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বিছানায় এসে তার পাশে বসে বলল, আজ তোমাকে বেশ ব্রাইট দেখাচ্ছে।

কেন ? রেমি সভয়ে প্রশ্ন করে।

কেন সে তো তোমার জানবার কথা।

মোটেই ব্রাইট দেখানোর কথা নয়। সেই দুপুর থেকে তোমার জন্য বসে আছি। এতক্ষণ জয়িতা ছিল।

জয়িতা কে ?

রাজার ভাগ্নী।

www.MurchOna.com

ও।

চেনো !

দেখেছি। ও এসেছিল কেন ?

তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

কেন, আমার সঙ্গে ওর কী দরকার ?

ও তোমার অ্যাডমায়ারার।

তাই নাকি ?

তোমার তো অনেক অ্যাডমায়ারার। আজ সব শুনলাম।

ধ্রুব মৃদু একটু হাসল। তারপর অস্ফুট গলায় বলল, গার্লস... ! কথাটা শেষ করল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আমার কথা থাক। তোমার কথা বলো।

আমার কী কথা ?

ডিটেলস।

কিসের ডিটেলস ?

সব। যা ঘটল তার সব। যদি অবশ্য আপত্তি না থাকে।

ঠিক এই সময়ে রেমির রাগ হল। সত্যিকারের রাগ। এই মাতাল, চরিত্রহীন, অস্থিরমতি পুরুষটির জন্য ভিতরে এক গভীর ও যুক্তিহীন ভালবাসার কারণ খুঁজে না পেয়ে নিজের ওপরেও তার এক তীব্র রাগ হল। দুই রাগ মিলে মিশে আচমকাই ফুঁসে উঠল সে।

তোমার ঘেন্না হয় না ! ঘেন্না হয় না জিজ্ঞেস করতে ? আমাকে কী মনে করো তুমি.. ?

বলতে বলতে রেমি ধ্রুবর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে জামা-কাপড় ছিঁড়ে একটা ছেলেমানুষীর ঝড় তুলে দিল।

প্রথমটায় ধ্রুব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বিছানায় পড়ে গিয়ে রেমির আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। তারপর দু হাতে রেমির দু হাত চেপে ধরে বলল, নেশাটা কাটিয়ে দেবে নাকি ?

দেবো। সব নেশা কাটিয়ে দেবো

কেন ?

তুমি কেন ভালবাসবে না আমাকে ?

এ কি গায়ের জোরের জিনিস রেমি ?

আমার কোনো জোর নেই ?

না। আজ আর নেই।

॥ ৬৩ ॥

ইরফান নামে যে লোকটাকে বিপিন লাঠির তালিম দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছে সে লোকটা যে ওস্তাদ এক নজরেই বোঝা যায়। চওড়া ধরনের চ্যাপটা মেদহীন পেটানো শরীর। এক বিন্দু ঢিলেমি নেই শরীরে। পাখসাট মেরে লাঠি ঘোরায় বিদ্যুতের গতিতে।

বারবাড়ির মাঠের ধারে কাঠের চেয়ারে বসে নিবিষ্টভাবে দেখছিলেন হেমকান্ত। ইরফান তালিম দিচ্ছে কৃষ্ণকান্তকে। কৃষ্ণকান্তর পায়ের কাজ চমৎকার। বয়সের অনুপাতে তার গ্রহণক্ষমতা অনেক বেশি। হেমকান্ত দেখলেন, ঘণ্টাখানেকের তালিমে চমৎকার পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণকান্ত। তাঁর বুকটা ভরে যায়। গা গরম হয়ে ওঠে।

ইরফান ঘেমো শরীরে লাঠিটা নামিয়ে রেখে হেমকান্তকে একটা সেলাম দিয়ে বলল, এ তো তৈরি

www.MurchOna.com

আছে কর্তা। বেশি সময় লাগবে না।

হেমকান্তর রক্ত চনমন করছিল অনেকক্ষণ। কিন্তু চক্ষুলজ্জায় মুখ ফুটে বলতে বাঁধছিল, একটু হবে নাকি আমার সঙ্গে? ওস্তাদ লোক দেখলে কার না ইচ্ছে হয় তার সঙ্গে তাল ঠুকতে!

কৃষ্ণকান্ত ধপাস করে হেমকান্তর চেয়ারের পাশে মাটিতে বসে বলল, বাবা, আপনি একটু লাঠি ধরুন না। ইরফানদাদা ভাল লড়ে।

হেমকান্ত লাজুক গলায় বললেন, না, না। থাক।

বলেন বটে, কিন্তু চেয়ারে ঠেস দিয়ে রাখা লাঠিটা হাতে তুলেও নেন তিনি।

ইরফান একটু হেসে বিনীতভাবে বলে, ধরেন না কর্তা। ধরেন।

হেমকান্তকে আর বলতে হল না। উঠে কাপড়টা মালকোঁচা মেরে নিলেন। তারপর নেমে পড়লেন।

ইরফান ভালই লড়ে। কিন্তু হেমকান্তর বিস্মৃত-প্রায় কলাকৌশল সবই কৃষ্ণকান্তকে শেখাতে গিয়ে আবার আয়ত্তে এসেছে। আধ ঘণ্টা লাঠি ঠোকাঠুকি করলেন ওস্তাদের মতোই। ইরফান হয়তো তেমন গা ঘামাল না। একটু ছেড়ে এবং বাঁচিয়ে লড়ল। তা হোক। হেমকান্তর তৃপ্তি এটুকুই যে, তিনি ততটা বুড়িয়ে যাননি।

লড়াইয়ের শেষে হেমকান্ত খুব চওড়া মুখে হাসছিলেন। মনটা বড় ভাল লাগছে। শরীরটা লাগছে পালকের মতো হালকা আর ঘোড়ার মতো তেজী।

কৃষ্ণকান্ত বাবার কৃতিত্বে মুগ্ধ। বড় বড় চোখে হেমকান্তর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, বাবা, আপনি ইরফানদাদার চেয়েও ওস্তাদ।

ইরফানও বিনীতভাবে বলে, কর্তার হাত বড় সজুত।

হেমকান্ত লজ্জায় রাঙা হলেন।

ভেজা গামছায় গা মুছে ছেলেকে নিয়ে ঘরে এসে বসলেন হেমকান্ত। মিছরির জলে লেবু দেওয়া সরবতের গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে বললেন, শুনলাম তুমি নাকি ধ্যান-ট্যান করো!

কৃষ্ণকান্ত বলে, করি।

ধ্যান-ট্যান গুরু ছাড়া করা বিপজ্জনক। অধীরবাবুর ছেলে ওইসব করতে গিয়ে পাগল হয়ে গেল। তা তোমার এই বয়সেই ধ্যানের ইচ্ছে হল কেন?

আমি একটা বইতে পড়েছি ধ্যান করলে মনের জোর বাড়ে।

সে তো বটেই। শরীরের চেয়ে মনের শক্তি অনেক বেশি। মনের জোর যার আছে সেই প্রকৃত শক্তিমান। আর একথাও ঠিক, ধ্যান মনের শক্তি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তার জন্য একজন গুরু চাই। গুরুতে চাই ভক্তি ও বিশ্বাস।

পৈতে হলে ধ্যানে অধিকার জন্মায় বাবা?

তা জন্মায়। আচার্যও একরকম গুরু। তবে পুরুতমশাইয়ের তো বয়স হয়েছে, তাঁকে দিয়ে খুব বেশি কিছু হওয়ার নয়।

আমাদের কুলগুরু আছেন না বাবা?

হেমকান্ত একটু হাসলেন। মৃদু স্বরে বললেন, আছেন তো বটেই। তবে বাবার আমল থেকেই তাঁদের সঙ্গে সংযোগ নেই। কোথায় আছেন তাও জানি না। জানলেও লাভ ছিল না। কুলগুরুরা আজকাল আর আচরণসিদ্ধ নন।

তাহলে কি ধ্যান করব না?

করবে না কেন? তবে খুব বোশ নার্ভের ওপর চাপ যেন না পড়ে। তুমি যাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসো তাকে ভেবো। দুর্গা, কালী, শিব। যাকে পছন্দ।

আমার কালীকে পছন্দ।

www.MurchOna.com

তবে তাকেই ভেবো। কিন্তু বেশি নয়। আমি নিজে অবশ্য খুব বেশি ধর্মাচরণ করিনি। মনু বোধহয় জানে। ওর কাছে শুনে নিও।

মনুপিসির কাছেই তো আমি শুনি।

আর একটা কথা।

কী বাবা?

তুমি নাকি আজকাল একবেলা মোটে ভাত খাও।

হ্যাঁ বাবা।

কেন?

ব্রাহ্মণরা তো তাই করতেন।

উপনয়ন না হলে তো প্রকৃত ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করার দরকার নেই। তাতে বরং শরীর-টরীর খারাপ হতে পারে। তোমার মা নেই, ঠিকমতো যত্নআত্তি হয় না। তার ওপর আবার ওসব করলে—

কৃষ্ণকান্ত বাবার দিকে চেয়ে বলে, তাহলে কী করব আপনি বলে দিন।

হেমকান্ত ফাঁপড়ে পড়ে যান। নিজের ইচ্ছেমতো ছেলেকে পরিচালিত করতে তাঁর ঠিক সাহস হয় না। বিশেষ করে কৃষ্ণকান্ত যখন ঠিক সাধারণ স্তরের ছেলে নয়। আরো একটা কথা হল, কৃষ্ণকান্ত অতিশয় পিতৃভক্ত। যারা পিতৃভক্ত এবং প্রতিভাবান তাদের কী করে পরিচালনা করা যায় তা হেমকান্ত কখনো ভেবে দেখেননি। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র তাঁকে বেশ জটিলতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

হেমকান্ত কৃষ্ণকান্তর মাথায় সস্নেহে হাত রেখে বললেন, আমি তোমার ভালমন্দ যে খুব ভাল বুঝি তা নয়। কিসে যে তোমার ভাল হবে তা আমি ভেবে দেখব। তবে শুধু এইটুকু বলি, বেশি কৃচ্ছ্রসাধন করার খুব একটা দরকার নেই।

কৃচ্ছ্রসাধন নয়। ব্রহ্মচর্য।

ও বাবা, সে তো অনেক বড় কথা।

করব না বাবা?

ভেবে দেখি। একজন পণ্ডিতের বিধান নিতে হবে।

সরবত শেষ করে হেমকান্ত উঠলেন। তাঁর মনটা আজ স্বচ্ছন্দ নয়। ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি কাজ করছে। জীবনটা নানা সমস্যায় কণ্টকিত। নানা ভাবনায় মন আক্রান্ত।

বর্ষাশেষে শরৎঋতুর আবির্ভাবে চারদিকের প্রকৃতিতে একটা সাজোসাজো ভাব। বৃষ্টির দেবতা আকাশকে ধুয়ে মুছে ফটফটে নীল ফুটিয়ে তুলেছেন। তাতে ভাসছে খণ্ড মেঘের কাশফুলি সৌন্দর্য! তার সঙ্গে মিলিয়েই যেন নদীর ওপারে অফুরান মাঠে কাশফুলের বন্যা এসেছে। আজকাল সকালের বাতাসে একটু হিম থাকে। শিশির জমে থাকে ঘাসের ওপর। হেমকান্তর বড় প্রিয় এই ঋতু। দোতলার বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন নদীর দিকে। মনটা যে ভাল হয়ে উঠল, তা নয়। শুধু অন্যমনস্ক রইলেন।

আচমকাই রঙ্গময়ী আজ অপ্রত্যাশিত দেখা দিল।

এই বয়সে যদি হাতে পায়ে চোট লাগে তবে কে দেখবে তোমাকে বলো তো! অত বাহাদুরী করতে কে তোমাকে বলেছে?

হেমকান্তর মুখে আনন্দের একটা ছটা ফুটে ওঠে। হাসিমুখে বলেন আরে, হঠাৎ নিষিদ্ধ এলাকায় যে? কী ব্যাপার?

ঠাকুরবাড়ির দালান থেকে দেখতে পেলাম তুমি ওই ডাকাতে চেহারার লেঠেলটার সঙ্গে তাল ঠুকছ। দেখে ভয়ে মরি। কী জোরে লাঠি ঘোরাচ্ছিল লোকটা, আর কী ঠোকাঠুকির শব্দ! এখনো

www.MurchOna.com

বুক দুরদুর করছে।

হেমকান্ত উদারভাবে হাসলেন, তোমার এত ভয় কেন বলো তো ! আমার লাগলে সেবা করতে হত সেই ভয় ?

না। বরং উল্টোটা। তোমার চোট লাগলে আমি এসে সেবাটুকুও করতে পারতাম না। যতদিন বড় বউ আছে।

কেন পারতে না ? এত মনের অসুখে মরো কেন বলো তো !

সে কথা পুরুষমানুষেরা বুঝবে না। কিন্তু বাহাদুরিটা কাকে দেখানোর জন্য হচ্ছিল শুনি !

হেমকান্ত খুব তরল হেসে বললেন, বুড়ো বয়সের খোঁটা দিচ্ছ তো ! বুঝেছি। যদি বলি তোমাকে দেখানোর জন্য ?

আমাকে ! রঙ্গময়ী চোখ বড় বড় করে বলে, আমাকে বীরত্ব দেখিয়ে লাভ কী ? নতুন করে মজতে হবে নাকি ?

হেমকান্ত খুব রাঙা হয়ে গেলেন লজ্জায়। রঙ্গময়ী একটু ঠোঁটকাটা বরাবরই ; ওর সঙ্গে টক্কর দিতে যাওয়া বৃথা।

রঙ্গময়ী ছিটেগুলির মতো তীব্র গলায় হেসে বলে, আর বুড়ো বয়সের খোঁটা কখন দিলাম বলো তো ! তোমার কি ধারণা আমি তোমাকে বুড়ো ভাবি ?

নইলে একটু লাঠি চালাচালির জন্য অত চিন্তা হবে কেন ? ভাবছিলে বুড়ো বয়সে লেগে-টেগে গেলে হাড় গোড় ভেঙেছে। তাই না ?

তোমাকে বুড়ো-বাতিকে পেয়েছে। সব কথার মধ্যে খোঁটা দেখছ।

হেমকান্ত মৃদু হেসে বলেন, ঝগড়ার মাথাটি তো বেশ পাকা ! ওদিকে বড় বউয়ের ভয়ে মেচি বেড়াল !

রঙ্গময়ী অপলক চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, ঝগড়া করি খুব, তাই না ! আচ্ছা সে কথার জবাব পরে দেবো। কিন্তু বুড়ো বয়সের কথাটা আগে শেষ করো।

হেমকান্ত হাতজোড় করে বলেন, ঘাট হয়েছে। মাপ চাইছি।

তাহলে কখনো ভাববে না তো যে মনু আমাকে বুড়ো বলেছে !

তার জন্য তোমার অত দুশ্চিন্তা কেন বলো তো মনু ?

দুশ্চিন্তা আমার হবে না তো কার হবে ? শেষে এই নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে বসবে : তাহলে কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি !—তাহলে কি শীগগীর মরে যাবো ? তাহলে কি সংসার কথা বৃথা ? হাঁ করে এইসব ভেবে ভেবে সত্যিই বুড়োটে হয়ে যাবে।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সে চিন্তা কি সহজে ছাড়ে মনু ? বুড়ো হচ্ছিই তো মরতেও হবে।

আবার ওসব কথা !

ভয় লেগে না। সেবার অ্যাবক্তা কৃষ্ণের শাবেতি জলে পড়ে যাওয়ায় একটা কেমন লেগেছিল। আজ আর সেরকম নয়। আগেও এই যে এতকাল বেঁচে রইলাম, একদিন মরেও যাবো, এর অর্থটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কেন জন্ম হল, কেন বেঁচে থাকা, এর একটা অর্থ থাকবে তো !

সেসব ভাববার লোক আছে। তোমাকে ভাবতে হবে না।

খুব হাসলেন হেমকান্ত। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, ভালবাসা কি এরকমই যুক্তিহীন ?

কাল থেকে আর ওই ডাকাতটার সঙ্গে লাঠি খেলো না কিন্তু। বলে গেলাম।

এখুনি যেও না মনু। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কী কথা ? তাড়াতাড়ি বলো।

অত তাড়া কেন ?

www.MurchOna.com

বড় বউ কালীবাড়ি গেছে পুজো দিতে। এসে পড়বে।

কথাটা কৃষ্ণকে নিয়ে। তোমার কি মনে হয় ও একটু অস্বাভাবিক ?

রঙ্গময়ী ভ্রূ কুঁচকে বলে, ও আবার কী অলুক্ষণে কথা ? অস্বাভাবিক হবে কেন ?

একটু অন্যরকম মনে হয় না ?

না তো ! অন্যরকম কেন হবে ?

ও যে একা থাকে, ব্রহ্মচর্য করে, এক বেলা খায় এসব তুমি জানো ?

জানব না কেন ? আমিই তো বলেছি।

তুমি বলেছো ? আশ্চর্য ! কেন ?

তোমার আর সব ছেলে যেরকম সেরকমই ও হোক তা আমি চাইনি। তাই।

এরকম করে লাভ কী ?

সহ্যশক্তি বাড়বে। মনটা ঝরঝরে হবে।

তাই বলো ! আমি ভাবছিলাম, ওর মাথায় এসব পোকা ঢোকাল কে ! গোপনে গোপনে স্বদেশী করছে নাকি তাই বা কে জানে ! স্বদেশীওলাদের তো কাণ্ডজ্ঞান নেই। এইটুকু ছেলেকেও হয়তো হাতে বোমা দিয়ে সাহেব মারতে পাঠাবে।

রঙ্গময়ীর মুখটা সামান্য বিমর্ষ হয়ে গেল। গলাটা এক পর্দা নামিয়ে বলল, ও যদি নিজে থেকে স্বদেশী করতে চায় তবে কি তুমি বাধা দেবে ?

দেবো না ? কী সব বলছ ?

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সব কিছু কি তোমার আর আমার ইচ্ছেয় চলবে গো ! এ যা যুগ পড়েছে, এর হাওয়া বাতাস গায়ে লাগবেই। কৃষ্ণ তোমার অন্য ছেলেদের মতো আঁচলধরা নয়। হয় মায়ের আঁচল, নয় তো বউয়ের আঁচল ধরে যারা টিকে আছে তাদের থেকে ওর ধাত আলাদা। স্বদেশীর হাওয়া থেকে ওকে বাঁচাতে হলে তোমাকে ছেলে নিয়ে কাশীবাসী হতে হয়।

হেমকান্ত চিন্তিত মুখে রঙ্গময়ীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার ভিতরেও একটু স্বদেশী পোকা আছে মনু, আমি অনেকদিন আগেই টের পেয়েছি।

থাকলে আছে। কী করব বলো !

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমি পৃথিবীর ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না মনু। যা হওয়ার তা তো হবেই। শুধু তোমাকে বলি, কৃষ্ণ তোমার খুব বাধ্যের ছেলে। ওকে নিজের ছেলে বলে ভেবে ওর ভালমন্দ যা হয় ঠিক কোরো।

এ কথার মানে কী ? আমি ওকে ছেলে বলে ভাবি না নাকি ?

হয়ত ভাবো। তবু বললাম। আজ কৃষ্ণ আমার কাছে জানতে চেয়েছিল কী ভাবে চলবে। আমি বলতে পারিনি। যদি পারো তো তুমি বোলো।

কৃষ্ণকে নিয়ে তুমি অত ভেবো না। একটু শক্ত হও।

শক্ত হওয়া আর এ জন্মে হবে না মনু। তাই আমি চেষ্টা করছি নিস্পৃহ হতে। কোনোরকমে চোখ কান বুজে যদি আয়ুটা পার করে দেওয়া যায়। তারপর যা হয় হোক।

বাঃ, বেশ বীরপুরুষের মতো কথা তো ! সকালের সেই লাঠিয়াল কোথায় গেল ? মালকোঁচা মেরে খুব যে বীরত্ব ফলাচ্ছিলে এখন সেই লোকটা কোথায় ?

লাঠিবাজি কি সর্বত্র চলে মনু ? লাঠি এখন নিজের মাথায় মারতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে।

আতঙ্কিত মনু বলে, কেন গো ! ও কী কথা ?

হেমকান্ত অনুত্তেজিত কণ্ঠেই বলেন, আমার মনে বড় অশান্তি। চারদিকে কী যে সব হচ্ছে !

রঙ্গময়ী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর গাঢ় স্বরে বলে, তুমি ভেবো না। তোমার মনে অশান্তি হতে পারে এমন কিছু আমি হতে দেবো না।

www.MurchOna.com

হেমকান্ত একটু হাসলেন। বললেন, আমি কি বাচ্চা ছেলে মনু, যে আমাকে ভোলাচ্ছো!

বাচ্চার বেশিও তো কিছু নও।

তাই নাকি?

তুমি সাবালক হলে আমার আর চিন্তা ছিল কী?

আমাকে নিয়ে যে ভাবছো তার তো প্রমাণ পাই না। আমার এমন অশান্তির সময়টায় দিব্যি ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে দূরে দূরে আছো।

তাহলে কী করব? অন্দরমহলে এসে খুঁটি গাড়ব নাকি?

তাই কি বলেছি?

বড় বউ কবে যাবে?

যাবে না বলছে। কৃষ্ণর পৈতের পর যেতে চায়।

তার তো ঢের দেরী।

হুঁ। কী আর করা! শচীনের খবর-টবর রাখো নাকি?

নাঃ। সে আজকাল আমার সঙ্গে কথা বলে না। তবে বড় বউ কী কারণে জানি না তার ওপর খুশি নয়।

বলো কী? এটা তো মস্ত খবর!

তোমার কাছে মস্ত খবর বটে, আমার অন্য ভয়।

কিসের ভয়?

শচীনের মুখচোখে একটা হন্যে ভাব। বেহিসেবী কিছু করে না বসে। বড় বউ বুদ্ধিমতী বটে, কিন্তু পুরুষ পাগল হলে তাকে সামাল দিতে পারবে কি?

শচীন কী করবে?

ওর বাপ রাজেনবাবু সাঙ্ঘাতিক রাগী লোক। জানো বোধহয়।

জানি না। তবে জানলাম।

খুব অহংকারীও। শচীনের মধ্যেও সে ভাবটা আছে। বড় বউ এত দিন নাচিয়ে যদি আর পাত্তা দিতে না চায় তবে শচীন একদম বেহেড হয়ে যাবে। একদিন দোতলায় উঠে বড় বউয়ের ঘরে হানা দিয়েছিল সন্ধেবেলায়। জাপটে ধরারও চেষ্টা করে।

হেমকান্ত মেরুদণ্ডে হিমশীতল স্পর্শ অনুভব করে বিবর্ণ মুখে বলেন, তাই নাকি? তারপর কী হল?

কিছু হয়নি। বড় বউ সামলে নিয়েছিল বিপদটা। কিন্তু শচীনের মধ্যে আমি একটা পাগলামি দেখছি।

কী করব মনু?

করার অনেক আছে। শশিভূষণের মামলা উঠতে দেরী নেই। শচীনকে বরিশালে পাঠানোর কথা ছিল। তার কী হল?

ভাল কথা মনে করেছো।

শোনো, কথা ভাল হলেও প্রস্তাবে শচীন মাথা নাও পাততে পারে। বললাম তো, ওর অবস্থা ভাল দেখছি না।

তাহলে?

ওকে সঙ্গে নিয়ে তুমি নিজে যাও।

আমি?

হ্যাঁ। তুমি গেলে হয়তো চক্ষুলজ্জায় আপত্তি করবে না। ওর ওপর ছেড়ে দিলে যাবো-যাচ্ছি করে সময় কাটাবে, অজুহাত দেবে।

www.MurchOna.com

কিন্তু শশিভূষণ আমাদের কে বলো !

এমনিতে কেউ নয়। কিন্তু তোমার বাড়িতে ছিল। পুলিশ তো তোমাকে ছাড়বে না।

হেমকান্ত অনেকক্ষণ ভাবলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তোমার বাস্তববুদ্ধি আমার চেয়ে বেশি। আমি তোমার প্রস্তাব মেনে নিলাম। যাবো।

গেলে দেরী কোরো না।

কেন, এত তাড়া কিসের ?

তুমি যখন থাকবে না তখন আমি বড় বউকে কলকাতায় পাঠানোর চেষ্টা করব। এখন পাঠালে গণ্ডগোল হবে। আমার বিশ্বাস, বড় বউ কলকাতায় গেলে শচীন তার পিছু নেবে।

না, আমি কালই যাবো। শচীনকে ডেকে পাঠাচ্ছি আজ বিকেলে।

তবে আমি যাই ?

এসো গিয়ে।

রঙ্গময়ী চলে গেলে হেমকান্ত অনেকটা সময় কাটালেন প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে। বিকেলে শচীন কাছারিতে এলে ডেকে পাঠালেন।

শচীন, শশিভূষণের কেসটার জন্য আমাদের একবার বরিশাল যাওয়া দরকার।

শচীন ভ্র কুঁচকে বলল, বরিশাল ! কিন্তু আমার যে এখানে অনেকগুলো মামলা হাতে রয়েছে।

শশিভূষণের মামলায় উকিল তো দিতেই হবে।

শচীন একটু ভেবে বলে, আমি আর একজনকে ঠিক করে দেবো।

আর একজন ! সেটা কি ভাল হবে ?

কেন হবে না ? ভাল উকিলের কি অভাব আছে ?

হেমকান্ত কী বলবেন ভেবে পেলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, শশীর মামলা তুমিই লড়বে। নতুন উকিলকে ব্যাপারটা বোঝানো সময়সাপেক্ষ। একটু ভেবে দেখ যদি সম্ভব হয়। কালই আমার যাওয়ার ইচ্ছে।

আমি আপনাকে কাল জানাবো। মনে হচ্ছে যাওয়া সম্ভব হবে না।

হেমকান্ত অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু কিছু করারও তো নেই ! বললেন, ঠিক আছে। যাও।

শচীন চলে গেল।

হেমকান্ত বুঝলেন, ব্যাপারটা সহজ হবে না। রঙ্গময়ী যত বুদ্ধিমতীই হোক, ব্যাপারটা এত সহজ সরল নয়।

॥ ৬৪ ॥

আজ আর নেই ! আজ আর তার কোনো জোর নেই ধ্রুবর ওপর ! কথাটার মানে কী ? রেমি যেমন রাগে আক্রোশে আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ধ্রুবর ওপর তেমনি হঠাৎ নিবে গেল। অবশ হয়ে পড়ল।

আজ আর নেই কেন ? জল টলটলে চোখে ধ্রুবর দিকে চেয়ে সে আকুল গলায় প্রশ্নটা করে।

ধ্রুব তার দিকে চেয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল তাকে। তারপর বলল, কখনো কখনো মানুষ অধিকার হারায়। তুমিও হারিয়েছো।

কেন সেটা ব্যাখ্যা করে বলো।

অত কথা বলতে গেলে আমার নেশা ছুটে যাবে।

আমি তোমার মাথায় এক্ষুণি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবো না বললে।

ধ্রুব অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদু গলায় বলে, দু নৌকোয় পা দিয়ে চলার চেষ্টা করছো কেন

www.MurchOna.com

রেমি ? আজ দুপুরের পর থেকে আমার সঙ্গে তোমার সব সম্পর্ক শেষ হওয়া উচিত।

কেন, দুপুরে কী এমন হল ?

কী হয়েছে তার খবর কে রাখে বলো ! কিন্তু তুমি তো তৈরি হয়েই বেরিয়েছিলে। তোমার মন তো প্রস্তুত ছিল। শোনো রেমি, শরীরের কোনো দোষ হয় না। শরীর তো একটা নিরপেক্ষ জিনিস। মন যেভাবে চালায় সে সেইভাবে চলে। তোমার শরীরটা কী করেনি সেটা বড় কথা নয়। তোমার মন তো টলেছে। সেটাই আসল কথা।

এ পাগলকে রেমি কী করে বোঝাবে যে, তার শরীর যদিও বা কখনো অবাধ্যতা করে, মন করতে চায় না। সে মাথার মধ্যে একটা পাগলামির মতো কিছু টের পাচ্ছিল। গলা দিয়ে স্বর বেরোতে চাইছে না। সে ফিসফিস করে বলল, আমার মন কখনো টলেনি। কখনো না। তুমি আমাকে জোর করে তাড়িয়ে দিচ্ছো। তুমি যে কিছুতেই আমাকে সহ্য করতে পারছো না ! আমি কী করব ?

তুমি কী করবে সে বিষয়ে তোমারই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সেটা আমি কেন স্থির করে দেবো ? কেনইবা এ যুগে একজন মেয়ে একজন পুরুষের ওপর এত নির্ভরশীল হবে ? স্বাধীন হও রেমি, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে শুরু করো। পারবে।

তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না ?

করি। কিন্তু আমার বিশ্বাসভাজন হয়ে তোমার লাভ কী ? আমাকে এতটা গুরুত্বই বা দিচ্ছো কেন ? আমি তোমাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিতে চাই, বুঝছো না ? বিয়ের বন্ধন নয়, ভালবাসা, বিশ্বাস, সততা এইসব কোনো শর্তই নয়। তুমি তোমার ইচ্ছেমতো চলবে, আমি চলব আমার মতো। কেউ কারো কাছে দায়বদ্ধ নই।

আমি ওরকম সম্পর্ক বুঝি না। তুমি আমার কে হবে তাহলে ?

কেউ নয়। আমি একজন লোক, তুমি একজন মহিলা।

মাগো ! আমি ওরকম ভাবতে পারব না।

দেখ না চেষ্টা করে। আদ্যিকালে তো এরকমই ছিল মেয়ে আর পুরুষের সম্পর্ক। তাছাড়া আমাকে নিয়ে তোমার প্রবলেমও তো নেই। তুমি রাজার সঙ্গে বোম্বে চলে যাচ্ছো। তুমি যেরকম বর-বউ সম্পর্ক চাও সেটা হয়তো বা রাজার সঙ্গে কোনোদিন গড়ে উঠবে। আমার সঙ্গে নয়।

আমি ভীষণ ঘাবড়ে যাচ্ছি। আমি পারব না।

এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখ।

রেমি শুকিয়ে যাচ্ছিল ভিতরে ভিতরে। আকণ্ঠ ভয়, পিপাসা, অনিশ্চয়তা। কাঁদতে পর্যন্ত ভুলে যাচ্ছিল সে। ধ্রুব এরকম সব আভাস অনেকদিন ধরেই দিচ্ছে বটে, কিন্তু এখন যেন তারা সত্যিই পৌঁছে গেছে পথের একেবারে শেষ মাথায়। সামনেই খাদ।

রেমি ধ্রুবর দুটো হাত ধরে টেনে নিল নিজের দিকে। নিজের শরীরে সেই হাতদুটোর বেষ্টনী দিয়ে বলল, একটু জড়িয়ে ধরো আমাকে। শক্ত করে। মনে হচ্ছে আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো। পাগল হয়ে যাবো। মরে যাবো।

ধ্রুব হতাশ গলায় বলে, কেন যে তোমার সংস্কারগুলো যাচ্ছে না !

রেমি ধ্রুবর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে শক্ত হয়ে রইল। বলল, শোনো, আমি রাজার সঙ্গে যাবো না। তুমি যা চাও তাই হোক। আমাকে ডিভোর্স করো। তারপর আমরা একসঙ্গে থাকব।

ধ্রুব তার মাথায় সস্নেহে একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, চালাকি করছো ?

কিসের চালাকি ?

ছলে ছুতোয় আমার সঙ্গে লেগে থাকতে চাও !

ছল ছুতো কেন হবে ? প্রোপোজালটা তুমি দিয়েছিলে।

দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি তোমার দ্বারা লিভিং টুগেদার সম্ভব নয়। ও একটা আলাদা

www.MurchOna.com

দৃষ্টিভঙ্গি, আলাদা দর্শন। নিজের প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে লিভিং টুগেদার হয় না।

আমি পাগল হয়ে যাবো। আমাকে ছেড়ো না।

তুমি কী করে ওরকম সম্পর্ক অ্যাকসেপ্ট করবে বলো তো! তুমি তো আজ পর্যন্ত আমাকে নাম ধরেও ডাকতে পারোনি। পারবে?

তোমার জন্য আমি সব পারি।

আচ্ছা, ডাকো তো!

নাম ধরে? ধ্রুব!

ও কি ডাকা হল? শুধু উচ্চারণ করলে।

আস্তে আস্তে হবে। দেখো।

হবে না। কিছুতেই তোমার হবে না। তোমার সেই মানসিকতা নেই।

সেটাও হবে। তুমি শিখিয়ে নিও।

শেখানোর কিছু নেই। বললাম তো ওটা একটা মানসিক গঠন।

তুমি কি ওই মেয়েটাকে ভালবাসো?

কোন মেয়েটাকে?

ওই যে, আমি চলে গেলে যাকে নিয়ে তুমি থাকতে চাও।

ধ্রুব রেমিকে কেন যে একটু গাঢ় করে চেপে ধরল একথা শুনে তা বলা মুশকিল। কিন্তু ধরল। তারপর বলল, ওটাও আমার একটা একস্‌পেরিমেন্ট রেমি। তুমি ঠিক বুঝবে না।

আমি ওকে একবার দেখব। কতবার বলেছি। একটু দেখাবে?

এই প্রসঙ্গটায় ধ্রুব ভারী অস্বস্তি বোধ করে, লক্ষ্য করেছে রেমি। ধ্রুব তাকে তেমনি কটকটে করে চেপে ধরে থেকে বলে, না। দরকার নেই।

কেন নেই?

তোমার সঙ্গে ওর তুলনা করার কিছু নেই।

ও কেমন?

ওর মতো।

রেমির ফের রাগ হল। হিংসে হল। সে জানে ধ্রুবকে সে পায়নি। সেটা মেনে নেওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আর কেউ ধ্রুবকে পেয়েছে এটাও বা সে মানে কী করে? মাথাটা পাগল-পাগল হয়ে যায় তার। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে থাকে। খুন করতে ইচ্ছে করে। আগুন লাগাতে ইচ্ছে করে।

রেমি আচমকাই ধ্রুবর আলিঙ্গন ভেঙে ফণা তুলল, আমি আর সহ্য করব না। বুঝলে! আর সহ্য করব না। ও কোথায় থাকে বলো! নাম কী?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, ওরকম প্রগলভ হয়ো না। আমি তো কিছু লুকোইনি। লুকোবার কিছু নেইও।

তবে ওর ঠিকানা দাও।

কেন, গিয়ে হামলা করবে নাকি?

না। কিচ্ছু করব না। ভয় নেই। ঠিকানাটা দাও।

ওর কোনো দোষ নেই। ওর ঠিকানা দিয়ে কী হবে? দোষ তো আমার। যদি দোষ বলে মনে করা যায়।

দোষ নয়?

আমার কাছে নয়। আমি অন্য ভাবে ভাবতে শিখছি।

রেমি দর্শন বোঝে না। তার নিজস্ব কোনো দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনদর্শন নেইও। ধ্রুবর মানসিকতাও

www.MurchOna.com

তার কাছে রহস্যময় । কিন্তু সে নিজস্ব অধিকারবোধ বোঝে । সে বুঝল, এখন যদি জোর খাটানো না যায় তবে সব হারিয়ে ফেলবে সে । শুধু কান্নায় তো হবে না ।

রেমি তীব্র স্থির চোখে ধ্রুবর দিকে চেয়ে থেকে বলল, আমি মরলে তুমি খুশি হও ? অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তাহলে ! তাই না ?

না । সব সমস্যাই থেকে যায় । বরং আরো জটিল হয় ব্যাপারটা । কিন্তু মরার কথা ভাবছো কেন ?

তুমি কি জানো, যে অবস্থায় আমি আছি তাতে অনেক আগেই আমার মরা উচিত ছিল ?

না । এরকম কোনো সিচুয়েশন তৈরি হয়নি ।

হয়নি একজন মাত্র মানুষের জন্য । তিনি শ্বশুরমশাই । তিনি না থাকলে আমাকে মরতেই হত ।

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তিনি না থাকলে অনেক সমস্যা তৈরিই হত না রেমি । এমন কি তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটাই হত না ।

সেটা হয়তো ঠিক । কিন্তু উনি আমার জন্য যা করেছেন তা বাবাও করেনি ।

একজন মানুষকে আমরা দুজন দুটো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখছি রেমি । তোমার সঙ্গে আমার মিলবে না । তবু বলি, যদি ওর জন্যই তোমার মরা না হয়ে থাকে তবে ওর জন্যেই বেঁচে থাকো । আমার কাছে কিছু প্রত্যাশা কোরো না ।

তবে আমার বেঁচে থাকাটা চাইছো কেন ?

মরাটাও তো মিনিংলেস । ওটা তো কোনো সমাধান নয় ।

কেন সমাধান হবে না ? আমি মরলে আমার সমস্যা মেটে । তোমারটা হয়তো মেটে না ।

দাঁড়াও । আমার মাথায় এখন কোনো লজিক কাজ করছে না ।

কোনোদিনই করে না । কিন্তু তুমি আমার মরাটা চাইছো ।

কবে চেয়েছি ?

রোজ চাইছো । নানাভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছো যে, আমাকে তোমার প্রয়োজন নেই । বউকে অন্যের ঘরে পৌঁছে দিতে চাইছো আপদবিদেয় করার জন্য, এত ঘেন্না আমাকে তোমার । কিন্তু কেন ? ওই মেয়েটার জন্য ? কতদিন ধরে ওর সঙ্গে সম্পর্ক তোমার ?

আঃ, বাজে বোকো না ।

আজকাল তুমি আমার শরীর ছুঁতে চাও না । কেন বলো তো ! ঘেন্না ?

রেমি ! চুপ করো ।

রেমি আঁচলটা ফেলে দেয় । খুব দ্রুত হাতে নিরাবরণ হতে হতে রুদ্ধশ্বাসে বলে, দেখ : দেখ আমি তার চেয়ে কতটা খারাপ । দেখ তো চেয়ে অন্ধ, শুধু শরীরও যদি তোমার চাহিদা হত তাহলেও কি আমি ফ্যালনা ! দেখ ।

ধ্রুব দেখল । মাথা নেড়ে বলল, আমি তো বলিনি তুমি খারাপ !

রেমি তেমনি রুদ্ধশ্বাস উত্তেজিত স্বরে বলে, সেকস ছাড়া অনেক বেশী কিছু দিয়েছি তোমাকে । তুমি তা বুঝলে না । ও মেয়েটা কী পারে দিতে তোমাকে ? শরীর তো ! তাও কি আমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো ? বলো !

ধ্রুব রেমিকে ধরে টেনে আনে কাছে, পাগলী হয়ে যাচ্ছ নাকি ?

আমার কি নরম্যাল হওয়ার কথা ? এত কিছুর পরেও ?

ধ্রুব একটা দীর্ঘ চুম্বন দিল তার ঠোঁটে । বলল, তোমার কি জ্বর হয়েছে ? শরীরটা বড্ড গরম । শ্বাস জোরে করো ।

ছাড়ো আমাকে । খুব ক্ষীণ গলায় বলে রেমি ।

ছাড়ব ? সত্যিই চাও ছেড়ে দিই ।

www.MurchOna.com

চাই। তুমি বদমাশ।

সে তো পুরোনো কথা। তবু তো ছাড়তে চাও না আমাকে।

ছাড়ো। আমি সেই মেয়েটার কাছে যাবো।

যেয়ো। তাড়া কিসের?

ঠিকানাটা দাও।

আমি নিয়ে যাবো।

তুমি ওর সঙ্গে শুয়েছো?

কী হবে জেনে? পুরুষদের তো সতীত্ব নষ্ট হয় না।

আমি জানতে চাই। বলো।

এই রকম রুদ্ধশ্বাস কথাবার্তার মধ্যেই ধ্রুব রেমিকে বিছানায় নিয়েছে। তাদের রাগ, উত্তেজনা, আক্রোশ আর ঘৃণা সব কিছুই একটা রন্ধ্র খুঁজছিল। বেরোবার পথ না পেলে দুজনেরই ভিতরে তা টগবগ টগবগ করে ফুটতে থাকত অনেকক্ষণ। দুজনেই সেই পথ পেয়ে গেল দুজনের শরীরে।

এমন আদর, এত ভালবাসাবাসি, বহুকাল হয়নি তাদের। উন্মত্তের মতো, জ্বালাময় তীব্রতার সঙ্গে তারা আঁকড়ে ধরল পরস্পরকে। অথচ বোঝা যাচ্ছিল, শরীরের এই মিলন দুজনের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করছে না! একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছে কোথাও।

আনন্দের একটা ক্ষণস্থায়ী শিখর থেকে নেমে এসে অবসন্ন দুটি শরীর যখন পড়ে ছিল পাশাপাশি তখন রেমি হাত বাড়িয়ে ধ্রুবর চুলের মুঠি নরম হাতে ধরে নিজের দিকে টেনে আনল।

বলো। শুয়েছো?

সত্যি কথা সইতে পারবে?

সেটা আমি বুঝবো। তুমি বলো।

একটু রহস্য থাক না।

না, থাকবে না।

তোমাকে সব কথা বলতে হবে এমন প্রতিজ্ঞা কি বিয়ের সময় করেছি?

না করলেও আমি তোমার বউ তো! আমার কিছু অধিকার আছে তোমার ওপর। আমি জানতাম তোমার সবটুকুই আমার। হয়তো ভুল জানতাম। কিন্তু তবু আমার সম্পত্তিতে কেউ ভাগ বসিয়েছে কিনা সেটা না জানলে আমার শান্তি নেই।

জানলে কি শান্তি হবে? যদি জ্বালা আরো বাড়ে?

তবু জানতে চাই।

শোনো রেমি। তোমাকে তো বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, শরীরের দোষ নেই। যেসব মেয়েরা রেপড হয় তারা তো নিজের ইচ্ছেয় হয় না। সমাজও তাদের প্রতি সিমপ্যাথেটিক। তুমি বরং খোঁজ নিয়ে দেখ, আমার মন আর কেউ দখল করেছে কিনা। সেটা অনেক বেশী বিপজ্জনক।

ওর আগে শরীরের কথাটাই বলো।

শুনবেই?

শুনবোই।

তাহলে বলি, হ্যাঁ। কয়েকবার।

রেমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ঠাণ্ডা স্বরে বলল, তোমার ঘেন্না করল না?

তোমার করে?

আমার! রেমি অবাক হয়ে তাকায়।

রাজা যখন—!

রেমি লজ্জায় রাঙা হয়। তারপর বলে, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো?

www.MurchOna.com

করি। কারণ তুমি খুব ভাল মিথ্যেবাদী নও।

আমাকে রাজা কয়েকবার চুমু খেয়েছে কিংবা বলা ভাল খাওয়ার চেষ্টা করেছে। আমি জানি তুমি জেলাস নও। তবু বলি, আমার কিন্তু ঘেন্না হয়েছে। ভীষণ।

আর আজ ?

আজ তোমার ওপর রাগ করে আমি একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড করতে যাচ্ছিলাম ঠিকই। কিন্তু যদি ঘটনাটা ঘটত তবে নিশ্চয়ই আমি গলায় দড়ি দিতাম।

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর খুব ধীরে ধীরে রেমির নগ্ন শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, এ কথাটা তোমার কাছে সত্যি বলে মনে হয় ?

কোন কথাটা ?

এই যে রাজার ওপর তোমার ঘেন্না ?

সত্যি নয় ! তুমি আমাকে কেন বিশ্বাস করো না বলো তো !

কারণ ঘেন্না যে যুক্তিসিদ্ধ নয় রেমি। যে কোনো মেয়েকেই আকর্ষণ করার মতো গুণ আছে রাজার। হি ইজ হ্যানডসাম, ভাল গায়, স্মার্ট।

সব ঠিক। তবু আমার ওরকম হয়।

হয় ? আমাকে ছুঁয়ে বলো।

একটু দ্বিধা করে রেমি। বলে, ছুঁয়ে কেন ?

দিব্যি দেওয়ায় আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু তোমার আছে। তাই দিব্যি দিচ্ছি। আমার দিব্যি, সত্যি বলো।

রেমি কুণ্ঠিত হাত বাড়িয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল। তারপর গভীর চুমু দিল ঠোঁটে। দাঁতের দাগ বসিয়ে দিল। দিতে দিতে কাঁদতে লাগল ফুলে ফুলে।

কাঁদছো কেন ?

তুমি আমার এমন সর্বনাশ করতে গেলে কেন ? আমাকে দুভাগ করে দিয়ে তোমার কী লাভ ?

এটাও একসপেরিমেণ্ট রেমি।

কিসের একসপেরিমেণ্ট ?

আমি বিয়েতে বিশ্বাস করি না, সতীত্বে বিশ্বাস করি না, কোনো পুরোনো প্রথাকেই মানি না। আমি তোমার মধ্যে কিছু সেকেলে পতিপরায়ণতা লক্ষ্য করেছিলাম। মনে হয়েছিল, এটা একটা সংস্কার মাত্র। কিন্তু ভাঙা যায়। তাই তোমাকে রাজার দিকে ঠেলে দিয়েছিলাম রেমি। শুধু দেখতে চেয়েছি কতক্ষণ তুমি রেজিস্ট করতে পারো।

শুধু একসপেরিমেণ্ট ? আমি কি তোমার গিনিপিগ ?

গিনিপিগ কে নয় ?

ঠিক আছে। একসপেরিমেণ্টের ফলটা কী হল ?

দেখলাম, তুমিও রেজিস্ট করতে পারলে না।

পেরেছি।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, পারোনি। রাজার ভাগ্নী আর দিদি ছিল বলে বেঁচে গেছ। নিজের ইচ্ছের প্রতিরোধে করোনি। পারতেও না রেমি।

রেমির কান্নার বেগ বাড়ল।

ধ্রুব তাকে বুকে টেনে নিল। খুব খুব আদর করল তাকে। বলল, শোনো রেমি, তুমি মানুষ। মানুষ কখনো কি বিগ্রহ হয় ? পাথর তো নয় সে।

এসব কী বলছো আমি যে বুঝতে পারছি না।

পারার দরকার নেই। এসো।

www.MurchOna.com

এই বলে ধ্রুব রেমিকে প্রায় পিষে ফেলতে লাগল নিজের শরীরের সঙ্গে।

এখন এক কুয়াশাচ্ছন্ন উপত্যকায় দাঁড়িয়ে রেমি যখন চারদিককার মায়াবী হলুদ আলোটির উৎস খুঁজছে তখন একটা কালো পাখি উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে আর তীব্র কর্কশ স্বরে বলে গেল, খাঃ ! খাঃ।

কী সর্বনেশে ডাক ! ও মাবা।

ওগো ! রেমি ডাকল।

চারদিককার ন্যাড়া পাথুরে পাহাড়ের অবরোধ। কে যেন প্রতিধ্বনির মতো জবাব দিল, কী বলছো ?

পাখিটা কী বলে গেল !

কী বলে গেল ?

খা ! কী খেতে চায় ও ?

তোমার ভয় কিসের ?

আমার পেটে যে বাচ্চা ! ভয় করে।

বাচ্চা !

হ্যাঁ গো ! সেই যে আমাদের ভালবাসাবাসি হয়েছিল একদিন। মনে নেই ?

কবে ?

অনেকদিন আগে। আমার তো ভালবাসার কপাল নয়। তবু একদিন হয়েছিল। কাঙালের মতো শুষে নিয়েছিলাম একদিনের সেই ভালবাসা। সেইটেই পেটের মধ্যে আমার বাচ্চা হয়ে এসেছে যে।

পাখিটা কী বলে গেল তোমাকে ?

খা ! আমার ভীষণ ভয় করে। আমার যে একটা নষ্ট হয়ে গেছে।

তোমার পেটে এখন কোনো বাচ্চা নেই রেমি। শুনতে পাচ্ছো না ?

কী শুনবো ?

ছেঁড়া নাড়ী দিয়ে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে ! শুনছো ?

হ্যাঁ। ও, তাই তো ! বাচ্চাটা ! সে কি আছে ?

॥ ৬৫ ॥

এমনিতে শশিভূষণের মামলায় জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে তো হেমকান্তর ছিল না। গ্রহদোষই হবে। ছোকরা তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। পুলিস ধরেই নিয়েছে, হেমকান্ত এই বিপজ্জনক খুনীকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। কথাটা সত্য না হলেও বিশ্বাস করবে কে ? দারোগা রামকান্ত রায় আর শশিভূষণের ব্যাপারে হেমকান্তর লিখিত বিবৃতির জন্য চাপাচাপি করেনি। এ লক্ষণটাও ভাল নয়। পুলিস চুপচাপ তার মানে তলায় তলায় জল ঘোলা হচ্ছে। শশিভূষণের মামলায় সম্ভবত হেমকান্তকে টানা হবে। আর সেইজন্য ব বরিশাল যাওয়া। বিচক্ষণ ও করিৎকর্মা শচীন সঙ্গে থাকলে হেমকান্ত অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে রতেন। শচীন যদি না যায় তবে সঙ্গে কাকে নেবেন তাও হেমকান্ত স্থির করতে পারছেন না। একা বরিশাল গিয়ে অনভিজ্ঞ তিনি কীই বা করতে পারেন ?

এইসব চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তুলছিল। পুত্রবধূ এবং শচীনের কুৎসিত সম্পর্কটাও তাঁর এক কঠিন সমস্যা। এ সময়ে সুনয়নীর অভাব তিনি বড় বেশী টের পাচ্ছেন। সে যে খুব বুদ্ধিমতী ছিল

www.MurchOna.com

এমন নয়, তবে এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। মনু বুদ্ধিমতী ঠিকই, কিন্তু হেমকান্তর অন্দরমহলে তো তার অধিকার নেই। সে কতটুকুই বা করতে পারে ?

রাত্রিতে খেতে বসে কিছুই তেমন খেতে পারছিলেন না। ভারী অন্যমনস্ক।

রোজকার মতোই চপলা সামনে বসে আছে। অনেকক্ষণ শ্বশুরের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, কী নিয়ে এত ভাবছেন বাবা ?

ভাবছি কাল বরিশাল যেতে হবে, কিন্তু কোনো প্রস্তুতি নেই।

বরিশাল ! কালই কেন ? কোনো জরুরী দরকার ?

কাল না গেলেও হত। কিন্তু শশিভূষণের মামলা উঠল বলে। বেশী দেরী করা ঠিক হবে না। এখন থেকে উকিল মোক্তারের ব্যবস্থা না করলে বিপদ। পুলিস তো আমাদেরও জড়াবে।

চপলা বিস্মিত হয়ে বলে, উকিল তো আছেই। শুনেছিলাম শচীনবাবুই নাকি কেস নেবেন।

চপলার মুখে শচীনবাবু শুনে হেমকান্ত এক ঝলক চপলার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। না, কোনোরকম বৈলক্ষণ্য নেই। হৃদয়গত দুর্বলতা থাকলে এত সহজে নামটা উচ্চারণ করতে পারত না। হৃদয়দৌর্বল্যের ব্যাপারটা হেমকান্ত ভালই বুঝতে পারেন আজকাল। হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, কথা তো ছিল, কিন্তু সে আজ বলে দিয়েছে, যেতে পারবে না। হাতে নাকি অনেক মামলা।

চপলা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, বরিশালে আমার বাবার এক বন্ধু থাকেন। সুধাকাকা। ভাল উকিল। তাঁকে দিয়ে কি হবে ?

হেমকান্ত মুখ তুলে বলেন, স্থানীয় লোক পেলে তো সুবিধেই হয়। তবে পরিচয় তো নেই। তাছাড়া শশিভূষণ আমার বাড়িতে ছিল, সুতরাং এখানকার সব ঘটনা না জানলে তো তিনি আমার হয়ে লড়তে পারবেন না।

আপনি কী চান বাবা ? শশিভূষণকে বাঁচাতে ?

টেররিস্টদের আমি পছন্দ করি না। কিন্তু শশীকে বাঁচানো দরকার আমাদেরই স্বার্থে। হয় প্রমাণ করতে হবে যে আমরা না জেনে তাকে আশ্রয় দিয়েছি, নয় তো সে খুনের জন্য দায়ী নয়।

একটা কাজ করব ?

কী করতে চাও ?

আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই ?

তুমি ! বলে হেমকান্ত বিস্মিত চোখে তাকালেন। পথি নারী বিবর্জিতা আপ্তবাক্যও তাঁর মনে পড়ে গেল। মেয়েদের নিয়ে চলাফেরার অভ্যাসও তাঁর নেই। তবু চপলার এই প্রস্তাবটা হঠাৎ মন্দ লাগল না।

একটু দোনামোনা করছিলেন দেখে চপলা বলল, সুধাকাকা খুব বড় উকিল। তার চেয়েও বড় কথা উনি একটু স্বদেশী ঘেঁষা। আমরা তাঁর বাড়িতেও উঠতে পারব।

হেমকান্ত ইতস্তত করে বলেন, তাঁর বাড়িতে। সঙ্গে দুজন চাকর যাবে, দুটো বাচ্চা, তুমি আমি সব মিলিয়ে যে মেলা লোক।

চপলা একটু হেসে বলল, ও নিয়ে আপনি ভাববেন না বাবা। সুধাকাকার বিরাট বাড়ি, খুব বড়লোক। আমরা গেলে খুশিই হবেন।

হেমকান্ত একটু হাসলেন। বললেন, আমি তো ভাবছিলাম সবিতার শ্বশুরকে শেষ অবধি গিয়ে ধরব। তবে মেয়ের বাড়িতে ওঠার ইচ্ছে ছিল না।

ওরা তো ঠিক শহরে থাকে না বাবা; আপনার সুবিধে হত না।

হেমকান্ত একটু নিশ্চিন্তের হাসি হেসে বললেন, তাহলে চলো। ভালই হবে। তবে এ সময়টা

www.MurchOna.com

খাল নদী সব ভরভরন্ত, বর্ষাটাও জোর গেছে, বরিশালের রাস্তা কি নিরাপদ হবে মা তোমাদের পক্ষে ?

অত ভাববেন না। বরিশালের লোকেরা তো যাতায়াত করছে।

তা বটে। তাহলে গোছগাছ করে নাও।

পরদিন প্রায় কাউকেই না জানিয়ে, এক রকম চুপিসারেই হেমকান্ত বরিশাল রওনা হলেন। সঙ্গে চপলা, দুই ছেলেমেয়ে। দুজন শক্তসমর্থ চাকর এবং একজন মুনসী।

বাড়ির আশ্রিত ও কর্মচারীরা সবাই হেমকান্তর এই সদলবলে রওনা হওয়ার দৃশ্যটা দেখল কিন্তু কেউ ভিতরকার ব্যাপারটা জানল না।

বিনোদচন্দ্র দুপুরবেলায় রঙ্গময়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, ওরা গেলেন কোথায় ?

তার আমি কী জানি !

তোকে বলেনি ?

আমাকে বলবে কেন ?

বিনোদচন্দ্র মেয়েকে ভয় করেন। রঙ্গময়ী বড় স্পষ্ট কথা বলে। তাছাড়া এই মেয়েটির কাছে তাঁর এক ধরনের অপরাধবোধও আছে। বিয়ে দিতে পারেননি বলে। তাই স্তিমিত স্বরে বললেন, তোকে তো কর্তা সবই জানান।

যদি জানিয়েই থাকে তবে তা রটানোর জন্য নয়।

রটানোর কী আছে ?

কিছু আছে বাবা। আপনি সব বিষয়ে মাথা ঘামাবেন না।

বিনোদচন্দ্র ভালই জানেন, রঙ্গময়ীর সঙ্গে হেমকান্তর একটু গোপন সম্পর্ক আছে। তাতে রক্ষা। নইলে এ বাড়ি থেকে এতদিনে উচ্ছেদ হতে হত। মাথা নেড়ে বিজ্ঞের মতো বললেন, রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ, রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ।

কার পাপ ?

এ বাড়ির। এই তো শুনছি বাড়ির বউয়ের সঙ্গে নাকি উকিলবাবুর কী একটা কেলেঙ্কারী।

কারা বলছে ?

সবাই। কে না জানে ! শহরে ছি ছি পড়ে গেছে। সেই ভয়েই ছেলের বউকে নিয়ে কর্তাবাবু পালালেন নাকি ?

হতে পারে।

ভাল। খুব ভাল।

রঙ্গময়ী গিয়ে বাড়ির কর্তৃত্ব নিল। এ ব্যাপারে তার অধিকার যে প্রশ্নাতীত তা সবাই জানে। রঙ্গময়ীকে এ বাড়ির দাসদাসী কর্মচারী সবাই মানে এবং যথেষ্ট ভয় খায়। ঘরে ঘরে তালা লাগানো ছিলই। তবু রঙ্গময়ী সব টেনেটুনে দেখল। বিশাখার ঘরে আর একটা চৌকি আনিয়ে নিজের বিছানা করাল।

বিশাখা শুয়ে একটা গল্পের বই পড়ছিল। বলল, কৃষ্ণকে আনাবে নাকি বারবাড়ি থেকে ?

হ্যাঁ, ছেলেটা বড্ড পর পর ভাব করছে আজকাল।

তুমিই তো পোকা ঢুকিয়েছো।

তাই হবে। বলে রঙ্গময়ী অভিযোগটা মেনে নিল।

কিন্তু বিশাখার মুখচোখে রাগ বা বিরক্তি নেই। বরং একটু কৌতুক ঝিকমিক করছে। বইটা মুড়ে রেখে সে উঠে বসে বলল, আমার মাথাতেও পোকাটা ঢোকাবে পিসি ?

কিসের পোকা ! কী যা তা যে বলিস !

ঢং কোরো না পিসি। গোপনে গোপনে তুমি যে স্বদেশীদের দলে তা আমি জানি।

www.MurchOna.com

স্বদেশী করতে তুই আবার আমাকে কবে দেখলি ? মরণ !
সব জানি পিসি। আমাকেও ওই দলে ঢুকিয়ে দাও।
দলের খোঁজ আমি রাখি না।
মাকালু গদাই ওরা সব তবে ঘুরঘুর করে কেন তোমার কাছে ?
ওরে চুপ, চুপ ! ওসব উচ্চারণও করতে নেই।
তবে যে বললে খোঁজ রাখো না !
আর জ্বালাসনি। ওরা আসে কে বলল তোকে ?
আমি বারান্দার কোণ থেকে দেখতে পাই।

খবরদার, বাপের কানে কথাটা তুলিস না। একে তো শশীর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ায় চিন্তায় অস্থির, এসব শুনলে শয্যা নেবে।

বাবাকে বলব আমি অত বোকা নাকি ? কিন্তু তোমারও সাহস কম নয়.। এসব করছো কেন বলো তো !

এমনি কি করি ? ছেলেগুলো মাঝেমধ্যে দিদি বলে এসে দাঁড়ায়।
কী বলো তুমি ওদের ?
কিছু বলি না। এমনি খোঁজ খবর নিই, কোথায় কী হচ্ছে।
ওরা তোমাকে স্বদেশী বলে চিনল কী করে ?
ফের স্বদেশী বলছিস মুখপুড়ি ?
আচ্ছা বলো, চিনল কী করে ?
শশী আসার পর থেকেই। ওরা ধরে নিয়েছে ওদের দলে।
ধরা যখন পড়বে তখন টেরটি পাবে তুমি।

রঙ্গময়ী তার ধারালো মুখে একটু হেসে বলল, আমার আর কিসের ভয় রে !
ওসব করো কেন ? করতে ভাল লাগে ?
সময়টা তো কাটাতে হবে। বড্ড লম্বা পরমায়ু আমার। সহজে ফুরোবে বলে মনে হয় না।
আমাকেও একটু স্বদেশী করতে দাও না।
কেন, তোর আবার এসব শখের কী হল ?
আমারও যে লম্বা পরমায়ু কাটাতে হবে। কিছু করেই সময়টা কাটাই।
তার দরকার নেই। ভাল পাত্র দেখে বাপ বিয়ে দিয়ে দিক।
বিয়ে ! ক্ষেপেছো পিসি ?
কেন, করবি না ?
মাথা নেড়ে বিশাখা বলল, কক্ষনো নয়। তোমার মতো থাকব।
তা কেন ? আমার জীবনটা কি খুব সুখের ?
খুব সুখের পিসি। বেশ আছো তুমি।
দূর পাগল ! রাগ থেকে ওসব বলছিস।
মোটেই নয়। মাঝে মাঝে রাগ করি তোমার ওপর সে অন্য কারণে, কিন্তু তোমাকে ভালবাসি না ? বলো !

রঙ্গময়ীর চোখে জল এল এ কথায়। কিন্তু দুর্বলতাটা প্রকাশ হতে দিল না। মুখে হাসি টেনে বলল, তা বাসবি না কেন ? কিন্তু বিয়েতে অনিচ্ছেটা তো ভাল কথা নয়।

বিশাখা ঠোঁট উল্টে বলল, যা সব দেখছি তাতে আর বিয়ের কথা ভাবতেও ইচ্ছে করে না।
কী দেখলি আবার ?
বৃন্দাবন লীলা, কেন, তুমিও কি দেখছো না ? ঢং করো না পিসি।

www.MurchOna.com

রঙ্গময়ী কথাটা ঘোরানোর জন্য বলে, স্বদেশী করার কেন শখ হল বল তো !

এমনি। কিছু নিয়ে থাকি।

কিন্তু শশিভূষণকে তো তুই সহ্যই করতে পারতি না। রোগা ভোগা ছেলেটা দু দিন ছিল, তুই খুব রাগ করছিলি তার ওপর।

ভারী আনমনা হয়ে গেল বিশাখা। তারপর বলল, করতাম নাকি ? তখন বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম না।

আজ পারিস ?

পারি।

ছাই পারিস। এখন থেকে রোজ খবরের কাগজ পড়বি। তাতে দেশের হালচাল কিছু বুঝতে পারবি। দেশকাল সম্পর্কে একটু ধারণা না হলে কি এমনি এমনি স্বদেশী করা যায় ?

বেশ তো। পড়ব।

রোজ কিন্তু।

হ্যাঁ গো। এখন একটা গল্প বলো।

ধাড়ি মেয়ে গল্প শুনতে চাস কেন ? এখনও কি ছোটো আছিস ?

আছি। অন্তত তোমার কাছে।

বলব। রাত্রে। এখন যাই, গিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে আসি।

নিয়ে এসো পিসি। ও কেমন ধারা যেন হয়ে গেল। আগের মতো ঝগড়া করে না, আদর খায় না। কেমন গম্ভীর বয়স্ক বয়স্ক ভাব। ওর দিকে তাকালে আমার কান্না পায়। কী হল বল তো !

কিচ্ছু হয়নি। বড় তো হচ্ছে।

ধ্যুৎ। কী যে বলো তার ঠিক নেই। কত আর বয়স হয়েছে ? এখনো গাল টিপলে দুধ বেরোয়। চলো ওকে ধরে আনি দুজনে। ক'দিন তিনজনে মিলে এ ঘরে খুব আড্ডা হবে।

রঙ্গময়ী একটা শ্বাস ফেলে বলে, আড্ডা দেওয়ার ছেলেই কিনা। আসতেই চাইবে না হয়তো।

কেন আসবে না ?

মেয়েদের সঙ্গ বর্জন করছে যে।

আমরা আবার মেয়ে নাকি। একজন দিদি, অন্যজন পিসি। দাঁড়াও ওর বায়ু আজ ছোটাবো।

না মা, ওসব জোর জবরদস্তি ভাল নয়। ওর মধ্যে একটু আগুন আছে। সেটা নিবিয়ে দিস না। যদি আসতে না চায় তবে জোর করার দরকার নেই।

আমার যে ওর জন্য ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

হোক। কষ্টটা সহ্য কর। পিঠোপিঠি বড় হয়েছিস কষ্ট তো হবেই। বিয়ে হলেও তো ভাইকে ছেড়ে থাকতে হত !

বিশাখা প্রতিবাদ করল না। চুপ করে বসে রইল।

দুপুরে বিশাখার ঘরে রঙ্গময়ী একটু চোখ বুজেছে। বিশাখা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বারবাড়িমুখো হাঁটতে হাঁটতে সে নানা কথা ভাবছিল। তার জীবনটা শুধু দুঃখের নয়। ভারী অপমানেরও। এত অপমান সয়ে সে বেঁচে আছে কী করে ? যে লোকটা তাকে বিয়ে করার জন্য আগ্রহী ছিল আজ সে মুখের ওপর জবাব দিচ্ছে ! ভারী আশ্চর্য। সেই লোকটাই আবার সাতবুড়ির এক বুড়ি দুই ছেলেমেয়ের মা এক সধবার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। এসব ভাবলে পাগল পাগল লাগে ভিতরটা। বিশাখা দিশাহারা হয়ে যায়। তার সমস্যা শুধু এটুকুই নয়। আজও বিশাখা বুঝতে পারছে না কোনো পুরুষের ঘর সে সত্যিই করতে পারবে কিনা। কাউকে তার সত্যিই পছন্দ হবে কিনা কোনোদিন। এক সময়ে হাড় হাভাতে শশীভূষণকে সে দু চোখে দেখতে পারত না। আজকাল তার কথা ভাবতে ভাল লাগে। শচীনকে এক সময়ে সইতে পারত না সে। আজকাল

www.MurchOna.com

শচীনকে দেখলে বুক দুড় দুড় করে। কোকাবাবুর নাতিকে কি তার সত্যিই পছন্দ ছিল ? এখন সে ঠিক করে বলতে পারবে না। বিশাখা মাঝে মাঝে ভাবে, সে বোধহয় সত্যিই পাগল।

ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে সে দেখতে পায়, কৃষ্ণ বিছানায় শিরদাঁড়া সোজা করে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে একটা বই পড়ছে। তাকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলে, ছোড়দি !

কী করছিস শুনি !

গীতাটা পড়ছিলাম।

খুব পড়ুয়া হয়েছো, না !

কৃষ্ণকান্ত ভারী সুন্দর করে হাসল, কী চাস বল তো !

বাবা বরিশাল গেছে জানিস তো !

জানি।

তুই আমার সঙ্গে থাকবি চল।

তোর সঙ্গে ? কেন ? ভূতের ভয় ?

তোর মাথা ! ভূতের ভয় তো কী, মনুপিসি আছে না !

তাহলে আবার আমাকে কেন ?

এমনি। চল, আর ঝগড়া করব না।

কৃষ্ণকান্ত একটু হাসল, বলল, আমি যে ব্রহ্মচর্য করছি।

তাতে কী ? আমাদের সঙ্গে থাকলে কি ব্রহ্মচর্য নষ্ট হবে ?

শুধু মা ছাড়া আর কোনো মেয়ের মুখই দেখতে নেই।

এই যে আমার দিকে তাকালি।

তা কী করা যাবে ? এসে পড়লি হঠাৎ তাই।

রোজ যে মনুপিসির কাছে সংস্কৃত পড়িস, তখন মুখ দেখিস না ?

মনু পিসি তো মায়ের মতোই। তুই কিন্তু একটু ঝগড়া করছিস।

কখন আবার ঝগড়া করলাম ?

এই তো করছিস।

আর করব না। চল।

না রে। আমার একা থাকতেই ভাল লাগে আজকাল।

তুই একটা কী রে ? ভূতের ভয়ও পাস না ?

না। ভয় কিসের ? আমি তো রোজ ওঁদের দেখি।

যাঃ। রাম রাম।

আমি যেখানে থাকব সেখানেই রোজ কাকা দেখা দেবেন, জানিস ?

ফের ওসব কথা ?

তুই ভীষণ ভীতু।

বিশাখা তার ভাইয়ের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিল। মা-মরা ভাই। বলল, রোগা হয়ে গেছিস।

রোগা ? কী যে বলিস। ইরফানদাদার কাছে রোজ লাঠি শিখি, মুগুর ঘোরাই, জানিস ?

সব জানি। তবু রোগা হয়ে গেছিস।

এটা রোগা ভাব নয়। চর্বি মরলে এ রকম চেহারা হয়।

বাজে বকিস না। হ্যাঁ রে, আমার সঙ্গে আর এক পাতে খাবি না কোনোদিন ?

না। এক পাতে খেতে নেই।

কী হয় খেলে ?

www.MurchOna.com

স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ।

কী যে সব মাথায় ঢুকেছে তোর !

গীতা শুনবি ?

আমি সংস্কৃত বুঝি না তো।

না বুঝলেও শুনতে ভাল লাগবে। শোন না।

পড় তাহলে।

বিশাখা শুনল। ভারী সুন্দর উচ্চারণ আর কণ্ঠস্বরে কিছুক্ষণ পড়ল কৃষ্ণকান্ত। বিশাখা কিছু না বুঝলেও মুগ্ধ হয়ে গেল। বলল, বেশ তো পড়িস।

খুব লাজুক হাসি হাসল কৃষ্ণকান্ত। বলল, আমার যখন ফাঁসি হবে তখন গীতার শ্লোক মুখস্থ বলতে বলতে গলায় দড়ি পরবো।

ওমা ! বলে চমকে ওঠে বিশাখা, ফাঁসি হবে মানে !

হবেই তো একদিন।

বিশাখা বিবর্ণ মুখে বাক্যহারা হয়ে চেয়ে থাকে ভাইয়ের দিকে। তারপর বলে, ফাঁসি হবে কেন ?

স্বদেশী করলে তো হয়।

তুই কি পাগল ? ছিঃ ওসব কথা বলতে নেই।

তুই কাঁদবি খুব। না ?

কাঁদবো মানে। মরেই যাবো তাহলে।

হি হি। খুব মজা হবে। বাবা কী করবে তখন ?

এইসব বুঝি ভাবিস বসে বসে ?

খুব ভাবি। আর ভীষণ মজা লাগে। কৃষ্ণকান্তর ফাঁসি হচ্ছে আর তার বাবা কাঁদছে দিদিরা কাঁদছে দাদারা কাঁদছে মনুপিসি কাঁদছে, হি হি হি হি···

থাপ্পড় খাবি এবার। চুপ কর তো।

আমি কিন্তু সাহেব মারবোই।

মারা বের করছি তোমার। ঘরে তালা দিয়ে রাখব।

হঠাৎ জানালা দিয়ে বারবাড়ির মাঠের দিকে চেয়ে কৃষ্ণকান্ত চমকে উঠে বলে, এই ছোড়দি ! ওই দেখ, শচীনদা আসছে। উস্কোখুস্কো চুল, রাগী মুখ। কী হয়েছে রে ওঁর ?

॥ ৬৬ ॥

যে সময়টায় রেমির পেটে ছেলেটা এল সেটা এক অদ্ভুত সময়। তার আর ধ্রুবর মধ্যে এক বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ত্যাগ ও গ্রহণের টানাপোড়েন। ভারী অনিশ্চিত তাদের দাম্পত্য জীবনের ভবিষ্যৎ। রাজা তখনো হানা দেয় টেলিফোনে, বলে, চলো রেমি, তোমাকে একটা ভদ্র জীবনযাপন করার পথ করে দিই। ও বাড়িতে আর থেকো না। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।

এ প্রস্তাবের জবাবে রেমি তখন কিছুই স্থির করে বলতে পারে না। সে কিছুতেই তার পরিচিত ছক, তার চেনা গণ্ডী ছাড়তে সাহস পায় না আর।

লতু যদিও ভীষণ বাচ্চা মেয়ে এবং বাড়িতেও বেশীক্ষণ থাকে না তবু একদিন সে তার বউদিকে লক্ষ করল। বলল, তোমার কী হয়েছে বলো তো !

কী আবার হবে ! কিছু না।

ছোড়দার সঙ্গে তোমার হ্যাকনীড সম্পর্কটার কথা জানি। সেটা তো নতুন কিছু নয়। কিন্তু

www.MurchOna.com

তোমাকে খুব ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে আজকাল। কী গো ?

ভারী লজ্জা পায় রেমি। ননদকে লজ্জার কিছু নেই। তবু পায়।

লতুর মারফৎ কথাটা অতএব প্রচার হয়ে গেল।

আগেরবার কৃষ্ণকান্ত পক্ষে ছিলেন না। সম্ভবত কূট সন্দেহবশে তাঁরই আভাসে ইঙ্গিতে পেটের বাচ্চাটা নষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু এবার তিনি রেমির পক্ষ নিলেন। একদিন সস্নেহে ডেকে বললেন, কোথাও গিয়ে একটু ঘুরেটুরে আসবে ? স্বাস্থ্যকর কোনো জায়গায় ?

রেমি অবাক হয়ে বলে, কেন বাবা ? আমি তো এখানেই বেশ আছি।

রোগা হয়ে গেছ মা, তাই বলছিলাম। মনটাকে সর্বদা উঁচুতে রেখো। ঠাকুর দেবতার কথা ভেবো। পবিত্র চিন্তা কোরো। এ রকমই নিয়ম।

পবিত্র চিন্তা কী রকম তা জানে না রেমি। তবে সে কোনো অপবিত্র চিন্তাও করে বলে মনে পড়ল না। সে মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা।

এসব পুরোনো প্রথার কোনো কার্যকারিতা আছে কিনা আমি জানি না। তবে না জেনে কিছু ভেঙে ফেলতেও আমার মন সরে না। আমার এক বুড়ি মাসী আছে। তাকে খবর দিয়েছি। এখানে এসে কিছুদিন থাকবে। এ সময়ে বাড়িতে একজন বয়স্কা অভিভাবিকার দরকার।

সময়টা এক রকম ভালই কাটছিল রেমির। কৃষ্ণকান্তর মাসী মানুষটি খুবই শুচিবায়ুপরায়ণা। তবে মানুষটা হাসিখুশি। রেমির তাকে খারাপ লাগল না। কৃষ্ণকান্ত একজন মেয়ে গায়েনাকোলজিস্টকে সাপ্তাহিক চুক্তিতে নিয়োগ করলেন, সে এসে প্রতি রবিবার রেমিকে দেখে যায়। পুষ্টিকর খাবার, ওষুধপত্র ইত্যাদির এক বেশ রাজসূয় আয়োজন হল। তাকে নিয়ে ছোটোখাটো একটা হৈ-চৈ !

ধ্রুব আর সে আজকাল একসঙ্গে থাকে, নীচের ঘরে। ধ্রুব যে তাকে আগের চেয়ে কিছু বেশী ভালবেসেছে তা নয়। তবু পেটে বাচ্চাটা আসার পর থেকে আর দূর দূরও করছে না আগের মতো। মায়া ! হবেও বা।

ধ্রুব নিজেই একদিন রেমিকে বলল, আটকে গেলে রেমি, বাঁধা পড়ে গেলে।

তার মানে ?

এই যে ছেলের মা হতে চলেছো, খুব জটিল হয়ে গেল সব কিছু।

তাই নাকি ? আমার তো কিছু জটিল মনে হচ্ছে না ! এরকমই তো হওয়ার কথা।

স্বাভাবিক নিয়মে হওয়ারই কথা বটে, কিন্তু আমি তো সাধারণ নিয়মে চলি না।

তাহলে তুমি তোমার নিয়মেই চলো। আমি চলি আমার নিয়মে।

খুব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শিখেছো দেখছি।

সব কিছুর মধ্যে অত জটিলতা দেখ কেন ?

জটিল বলেই জটিল দেখি। তোমার মতো বোকা তো নয়।

তুমিও এক রকম বোকা। স্বাভাবিক কিছুই তোমার ভাল লাগে না।

শোনো খুকি, তুমি বাস করো কৃষ্ণকান্তর পুরোনো মূল্যবোধের জগতে। ওই লোকটাও যুগের সঙ্গে নিজেকে তেমন বদলে নিতে পারেনি। পারেনি বলেই মস্ত্রিত্ব গেছে, রাজনীতিতে প্রভাব কমে যাচ্ছে, কেউ তেমন পাত্তা দিচ্ছে না। কিন্তু তোমরা শ্বশুর-পুত্রবধূ যে জগতে বাস করো তা তো আর বাস্তবিকই নেই। সমাজ একটা স্থাণু জিনিস নয়। বার বার নানা চাপে পড়ে, নানা নতুন চিন্তাভাবনার ফলে তার বিবর্তন হয়। ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণাও পাল্টে যায়।

বাইরের সমাজে কী হচ্ছে তা দিয়ে আমার কী ?

তোমার কিছুই নয় ?

না। আমি বেশ আছি।

www.MurchOna.com

ধ্রুব হেসে মাথা নেড়ে বলে, না, তুমি বেশ নেই। আমি তোমাকে এত নিশ্চিন্ত থাকতে দেবোও না।

কেন দেবে না ?

তোমাকে আমার মতো করে জগৎটাকে দেখতে হবে, কৃষ্ণকান্তর মতো করে নয়।

বাবার নাম ধরছো ?

ধরার জন্যই নাম। এতে যে চমকে উঠলে ওটাও সংস্কার। জানো, বিদেশে আজকাল মা-বাপের নাম ধরে ডাকাটাই রেওয়াজ ?

মা গো ! ভাবতেও পারি না।

পারো। অভ্যাসে মানুষ সব পারে। পুরোনো ধ্যান-ধারণা ছেড়ে একটু ঝরঝরে মন নিয়ে ভাবতে শেখো। তোমার বাস্তবিকই ব্রেনওয়াশ হয়ে গেছে।

মোটেই না। ব্রেন ওয়াশ হয়ে থাকলে তোমারই হয়েছে। এমন সব কিম্ভূত কথা বলো যে পিত্তি জ্বলে যায়।

ধ্রুব একটু হেসে বলে, তুমি তো খুব ঘর-সংসার সম্পর্ক সতীত্ব ইত্যাদিকে মানো। তুমি কি জানো যে আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন জঙ্গলে বাস করতেন তখন বিয়ে-টিয়ে ছিল না, সম্পর্ক মানা হত না, ঠিক পশু সমাজের মতোই যে কোনো নারী-পুরুষ মিলিত হত। আমরা তাঁদেরই বংশাবতংস নানা রকম কৃত্রিম নিয়ম-কানুন বানিয়ে ব্যাপারটাকে ছেলেমানুষী করে তুলেছি। জানো এসব ?

জানি। তোমাকে আর বক্তৃতা দিতে হবে না। আমি তোমার পছন্দমতো নিজেকে বদলাতে পারব না।

ধ্রুব একটু হতাশার ভাব প্রকাশ করল। তবে হাসলও। বলল, তুমি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে না ?

আহা, জানো না যেন।

জানি, কিন্তু তোমার হাবভাব দেখে বিশ্বাস হতে চায় না। তোমার শ্বশুর তোমাকে এ রকম হিপনোটাইজ করল কী করে বলো তো ! আমাকে তো পারেনি। ইন ফ্যাকট আমাদের তিন ভাইয়ের কেউই, ওই বুড়োর দলে নই। দাদা একজন ডিভোর্সীকে বিয়ে করেছে, বুড়োর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে।

তুমি পারোনি বলে দুঃখ হচ্ছে ?

আমি অন্যভাবে চেষ্টা করেছিলাম। এ বংশে যা আজও হয়নি সেই ডিভোর্স করে কৃষ্ণকান্তর মুখটাকে যথার্থ কৃষ্ণকান্ত করে দিতাম যদি তুমি একটু কো-অপারেট করতে। রাজার সঙ্গে যদি বোমবাই পালিয়ে যেতে রেমি, তবে সোনায় সোহাগা হত।

আর লিভিং টুগেদার ! সেটার কথা বললে না ! সেই যে মেয়েটা—

ধ্রুব একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করে, ফিলিং জেলাস ?

একটুও না। যাও না তার কাছে, যাও।

যাবো ?

এক্ষুনি যাও।

খুব যে তাড়া দেখছি ! এত উদার হলে কবে থেকে ?

কেন, আমি কি খুব পজেসিভ ? যদি তাই হতাম তাহলে আমার কাছে তুমি অন্য মেয়ের কথা বলতে পারতে ?

তা বলে তুমি উদারও নও।

সব উদারতাই কি ভাল ? কতবার তো তোমাকে বলেছি আমাকে একবার মেয়েটাকে দেখতে দাও। কই, দেখাও নি তো ! তুমিও তো উদার নও তাহলে !

www.MurchOna.com

তুমি তো মেয়েটাকে পারলে খুন করবে।

না, করব না। তোমার পছন্দের মেয়েকে খুন করব কেন? এখন দেখাও। দেখি তুমি আমার চেয়ে কত বেশী উদার!

ঠিক আছে। দেখাবো।

কবে?

দেখাবো একদিন।

এখানে নিয়ে আসবে?

ধ্রুব একটুও হাসছিল না এখন। মাথা নেড়ে বলল, না। তবে ভেবো না, কথা যখন দিয়েছি ঠিকই রাখব।

একটু বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল রেমি। ধ্রুব দেখাবে! সত্যি? কিন্তু তখন কি সহ্য করতে পারবে সে? একটু ঘন শ্বাস পড়ছিল তার। বুক ধড়ফড় করছিল।

ধ্রুব আনমনে অন্য দিকে চেয়ে বলল, কিন্তু কোনো সীন করো না। মেয়েটার প্রতি আমার কোনো দুর্বলতা নেই। একটুও না। আমি শুধু এক্সপেরিমেন্ট করছি একটা।

কিসের এক্সপেরিমেন্ট?

একজন নারী ও পুরুষের সম্পর্ক কতটা নির্বিকার হতে পারে। বিশেষ করে যেখানে প্রেম নেই, অধিকারবোধ নেই, আবেগ নেই, অথচ সম্পর্ক আছে।

রেমি বলল, তুমি একটা পাগল। পাগল। ওরকম কিছু হয় না। আর যদি হয়ই তবে আমার সঙ্গেই কেন ওরকম করো না! যা কিছু এক্সপেরিমেন্ট তা আমার ওপরেই হোক।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, না রেমি। এর জন্য দুজনেরই মানসিক প্রস্তুতি চাই। ট্রেনিং চাই। তোমার তা নেই।

নেই আবার! এত উপেক্ষা এত অবহেলা আর নিষ্ঠুরতা সইলাম তবু কি ট্রেনিং হয়নি? আর কত চাও?

ধ্রুব এ কথার জবাব দিল না। কিন্তু আচমকা রেমিকে আদর করল। খুবই উষ্ণ, খুবই আন্তরিকভাবে। মিষ্টি অবসাদে যখন দুজনেই শরীর এলিয়ে দিল তখন রেমি জিজ্ঞেস করল, তোমার আনন্দ হয় না? থ্রিল হয় না?

কিসের আনন্দ?

এই যে বাবা হবে।

ধ্রুব একটু হাসল, বলল, হয়। কিন্তু সে তোমার আনন্দের মতো নয়।

তুমি কি মঙ্গলগ্রহের মানুষ? কিছুই আমাদের মতো নয়?

বোধ হয় তাই। এই পৃথিবীতে বহু গ্রহান্তরের লোক বসবাস করে। তারাই একদিন সংস্কার ও গোঁড়ামীমুক্ত, বুদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ্য একটি সমাজ-ব্যবস্থা চালু করবে। সেদিন তুমি আর তোমার শ্বশুরের মতো লোক যাবে নির্বাসনে।

আঃ, ফের বড় বড় কথা। ছেলে হবে, আনন্দ হচ্ছে কিনা সেইটে বলো।

বললাম তো, হচ্ছে।

তোমার মুখ দেখে কিন্তু বোঝা যায় না। কেমন গোমরা হয়ে থাকো।

বাচ্চা হওয়া কি একটা সাঙ্ঘাতিক ঘটনা নাকি? ভিখিরিদেরও হচ্ছে তো।

তোমার তো বলতে গেলে প্রথম। একটাকে তো খুন করেছো।

ধ্রুব চুপ করে গেল। তারপর রেমিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে খুব ভালবাসল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, এখনো সেজন্য দুঃখ পাও, না?

পাবো না! কী নিষ্ঠুর তুমি!

www.MurchOna.com

বাচ্চাটা, কি আমারই ছিল রেমি ?

তোমার নয় তো কার ? কী করে যে সমীরকে তোমার সন্দেহ হল ! ছিঃ !

ধ্রুব মাথা নাড়ল, আমার নয়। সন্দেহ ছিল তোমার শ্বশুরের। আমি নিমিত্ত মাত্র।

তখন কেন রুখে দাঁড়াওনি ? এত যে তুমি মুক্তমনা মানুষ তখন সাহসটা কোথায় ছিল ?

সাহস আজও নেই। সে কথা থাক। আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে বাচ্চাটা নষ্ট না করলে কী হত জানো ?

কী হত ?

তোমার শ্বশুর কিছুতেই তোমাকে বাচ্চা নষ্ট করার প্রস্তাব দিতে পারত না। শ্বশুর হয়ে সেটা তো সম্ভব নয়। অথচ তাঁর সন্দেহ ছিল, বাচ্চাটা তাঁর বংশের নয়। সেক্ষেত্রে উনি আরো ক্রুড কোনো পন্থা নিতেন। সেকথা তোমার না শোনাই ভাল। হয়তো বিশ্বাসও করবে না।

করব। বলো।

হয়তো একদিন জগাদা বা তোমার শ্বশুরের বশংবদ|আবা|কেউ সিঁড়িতে তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত অসাবধানতার ভান করে। কিংবা তোমার বাথরুমে তেল ঢেলে পিছল করে রাখা হত। কিংবা তোমার খাবারে মিশিয়ে দেওয়া হত কোনো ওষুধ। তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে আমিই অগ্রণী হয়ে নিরাপদে ব্যাপারটা করে ফেলি।

এতটা ? খুব অবাক হয়ে রেমি বড় বড় চোখ করে ধ্রুবর দিকে চেয়ে থাকে। চোখে ভয়।

ধ্রুব খুব নিবিড়ভাবে বুকে আরো চেপে ধরে রেমিকে। বলে, আমাকে বিশ্বাস করবে না তুমি, জানি। শ্বশুরমশাই তোমাকে প্রাণাধিক ভালবাসেন এও সত্য রেমি, কিন্তু বংশমর্যাদা ওঁর কাছে আরো অনেক বড়। আমার মাকে মরতে হয়েছিল শুধু ওই জেদী লোকটার অদ্ভুত কিছু ধারণার জন্য।

বলো, আমি শুনব।

না, একদিনে এত নয়। তোমার মাথা দুর্বল। এত নিতে পারবে না। পেটে বাচ্চা রয়েছে, এ সময়ে এসব বিষণ্ণ কাহিনী তোমার পক্ষে ভালও নয়।

আমাকে যদি জগাদা ধাক্কাই দিত তাহলে নয় পড়ে মরতামই, তুমি কেন আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলে ? তুমি তো আর আমাকে ভালবাসো না।

আমি তোমাকে এক রকম ভালবাসি রেমি। রকমটা আলাদা। তোমাকে অনেকবার বলেছি, তুমি বুঝতে পারোনি। আমি তোমাকে একজন পৃথিবীবাসী হিসেবেই ভালবাসি।

আর কিচ্ছু নয় ?

আর কী চাও রেমি ?

আমি যে কী চাই জানি না। কিন্তু তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি মিথ্যে কথা বলছ। তুমি আমাকে তার চেয়ে একটু বেশী ভালবাসো।

না, রেমি। আমি ভাল না বাসার চেষ্টা করছি। আমি চেষ্টা করছি আমার ভালবাসাকে ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ না রেখে সকলের প্রতি সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে। তোমার প্রতি তাই আমার বিশেষ দুর্বলতা থাকতে নেই।

সেটা তো থিওরেটিক্যাল কথা। আসল কথাটা ?

আসল কথা ! ধ্রুব একটু ভাবল। তারপর রেমিকে ছেড়ে দিয়ে নিরুত্তাপভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে মশারির চালের দিকে চেয়ে থেকে বলল, তোমার প্রতি আমার একটু আসক্তি ছিল। কবে কেমন করে সেটা হল তা বলতে পারব না। হয়তো আমার প্রতি তোমার টান দেখেই রেসিপ্রোকাল একটু টান আমারও হয়েছিল। সেটা ভাঙতেই আমি আর একটা মেয়েকে আমদানী করেছি। সে তোমার প্রতিপক্ষ নয়। সে আসলে আমাকে একটা ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করছে। তাই বলছিলাম তাকে

www.MurchOna.com

তোমার হিংসে করার কিছু নেই।

রেমি বড় অবাক হল। ধ্রুবর পাগলামি কোথায় পৌঁছেছে তা ভেবে একটু ভয়ও পেল সে। গাঢ়স্বরে বলল, ওগো, পায়ে পড়ি। আমাকে বরং ভালবেসো না। কিন্তু ভারসাম্য আনতে গিয়ে তুমিই যে ব্যালান্স হারিয়ে ফেলছো! এসব কী হচ্ছে বলো তো!

খুব অদ্ভুত! না?

ভীষণ অদ্ভুত। এ যে পাগলামী!

এর চেয়ে নরম্যাল আর কী হতে পারে রেমি? আজ পাগলামী বলে মনে হলেও ভবিষ্যতের মানুষ যদি কখনো আমার এক্সপেরিমেন্টের কথা জানতে পারে তাহলে বলবে বিংশ শতাব্দীতে এই একটা সত্যিকারের নরম্যাল লোক ছিল।

ওই মেয়েটাও কি তোমার মতো পাগল?

মেয়েটা! ওঃ, মেয়েটার কথা যে তুমি কেন ভুলতে পারছো না!

ভুলব? কী সর্বনেশে সব কাণ্ড করছো তুমি, এ কি ভোলা যায়?

তোমাকে অনেকবার বলেছি রেমি, মেয়েটা কোনো ফ্যাকটর নয়। মেয়েটা অ্যাকচুয়ালি নন-এনটিটি।

কেন নন-এনটিটি হবে? সেও তো একটা মানুষ?

মানুষ তো বটেই। কিন্তু তোমার প্রতিপক্ষ নয়। আবার বলছি আমি তার প্রেমে পড়িনি। আমি একটা সার্বজনীন ভালবাসা আয়ত্ত করার চেষ্টা করছি।

তুমি পাগল।

এই বলে রেমি অনেকক্ষণ কাঁদল। ধ্রুব বাধা দিল না। চুপ করে শুয়ে রইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে এক দুপুরে একটি মেয়ে টেলিফোনে রেমিকে চাইল

রেমি গিয়ে ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে মেয়েটি বলল, আমি ধারা।

ধারা! কে ধারা?

আমি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

কেন বলুন তো!

দরকার আছে। একটু এক জায়গায় আসতে পারবেন?

রেমি অস্বস্তিতে পড়ে বলে, না, সেটা সম্ভব নয়।

কেন, বাড়ির রেস্ট্রিকশন আছে?

তাও আছে। আমার শরীরও ভাল নয়।

আপনি যে প্রেগন্যান্ট তা আমি জানি। কিন্তু বেশী দূর নয়।

আপনিই আসতে পারেন তো! আমার শ্বশুরমশাই আমাকে বেরোতে নিষেধ করে গেছেন।

আমি আসব? মেয়েটা যেন অবাক হয়ে বলে, সেটা কি ভাল দেখাবে?

আপনি কে বলুন তো! ধারা নামে কাউকে আমার মনে পড়ছে না তো!

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। ধ্রুব কি আপনাকে কিছু বলেনি?

ও কী বলবে?

আমার পরিচয়!

না। ও কি চেনে আপনাকে?

মেয়েটি একটু হাসল, চেনে। তাহলে আমিই কি আসবো?

আপনার ইচ্ছে।

ধ্রুব বলছিল আপনি আমাকে দেখতে চান!

এ কথায় রেমি হঠাৎ চমকে ওঠে। তারপর স্তব্ধ হয়ে যায়।

www.MurchOna.com

মেয়েটি আবার বলে, আমি কি সত্যিই আসব ?

রেমির মাথাটায় গণ্ডগোল লাগতে থাকে। ধ্রুব কথা রেখেছে, কিন্তু সে নিজে কেন মাঝখানে নেই ? এখন কী বলবে রেমি ? তার পা কাঁপছে। বুক কাঁপছে।

রেমি অত্যন্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলে, আপনার ইচ্ছে।

আমার তো ইচ্ছে নেই। আপনার ইচ্ছে বলেই যাওয়া।

ঠিক আছে, আসুন।

এখন গেলে আপনার কোনো অসুবিধে নেই তো !

না, অসুবিধে কিসের ?

তাহলে উইদিন ফিফটিন মিনিটস ! কেমন ?

ঠিক আছে।

পনেরোটা মিনিট কী করে যে কাটল রেমির তা আজ আর সে বলতে পারবে না। ওই পনেরো মিনিট তার কাছে পৃথিবীটা একদম শূন্য হয়ে গিয়েছিল। কোনো অনুভূতি, রাগ, হিংসে, জ্বালা কিছুই বোধ করেনি সে। বোধ করেনি শীত বা তাপ। যা সন্দেহের মধ্যে ছিল, অনুমানের রাজ্যে ছিল, যা ছিল চোখের আড়াল এবং যাকে শেষ পর্যন্ত চোখমুখ বুজে ভুলে থাকা যেত সেটা এমন রূঢ় বাস্তব হয়ে আসছে দেখে বড় অসহায় হয়ে গিয়েছিল রেমি। দুচোখ দিয়ে অজস্র ধারায় শুধু জল বেয়ে পড়ল কোলের ওপর। পায়ের তলা থেকে বাস্তবিকই মাটি সরে যাচ্ছে।

একজন চাকর এসে বলল, আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন। ড্রয়িংরুমে বসিয়েছি।

রেমি আর চমকাল না। উঠে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গেল। চোখ মুছে একটু পাউডার দিল মুখে। চুলটি আঁচড়ে নিল। তারপর কলিং বেল টিপে চাকরকে ডেকে বলল, মেয়েটাকে এঘরে নিয়ে আয়।

মেয়েটি ঘরে ঢুকতেই ঘরটা যেন ভরে গেল স্নিগ্ধ রূপে। রেমি আশা করেছিল, ধ্রুব যেমন বলেছে তেমনই হবে বোধ হয় মেয়েটা। কালো-টালো, কুচ্ছিৎ, তা মোটেই নয়। আদ্দিকালে যেমন পানপাতার মতো মুখের কথা শোনা যেত এর মুখটাও তেমনি ভরাট, নিটোল চাখের মণি একটু খয়েরী, কিন্তু মস্ত মস্ত দুটো চোখ। ঠোঁট পুরন্ত। ভগমগ করছে শরীর। চোখের দৃষ্টি অতি উজ্জ্বল। মুখে মিষ্টি ভদ্র হাসি। পরনে মণিপুরী কাজ করা তাঁতের দারুণ শাড়ি। রেমি একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল দেখে।

॥ ৬৭ ॥

আজ শচীনের চেহারার মধ্যে একটা দুর্যোগের পূর্বাভাস ছিল। ফর্সা মুখ লাল টকটক করছে কোনো অভ্যন্তরীণ উত্তেজনায়। চুল অবিন্যস্ত। চোখের দৃষ্টিতে নীরব হুংকার। কৃষ্ণকান্ত আর বিশাখা পরস্পর মুখ তাকাতাকি করে বসে রইল। শচীন সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডে তুলল একটা হিংস্র ঝটকায়। তারপর অতি দ্রুত পায়ে ভিতরবাড়ির দিকে চলে গেল।

কৃষ্ণকান্ত দিদির দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল, কোথায় গেল বল তো !

বিশাখা খুব স্তিমিত গলায় বলে, বোধহয় বউদির খোঁজ করতে।

কৃষ্ণকান্ত খুবই বুদ্ধিমান। সে যতই ব্রহ্মচর্য করুক আর স্বেচ্ছা নির্বাসনে বাস করুক, ঘটনার আঁচ সে ঠিকই পায়। তাই, প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে বলল, তুই বরং যা ছোড়দি। গিয়ে শচীনদাকে জিজ্ঞেস কর কাকে খুঁজছে।

www.MurchOna.com

দাসী–চাকররাই বলবে। আমার যাওয়ার কী ?

বিশাখা বিবশ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। শচীন এই এস্টেটের উকিল হলেও বাইরের লোক। এ বাড়ির অন্দরমহলে হুটহাট ঢুকে যাওয়ার অধিকার তার নেই। তার ওপর শচীন কেন অসময়ে এসে হাজির হয়েছে তাও জানে বিশাখা। সব মিলিয়ে তার ভিতরেও একটা রাগের ঝাঁঝ উঠছিল। কিন্তু বেশী কিছু করার সাধ্য তার নেই। বাবা যদি একটু কঠিন ধাতের মানুষ হত তবে শচীনের এত বাড় হতে পারত না।

কৃষ্ণকান্ত এবার একটু চাপা গলায় বলে, শচীনদা একটু রেগে আছে মনে হচ্ছে।

কেন রেগে আছে তা বিশাখা অনুমান করতে পারে। ভিতরকার ঘটনা সে সবটা জানে না ঠিকই, কিন্তু বউদির এই যে হঠাৎ বরিশাল যাওয়া এটা যে এমনি নয়, ভিতরে যে আরো একটু কিছু আছে তা বুঝতে তার অসুবিধে হয় না। শচীনকে ফাঁকি দিয়েই গেছে বউদি। মুখের গ্রাস সরে যাওয়ার খবর পেয়ে এখন জখমী বাঘের মতো এসেছে শচীন। কি কেলেঙ্কারী হয় কে জানে ! কৃষ্ণকান্তর কথার জবাবে শুধু বলে, হ্যাঁ, খুব তেজ হয়েছে। দারোয়ান দিয়ে গলাধাক্কা দেওয়ালে ঠিক হত।

কৃষ্ণকান্ত বলে, যাঃ, কী যে বলিস !

ঠিকই বলি। বাবা ওরকম মেনীমুখো বলেই এসব কেলেংকারী হচ্ছে। অন্য কোনো জমিদারবাড়ি হলে ওকে ঘাড়ধাক্কা তো দিতই, বাড়ির বউকেও চুলে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখত।

কৃষ্ণকান্ত কোনো কথা বলল না। কৃষ্ণকান্ত যে চুপ করে রইল তার কারণ একটাই। ভিতরে ভিতরে সে নিজের বয়সকে ছাড়িয়ে একটু বেশী পরিণত হয়ে উঠেছে। সে তার ছোড়দির মতো সহজে উত্তেজিত হয় না। প্রতিক্রিয়ার বদলে তার ভিতরে শুরু হয় বিচার বিশ্লেষণ এবং সমাধানের চেষ্টা। বউদির সঙ্গে যে শচীনদার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তা শোনা আছে তার। অনেক ভেবে সে এই সমস্যার কোনো সমাধান খুঁজে পায়নি। এ কথাও ঠিক যে, তার বাবা নিরীহ, বড়দা কনককান্তি ব্যক্তিত্বহীন এবং সে নিজে ছেলেমানুষ। সেই কারণেই এই প্রায় অভিভাবকহীন পরিবারের কোনো রক্ষাকবচ নেই।

কৃষ্ণকান্ত ছোড়দির দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, তুই তো খুব ঝগড়ুটে। এখন গিয়ে ঝগড়া করতে পারিস না ?

ঝগড়া ! বিশাখা অবাক হয়ে বলে, কার সঙ্গে ?

কেন, শচীনদার সঙ্গে !

ঝগড়া করব কেন ?

তুই তো ঝগড়ার কথাই বলছিস এতক্ষণ। এখন যা না গিয়ে ঝগড়া করে আয়।

আমার বয়ে গেছে। যে যার কর্মফল ঠিক ভুগবে। ভগবান তো আছেন। এই বলে বিশাখা উঠে গেল।

শচীনের মুখোমুখি হওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না বিশাখার। তবু একবার শচীনের রাগে গনগনে মুখটা দেখতে ইচ্ছে করছিল। বুকের জ্বালা খানিকটা জুড়োয় তাহলে।

দোতলায় উঠবার সিঁড়ির গোড়ায় যখন বিশাখা প্রথম ধাপটায় পা তুলেছে তখন শচীন নেমে এল ঝড়ের বেগে। সামনে বিশাখাকে দেখেই একটু থমকে গেল।

বিশাখা দেখল, শচীনকে একদম অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। যেন বা উন্মাদেরই দৃষ্টি তার চোখে।

শচীন তাকে ধমকের স্বরে জিজ্ঞেস করে, চপলা কোথায় ?

বিশাখার আপাদমস্তক এই প্রশ্নে জ্বলে যায়। এই পুরুষটির প্রতি তার কিছু দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু তার আর কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই। উপরন্তু লোকটার বেহায়া নির্লজ্জপনা দেখে তার ভিতরটা আরো গরম হয়ে গেল।

বিশাখা পাল্টা প্রশ্ন করে, আপনি কার হুকুমে ওপরে গিয়েছিলেন ?

www.MurchOna.com

তার মানে ? হুকুমটা আবার কার কাছ থেকে নিতে হবে ? তোমার কাছ থেকে নাকি ? বাইরের লোক হয়ে আপনি যখন-তখন ভিতরবাড়িতে ঢুকবেন কেন ?

আমার দরকার ছিল।

কী দরকার তা আমার জানার প্রয়োজন নেই ; কিন্তু আপনি পুরুষমানুষ, একটু লজ্জাবোধ থাকলে কখনোই আপনি মেয়েদের অন্দরমহলে ঢুকতেন না ;

ছোটো মুখে বড় কথা মানায় না বিশাখা। যাক, এ তর্ক হেমকান্তবাবু ফিরলেই হবে। আমি জানতে চাই চপলা বরিশাল গেল কেন। তুমি বলতে পারো ?

আমার বউদিকে নাম ধরে ডাকার সাহস কবে থেকে হল ?

যবে থেকেই হোক, জবাবটা তোমার জানা আছে ?

জানলেও বলব কেন ? আপনি কে ?

কথা কাটাকাটি বেশ উচ্চগ্রামে উঠে যাওয়ায় সিঁড়ির মুখে দাসদাসীদের উঁকিঝুঁকি শুরু হয়ে গেল। বিশাখা যথেষ্ট তপ্ত বোধ করছে ভিতরে ভিতরে।

শচীন বরং কিছু অপ্রস্তুত। এ বাড়ির মেরুদণ্ডহীন কর্তার আমলে সেই প্রকৃতপক্ষে এস্টেটের কর্ণধার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার দৌলতেই জমিদারীর ডুবুডুবু নৌকো এখনো কোনোক্রমে টিকে আছে। এ বাড়ির কেউ তার মুখের ওপর কথা বলবে এটা ভাবাই যায় না। কিন্তু বলছে। এবং খুব অন্যায্য কথাও বলছে না। কিন্তু শচীনের ন্যায্য অন্যায্য বিচারবোধ ক্রিয়াশীল নয়। তার মাথায় এখন ঝড়। চপলা ছাড়া তার পৃথিবী অন্ধকার। বিশাখার মুখে এরকম ন্যায্য কথাবার্তা শুনে সে দিশা হারিয়ে ফেলে বলে, আমি কে তা জানো না ? আমি নইলে তোমাদের ভিটেয় ঘুঘু চরত তা জানো ?

জানি। আপনি উকিল। বাবা আপনাকে এস্টেটের কাজ দেখার জন্য মাইনে দিয়ে রেখেছেন। সোজা কথায় আপনি আমাদের কর্মচারী। আপনার কী অধিকার বাড়ির বউ কোথায় গেছে তা আমার কাছে জানতে চাওয়ার ?

শচীন এটা সহ্য করতে পারল না। একদম বেহেড হয়ে গিয়ে সে বলল, সরিয়েছো ! তোমরাই চপলাকে সরিয়েছো ! কিন্তু পারবে বাঁচাতে ? চপলা আমার। আমি যেমন করে পারি তাকে দখল করবই। দেখি তোমরা কী করতে পারো।

যে রাগ ও হতাশা বহুকাল ধরে বিশাখার ভিতরে মাথা কুটে কুটে একটা বেরোবার পথ খুঁজছিল আজ সে পথ পেয়ে গেছে বিশাখা ফুঁসে উঠে বলল, খুব আসকারা পেয়ে গেছেন তাই না ? কিন্তু এর ফল আপনাকে ভোগ করতে হবে। হেমকান্ত চৌধুরীকে আপনি যত নিরীহ ভাবেন তত নিরীহ যে তিনি নন সেটা আমিই বুঝিয়ে দেবো আপনাকে। বাবা বরিশাল থেকে ফিরুন, তারপর বুঝবেন।

কী বুঝবো ? কী ক· : তোমরা আমার ?

লেঠেল দিয়ে ঘরবাড়ি ভেঙে দেবো। ভিটে-ছাড়া করব। আর কখনো এ বাড়িতে ঢুকবেন না। যান !

এর জবাবে উকিল শ র মুখে কোনো কথা এল না। কিন্তু তার ডান হাতটা নিজের অজান্তেই ওপরে উঠে গেল····

তারপর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আচমকা একটা চড় এসে ফেটে পড়ল বিশাখার বাঁ গালে।

অবিশ্বাস, দুর্বোধ্যতা এবং মানসিক বিকলতার দরুন চড়টাকে আসতে দেখেও বিশাখা নড়েনি। চড়টা বাঁ গালে পড়তেই সে চোখে অন্ধকার দেখল। দুলে উঠল শরীর। বিশাখা উবু হয়ে বসে পড়ল মেঝের ওপর।

মাগো !

যে কোনো কাপুরুষের পক্ষে এ সময়ে পালিয়ে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু শচীন পালাল

www.MurchOna.com

না। খুব অবিশ্বাসের সঙ্গে সে কিছুক্ষণ নিজের ডান হাতের চেটোটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর তাকাল কুঁজো হয়ে থাকা বিশাখার দিকে।

দাসদাসীরা ছুটে আসছিল বিশাখাকে ধরে তুলতে।

তাদের অবাক করে দিয়ে শচীন নিজেই শেষ ধাপটায় নেমে নিচু হয়ে পাঁজাকোলায় তুলে নেয় বিশাখাকে। নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসে। ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেয় বিছানায়।

বিশাখার তেমন কিছু হয়নি। একটা চড় আর কতটাই বা মারাত্মক? তবে তার দুই চোখে বিশ্বের বিস্ময়। তার নিজের মা-বাবাই তাকে কখনো মারেনি। পিঠোপিঠি ভাই কৃষ্ণকান্ত কখনো-সখনো কিলটা চড়টা দিলেও সে নিতান্তই খুনসুটি সত্যিকারের মার জীবনে সে এই প্রথম খেল। তাও এক পরপুরুষের হাতে।

দুজনেই ভীষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে দুজনের দিকে। ঘরে লোকজনের ভীড় হয়ে যাচ্ছিল। শচীন একটু চমকাল কেন যেন।

তারপর বিশাখার দিকে চেয়ে বলল, আমারই ভুল হয়েছিল।

শুধু এইটুকু বলেই শচীন ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে এসে সাইকেলে উঠে চলে গেল।

তিন দিন শচীন আর এমুখো হল না।

তিন দিন বিশাখারও কাটল এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে। বাঁ গালটা ফুলে লাল হয়ে ছিল অনেকক্ষণ। কিন্তু সে জ্বালা জুড়োতে দেরী হয়নি। জ্বালা মনের মধ্যে। তিন দিন ভাল করে দিন-রাত ঠাহর করতে পারল না সে। অনুভব করতে পারল না তার চারদিককার বাস্তবতা। টের পেল না সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, না কি জেগে আছে। এত অপমান সয়ে মানুষ বেঁচে থাকে কী করে? এত অপমান একজনকে করতেই বা পারে কি করে আর একজন?

রঙ্গময়ী সবই জানে। কিন্তু সে উচ্চবাচ্য করে না। শুধু লক্ষ্য রাখে আর বাড়ির অন্যান্যদের ইশারায় তফাৎ থাকার নির্দেশ দেয়। বিশাখা তিনটে দিন চলল পুতুলের মতো রঙ্গময়ীর নির্দেশে। খেতে বললে খেল, স্নান করতে বললে করল। যেন বা ঠিক বুঝতে পারছে না সে আসলে কী করছে। কথা প্রায় ছিলই না তার মুখে।

তিন দিনের দিন ভোরবেলা উঠে রঙ্গময়ী লক্ষ করল, বিশাখার মুখচোখ একটু স্বাভাবিক। রাতে ঘুম হয়েছে। চোখের কোল ভরাট।

রঙ্গময়ী একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

দুপুরবেলা খেতে বসে একটু ঠাট্টাতামাসাও করল বিশাখা রঙ্গময়ীর সঙ্গে। তারপর দুজনে ঘরে এসে মুখোমুখি বসল।

বিশাখা হঠাৎ বলল, কী গো মনুপিসি, কী ভাবছো?

কই, কিছু তো ভাবছি না!

ভাবছো না কেন? একটু ভাবো।

কী ভাববো?

আমার কী করা উচিত একটু ভেবে বলো তো! গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ব, নাকি বিষ খাবো।

বালাই ষাট। তুই ওসব করতে যাবি কেন?

অপমানটা তো দেখলে।

নিজের চোখে দেখিনি, তবে শুনেছি।

এর পরেও বেঁচে থাকতে বলো!

বেঁচে থাকবি না কেন? পাগল নাকি?

পাঁচজনকে মুখ দেখাবো কী করে?

সে যদি দেখায় তোর দেখাতে দোষ কী?

www.MurchOna.com

সে তো ছেলে। ছেলেদের তো সবই মানায় মনুপিসি।

তোকে বলেছে! পুরুষমানুষ হয়ে একটা মেয়ের গায়ে হাত তুলেছে লোকে তাকে দুয়ো দেবে না? তার নিজেরও কি কম লজ্জা!

ওর কি লজ্জা বলে কিছু আছে!

রঙ্গময়ী কথাটার জবাব চটজলদি দেয় না। একটু চুপ করে থেকে বলে, শুনেছি, তিন দিন জলস্পর্শ করেনি।

বিশাখা কথাটা শুনে চুপ করে থাকে। বুকের মধ্যে কেমন এক অচেনা ব্যথা চিনচিন করতে থাকে। কেমন অদ্ভুত লাগে একটা সিরসিরে ভাব।

অনেকক্ষণ বাদে সে বলে, জলস্পর্শ করেনি কেন?

তা কী করে বলব? তবে মনে হয় প্রায়শ্চিত্ত করছে।

আর প্রায়শ্চিত্ত করে কী হবে? যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। শহরে ঢি ঢি পড়ে যায়নি এতক্ষণে?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, দূর বোকা! দাসদাসীরা কানাকানি করবে সে তো ঠেকানোর উপায় নেই। তবে লোক জানাজানি হয়নি। হবেও না। শহরে এখন অন্য সব সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হচ্ছে। কে কাকে চড় মারল তা নিয়ে কে মাথা ঘামাবে?

কী কাণ্ড মনুপিসি?

রেল লাইনের ধারে গুদাম থেকে বিদেশী কাপড় বের করে আগুন লাগানো হল সেদিন। গুলি-গোলা চলেছে। ধরপাকড় হল কত। আহা!

কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের ঘটনা মোটেই স্পর্শ করল না বিশাখাকে। সে আনমনা হয়ে রইল। একটা হাই আসছিল, সেটা চেপে বন্ধ করে বলল, আমার বড় ঘেন্না হচ্ছে নিজের ওপর!

কেন হবে? দোষ তো শচীনের। তুই তো অন্যায় কিছু বলিসনি।

ঠিক বলেছি বলছো?

নিশ্চয়ই। এই সত্যি কথাগুলো কারো মুখ থেকে বেরুনো দরকার ছিল।

বিশাখা একথা শুনে একটু উজ্জ্বল হল। বলল, ঠিক বলছো?

ঠিক বলছি না তো কী? আমি পরস্য পর, নইলে ক্যাট ক্যাট করে কিছু কথা ওর মুখের ওপর বলতে আমারও ইচ্ছে করেছে কতবার।

বিশাখা বলে, আমি ভাবছিলাম কাজটা হয়তো ভীষণ অন্যায় হয়ে গেল। বাবা হয়তো ফিরে এসে সব শুনে আমার ওপর রাগ করবে।

রাগ করলেই হল? সে নিজে তো কিছু পারেনি করতে। মুখচোরা মানুষ, চোখের ওপর এসব ঘটনা দেখেও চোখ বুজে থেকেছে। দোষ তো তারই।

বিশাখা চুপ করে থেকে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, শচীনবাবু বোধহয় আর আমাদের কাজ করবেন না, না?

না করলেই মঙ্গল। এইভাবেই যদি ভালয় ভালয় ব্যাপারটা মিটে যায় তবে খুব ভাল।

বিপাশা মাথা নেড়ে বলল, না মনুপিসি. তাতে ভাল হয় না।

কেন হয় না?

আমার একটা কলঙ্ক থেকে যায়। লোকে বলবে আমি ঝগড়া করে শচীনকে তাড়িয়েছি।

লোকের আর খেয়ে বসে কাজ নেই। তুই রাখ তো।

বিশাখা মাথা নেড়ে বলে, না মনুপিসি, আমার লজ্জা করছে।

ওমা! লজ্জা কিসের?

ঝগড়া করেছি যে! সেই লজ্জা। আমি চাই না উনি এভাবে কাজ ছাড়ুন।

www.MurchOna.com

রঙ্গময়ী একটু চুপ করে থেকে বলে, কথাটা খুব মন্দ বলিসনি। শচীনের ইদানীংকার ব্যবহার দেখে রাগ হয় বটে, কিন্তু ছেলেটা খারাপ ছিল না। তোর বাবার জমিদারী যেতেই তো বসেছিল। ছেলেটা প্রাণপাত করে কিছু সামাল দিয়েছে। ওকে তাড়ানোটা ঠিক নয়। কিন্তু কী আর করবি?

শচীনবাবু কি এখনো আমার ওপর রেগে আছেন?

রঙ্গময়ী হেসে ফেলে। তারপর বলে, রেগে আছে বলে তো মনে হয় না। চড় মেরে সেই তো কোলে করে তোকে দোতলায় তুলে নিয়ে এসেছিল। রাগের লক্ষণ তো নয়।

ধ্যাৎ! কী যে বলো না! যাও—

রঙ্গময়ী হেসে বলে, কথাটা তো সত্যি। তুই যত নিজের ঘাড়ে অপমান নিচ্ছিস সে নিয়েছে তার দশগুণ। তাই তো বলছিলাম, তুই গলায় দড়ি দিবি কেন?

সারাটা দুপুর বিশাখার কাটল ফের অন্যরকম এক ঘোরের মধ্যে। চড় খাওয়ার অপমান বুক থেকে নেমে গেছে। এখন সে ভাবছে শচীন তাকে কোলে করে দোতলায় তুলেছিল। শচীন তিন দিন জলস্পর্শ করেনি। যত ভাবছে তত বুকের চিনচিন ব্যথাটা নাড়া খাচ্ছে। অস্ফুট এক ব্যথা। বড় অদ্ভুত! বড় সুখদায়ক।

চারদিনের দিন হেমকান্ত বরিশাল থেকে একা ফিরলেন।

একা যে বাবা? বউদি কোথায়? বিশাখা বাবাকে প্রায় হাত ধরে গাড়ি থেকে নামাতে নামাতে প্রশ্ন করে।

বউমা কলকাতা চলে গেল।

সে কী! ওখান থেকেই?

হ্যাঁ। কিছুতেই ফিরতে চাইল না।

কেন বলো তো!

বলছিল ছেলেমেয়েদের ইস্কুল খুলে গেছে। কনকেরও অসুবিধে হচ্ছে।

বিশাখা সহর্ষ বিস্ময়ে চেয়ে রইল বাবার মুখের দিকে। বুকটা দুরদুর করছে। বউদি যে অতিশয় বুদ্ধিমতী সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সেই বুদ্ধি যে প্রলয় ঘটায়নি, সংসারে আনেনি ভাঙচুর এবং কলঙ্ক তাইতে ভারী হালকা বোধ করল বিশাখা। তার মনে হল, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

চতুর্থ দিন বিশীর্ণ শরীরে কাছারি ঘরে বিকেলে এসে বসল শচীন। তার উজ্জ্বল কান্তি কিছুটা ম্লান। মুখ অসম্ভব গম্ভীর।

হেমকান্ত সন্ধের পর তাকে ডেকে পাঠালেন।

এই যে শচীন, এদিককার সব খবর ভাল তো!

ভালই। শশীর মামলায় উকিল দিতে পারলেন?

শশীর মামলা তার বাবা লড়বে। কলকাতা থেকে এক ব্যারিস্টারও আসবেন শুনেছি। আমাদের তরফের যা বক্তব্য তা পেশ করার জন্য একজন ভার নিয়েছেন। আমার বেহাইয়ের বন্ধু। সুতরাং চিন্তার কিছু নেই।

আমিও যাবো একবার?

যাবে?

যাবো বলেই তো ভাবছি।

ইচ্ছে হলে যেও।

আমি একটা কথা ভাবছিলাম।

কী কথা?

মামলা মোকদ্দমা এখন অনেক বেড়েছে। এস্টেটের কাজ দেখার জন্য যদি একজন পাকা লোক

www.MurchOna.com

দেখে নেন তো ভাল হয়।

তোমার বদলে ? হেমকান্ত কিছু বিস্মিত হয়ে উঠে বসেন।

হ্যাঁ। আমার একটু অবকাশ দরকার।

হেমকান্ত ফাঁপরে পড়ে বলেন, কথাটা কী জানো ! লোক পাওয়া খুব সোজা নয়। এমনি যারা পাকা লোক তারা সৎ বড় একটা হয় না। আমার অবস্থা তো জানোই। নিজে কিছু দেখাশোনা করতে পারি না। তোমাকে পেয়ে ভেবেছিলাম আর সমস্যায় পড়তে হবে না।

আমি গোড়া বেঁধে দিয়ে যাচ্ছি। আপনিও একটু চোখ রাখবেন। হয়ে যাবে।

কেন শচীন, তোমার কী পোষাচ্ছে না ?

শচীন জিব কেটে বলে, ছিঃ ছিঃ, তা নয়। পয়সার জন্যে আপনার কাজ করছিলাম না। স্নেহ করেন, তাই।

স্নেহ তো এখনো করি।

করেন ? বলে শচীন হঠাৎ হেমকান্তের চোখে চোখ রাখে।

হেমকান্ত মৃদু হেসে বলেন, না করার কারণ কী ?

শচীন দাঁতে ঠোঁট চেপে বলে, স্নেহ না করার অনেক কারণ আছে। তবু যদি করেন তবে বুঝি যে আপনি সত্যিই অনেক উঁচুদরের মানুষ।

হেমকান্ত লজ্জা পেয়ে বলেন, আরে কী যে বলো ! ছেলেমানুষ।

শচীন আবেগের সঙ্গে বলল, আমার অপরাধের সীমা নেই। কিন্তু সব তো বলা যাবে না ; বুদ্ধিভ্রংশ তো মানুষেরই হয়।

তা হয় বটে। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলবে ?

আজ্ঞে বলব। তবে তার উপযুক্ত সময় আছে। এখন নয়।

তাহলে আমার এস্টেটের কাজটা করবে তো !

করব। তবে আমি কয়েক দিন ছুটি চাই।

কেন ?

মা আর বাবাকে নিয়ে কাশী হরিদ্বার যাবো।

বেশ তো, যাও।

বেশীদিন নয়। ততদিন কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন ?

পারা যাবে। এখন বর্ষা সবে শেষ হয়েছে। টিমে সময়। পারব। যাও।

শচীন হঠাৎ আজ হেমকান্তকে একটা প্রণাম করে বলল, আমার যেতে দু-তিন দিন দেরী আছে। রোজই আসব। আপনি কাছারিতে আমার সঙ্গে একটু যদি বসেন তো সব বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারি।

সে হবেখন। তোমার শরীরটা তো ভাল দেখছি না।

ও কিছু নয়।

জ্বরজ্বারি হয়নি তো !

না। বেশ আছি।

হেমকান্ত খুশি হলেন। খুব খুশি। তার বউমা কলকাতা গেছে। শচীন যাচ্ছে হরিদ্বার আর কাশী। বেশ। লক্ষণ তো খুবই ভাল।

www.MurchOna.com

॥ ৬৮ ॥

মেয়েটির হাসিটি অদ্ভুত সুন্দর। কোনো কায়দা নেই, একেবারে শিশুর মতো সরল ও সহজ হাসি। নম্র স্বরে বলল, আসবো ?

আসুন। রেমি ক্ষীণ কণ্ঠে বলল।

আমি ধারা। ধ্রুব আমাকে বলেছিল, আপনি আমাকে দেখতে চান।

বসুন।

ধারা খুব সহজভাবে বসল। একটুও সংকোচ নেই, অতিরিক্ত স্মার্ট হওয়ার চেষ্টাও নেই। কথাবার্তা টানটান এবং স্পষ্ট। গলার স্বরটির মধ্যে একটা আন্তরিকতা মাখানো নম্রভাব রয়েছে।

রেমি চেয়ে ছিল। কথা আসছিল না মুখে বা মনে। কী বলবে ?

ধারা অবস্থাটা অনুমান করে নিল বোধ হয়। শাড়ির কুঁচিটা অকারণে একটু ঠিকঠাক করে বলল, আমার আসল নাম কিন্তু ধারা নয়।

তবে কী ?

রাধা। বড্ড সেকেলে নাম বলে আমি একটু বর্ণবিপর্যয় করে নিয়েছি।

তাই বুঝি ! রেমি এলানো গলায় বলে।

আপনার নামটা কিন্তু ভীষণ আধুনিক।

রেমি একটু নড়েচড়ে বসল। তারপর একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, আমি কিন্তু বড্ড সেকেলে।

খুব হাসল ধারা। ভদ্রতার হাসিই হবে। তারপর বলল, আপনি আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন কেন বলুন তো।

এমনি।

দেখাদেখির ব্যাপারটি কিন্তু খুব অস্বস্তিকর। তাই না ? আমার তো মনে হয়েছিল আপনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করবেন।

ঝগড়া করব ! রেমি ভ্রূ কুঁচকে বলল, না, ঝগড়া করব কেন ? হেরে গেলে ছেলেবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া করতাম। এখন তো বড় হয়েছি।

আপনি সুন্দর কথা বলেন তো ! ধ্রুব যা বলেছিল মোটেই তা নয়।

ও কী বলেছিল ?

বলেছিল আপনি একটু প্রাচীনপন্থী, আর—

আর কী ?

একটু অ্যাগ্রেসিভ।

আপনার কি তাই মনে হচ্ছে ?

ধারার মুখে হাসিটি লেগেই ছিল। হাসিতে উজ্জ্বল মুখখানা এক অপরূপ ভঙ্গিতে নেড়ে বলল, এখনো নয়। তবে রেগে যাওয়ার কীই বা আছে বলুন ! আমি কিন্তু ধ্রুবকে বলেছিলাম, তোমার বউ আমাকে দেখলে কিছুতেই রাগ করতে পারবে না। ধ্রুব বলেছে, না না, রেমি ভীষণ রাগী। তুমি একটু গার্ড নিও।

বলেছে বুঝি ?

হ্যাঁ। বোধ হয় টিজ করছিল। তবু আমি একটুও ভয় পাইনি। ধ্রুবকে বললাম, উনি যখন দেখা করতে চান আমি দেখা করব। আই হ্যাভ নাথিং টু লুজ। অপমান করলেও আমার গায়ে লাগবে না।

লাগবে না ! কেন !

www.MurchOna.com

আমি যে জীবনের শুধু ব্রাইট সাইডটা দেখি। একদম পেসিমিস্ট নই। বলে ধারা আবার হাসতে থাকে।

রেমি একবারও হাসতে পারেনি। এবারেও পারল না। তবে মেয়েটার মধ্যে এমন একটা প্রাণপ্রাচুর্য ও খুশিয়াল ভাব আছে যে সেটা অজান্তে রেমির ভিতরকার আড়ষ্টতা কাটিয়ে দিচ্ছিল। সে স্বাভাবিক গলায় বলল, আমি ঠিক উল্টো। ব্রাইট সাইড আমার চোখেই পড়ে না।

তার কারণটা কী জানেন ?

কী ?

আপনার নানারকম এক্সপেরিয়েনস হয়নি। তাই। জীবনে যাদের খুব একটা ঘটনা ঘটে না, নানারকম অভিজ্ঞতা হয় না তারা সবসময়ে বিষণ্ণ থাকে আর ডার্ক সাইড নিয়ে ভাবে।

আপনার কি অনেক অভিজ্ঞতা ?

তা বলতে পারেন। তবে বিয়ের পর আমাকেও আপনার মতো জবুথবু ঘরবন্দী করে রাখার একটা চেষ্টা হয়েছিল।

আপনার বিয়ে হয়েছে ?

ধারা হাসিমুখে বলে, দু'বার। আমি দু'টাইম ডিভোর্সী।

এইটুকু বয়সে ?

কী করব বলুন। কোনো বিয়েই এক বছরের বেশী টেকেনি।

কেন টিকল না ?

খুব সহজভাবে, যেন অন্য কারো গল্প বলছে, এমন সরল গলায় ধারা বলল, প্রথম যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল হি পারহ্যাপস হ্যাড ইডিপাস কমপ্লেকস। মা ছাড়া আর কিছু বুঝতেই চাইত না। তার মা কেমন ছিল জানেন ? ভেরি বিচী, ভেরী পজেসিভ। একদিন বরের সঙ্গে ড্রিংক করে ফিরেছিলাম বলে আমাকে উনি চড় মেরেছিলেন, কিন্তু নিজের ছেলেকে কিছু বলেননি।

তারপর ?

তারপর আর কী ? খুব ঝামেলা হতে শুরু করল। অ্যাণ্ড উই সেপারেটেড।

দ্বিতীয় জনও কি তাই ?

না। চাঁদ ওয়াজ এ নাইস গায়। আমি কখনো ওকে ডিসলাইক করতে পারিনি। এখনো করি না।

তাহলে ?

কী বলব ! সামথিং ডিডনট ক্লিক। ওর সব ভাল, কিন্তু হাজব্যাণ্ড মাস্ট বি সামথিং ডিফারেন্ট। উই ওয়্যার রাদার ফ্রেণ্ডস।

রেমির সামান্য একটু মজা লাগছিল। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে তার ভিতরে যে একটা বদ্ধমূল ধারণা প্রোথিত রয়েছে তা একটু নাড়া খাচ্ছিল মেয়েটির এসব আলগা কথায়। কিন্তু তবু মেয়েটাকে কিছুতেই সে খুব অপছন্দ করতে পারছিল না। তাই একটু রাগ হচ্ছিল নিজের ওপর। মেয়েটা বড্ড সরল, বড্ড অকপট।

রেমি বলল, এখন ?

এখন ! ওঃ, এখন আমি ভেরী মাচ ফ্রি অ্যাণ্ড ভেরী মাচ হ্যাপী।

বিয়ে করবেন না ?

কী দরকার ? আপনি খুব ঘরসংসার পছন্দ করেন ?

রেমি চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল। সে ধারার মতো অভিজ্ঞ নয়। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া, কিছু উচ্চকিত পোশাক পরা, কয়েকজন ছেলে বন্ধুর সঙ্গে নিরামিষ মেলামেশা এবং সামান্য কিছু বিদেশী নৃত্যগীত ছাড়া তার আধুনিকতার তেমন কোনো দীক্ষা হয়নি। আধুনিকতা তো কেবল আচরণ নয়,

www.MurchOna.com

ও একটা বিশেষ মনোভঙ্গী। ধারা জিনস্ পরেনি, চোখমুখের ভাবে বা অঙ্গভঙ্গিতেও ভারী শিষ্ট ভাব, কিন্তু ওর মনটাই অন্য রকম। এ পৃথিবীকে, এই জীবনকে রেমি যে-চোখে দেখে ও মোটেই সেরকম দেখে না। রেমি অনেকক্ষণ ভেবে বলল, কী জানি। বোধ হয় ঘরসংসার বলে নয়, ভালবাসি একজন বা দুজন মানুষকে। তাদের ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

ইচ্ছে না করলে ছাড়বেন কেন? সেকথা বলছি না। কিন্তু ধরুন, কখনো আপনার নিজের মতো করে থাকতে ইচ্ছে করে না? আর একটু ফ্রিডম পেতে ইচ্ছে করে না?

করে। খুব করে। রেমি খুব আকুল গলায় বলে।

ধারা চমৎকার হাসিটা হেসেই যাচ্ছে। বলল, আমাদের দেশের মেয়েদের কী মুশকিল জানেন? তাদের ইচ্ছেটাই মরে যায়। ছেলেবেলা থেকে এমন সব শেখানো হয় যে, মাথাটাই তাদের অবসেসড। ঘরসংসার পেলেই তাদের আর সব ইচ্ছে মরে যায়। আর না হলে চুরি করে গোপনে কোনো লাভারের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে মেলামেশা করে। কিন্তু এটা তো ঠিক নয়। আমার যদি কাউকে ভাল লাগে তবে প্রকাশ্যেই মিশব, নিজেকে তো বাঁধা দিইনি। বলুন ঠিক কিনা!

রেমি বলল, ঠিকই তো।

ধ্রুব বলে আপনি ভীষণ সেকেলে।

রেমি এই প্রথম একটু হাসতে পারল। মাথা নেড়ে বলল, আমি ঠিক কেমন তা ও জানেই না।

কেন জানবে না?

জানে না, তার কারণ আমাকে ও লক্ষ করে না।

বাট ইউ আর চার্মিং। সিম্পলি চার্মিং।

হবে হয়তো। কিন্তু ও সেটাও লক্ষ করেনি কখনো। ওর সঙ্গে আপনার পরিচয় কবে থেকে?

বেশীদিন নয়।

কোথায় দেখা?

সেটা একটু অদ্ভুত ঘটনা। আমাদের দেখা খুব নরমাল সারকামস্ট্যানসে হয়নি।

কিরকম?

আমার মতো যারা একা এবং স্বাধীন জীবন যাপন করতে চায় সেইসব মেয়েদের পদে পদে বিপদ। আপনি ঠিক বুঝবেন না। যারা নিরাপদ ঘরে থাকে তাদের পক্ষে এ শহর সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন। ধরুন সোনাগাছি, টেরিটিবাজার, চীনাপট্টি, খিদিরপুর ডক বা সন্ধ্যার এসপ্লানেডের গলিঘুঁজি এসব মেয়েদের পক্ষে নিরাপদ জায়গা নয়। লোকে ডাকে, ইশারা করে, অফার দেয়, গাড়িতে তুলে নিতে চায়, আড়কাঠি পিছনে ঘুরঘুর করে, ছেলেরা দল বেঁধে পিছু নেয়, টিটকারি দেয়। এসব সহ্য করে এবং এড়িয়ে তবে চলাফেরা করতে হয়।

রেমি একটু শিউরে ওঠে। বলে, মা গো! আপনি ওসব জায়গায় একা যান?

না গেলে আর স্বাধীনতা কিসের? যখন যেমন খুশি ঘুরব ফিরব দেখব তবে না স্বাধীনতা! আমি অ্যাডজাস্টেড হওয়ার চেষ্টা করছি। মাঝে মাঝে অবশ্য বেশ বিপদে পড়ে যেতে হয়। এরকম একটা বিপদে পড়েই ধ্রুবর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।

বলে হাসে ধারা। নিয়মরক্ষার খাতিরে রেমিও ঠোঁটটা রবারের মতো টেনে একটু হাসবার চেষ্টা করে। বলে, তাই নাকি?

ধারা বলে, যত রোম্যান্টিক শোনাচ্ছে তত রোম্যান্টিক কিন্তু নয় ব্যাপারটা। আপনি কি জানেন যে, ধ্রুবর এক দল অত্যন্ত ন্যাস্টি ফ্রেণ্ডস আছে!

খানিকটা জানি।

ভীষণ ন্যাস্টি। ধ্রুব কি করে যে ওদের সঙ্গে মেশে! এ প্যাক অফ হেলহাউণ্ডস। ওদের মধ্যে একজন হচ্ছে লালু। চেনেন?

www.MurchOna.com

রেমি মাথা নেড়ে বলে, না। ওর বন্ধুরা বড় একটা এ বাড়িতে আসে না।

ইউ আর ল্যাকি। ওই লালুর একটা জুয়ার ব্যবসা আছে টালিগঞ্জে। ব্যবসাটা অবশ্য দুনম্বরী। আমি আমার এক বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে একদিন জুয়া খেলতে গিয়েছিলাম।

আপনি ? রেমি চোখ কপালে তোলে।

কী আছে তাতে ? একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল। কিন্তু জয়েন্টটা যে এত খারাপ তা আগে জানতাম না। আমার সঙ্গে শ পাঁচেক টাকা ছিল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমি সব টাকা হেরে গেলাম। আমার বয়-ফ্রেণ্ড রাজু হারল দেড় হাজার টাকার মতো। আমাদের কারো কাছেই আর টাকা ছিল না। রাজু যখন শেষ রাউণ্ড খেলছে তখন ওর বিড করার মতো টাকা পকেটে নেই। এর আগেই ঘড়ি আংটি সব বিড দিয়ে হেরেছে। এমন কি আমার ঘড়িটা অবধি ধার নিয়ে খুইয়েছে। কিন্তু তবু মুখে মুখে বিড দিয়ে যাচ্ছিল। শেষ বাজিতে ও আরো দেড় হাজার টাকা হারল। কিন্তু পেমেন্টের টাকা নেই। কী অবস্থা ভাবুন। লালু সঙ্গে সঙ্গে ওর কলার চেপে ধরল, টাকা না দিয়ে যেতে পারবে না। রাজুর তখন কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। আমি জানতাম বেচারা মোটেই বড়লোক নয়। একটা বিদেশী ফার্মের অফিসার। মাইনে ভালই পায়, কিন্তু ঝপ্ করে দু'আড়াই হাজার টাকা জুয়ায় হেরে যাওয়ার মতো ভাল অবস্থা তো নয়। রাজু অনেক কাকুতি মিনতি করছিল, কিন্তু লালু আর তার তিনটে রাফিয়ান বন্ধু ওকে চেয়ারে বসিয়ে রেখে দরজা বন্ধ করে দিল। বলল, যেতে দেবো না, তবে ফোন করতে দেবো। কল সামওয়ান হু উইল পে ফর ইউ।

রেমির হাত-পা হিম হয়ে যাচ্ছিল গল্প শুনে। বলল, কী সাঙ্ঘাতিক !

সাঙ্ঘাতিক আর কী শুনলেন ! এর পরের ঘটনা আরো সাঙ্ঘাতিক। রাজু যখন বলল যে, ফোন করে কাউকে পাওয়ার উপায় নেই তখন লালু কী বলল জানেন ? বলল, ঠিক আছে, তোমার গার্ল ফ্রেণ্ডকে রেখে দিচ্ছি। রাত দশটার মধ্যে যদি টাকা নিয়ে না আসতে পারো তবে রাত্রিবেলা উই ক্যান এনজয় হার।

রেমি কাকিয়ে ওঠে, মাগো! আপনি কী করলেন ?

ধারা একটু হেসে বলে, আপনি ভয় পাচ্ছেন ! কিন্তু ইটস্ অল ইন দি গেম। এসব তো ঘটতেই পারে। তবে আমার যেটা ভয় হচ্ছিল সেটা রাজুকে নিয়ে। আমি জানতাম রাজু ইজ এ কাওয়ার্ড এবং আমার প্রতি সফটনেস থাকলেও হি ইজ অলওয়েজ ইন টু মাইণ্ডস। ও হয়তো আমাকে রেসকিউ করতে আসবে না।

তবু গুণ্ডাদের সঙ্গে থাকতে রাজি হলেন ?

আমি রাজি হয়েছিলাম কে বলল ? বাট দে ডিডন্ট কেয়ার টু আস্ক্ মি। আমার মতামতের তোয়াক্কা করেছিল নাকি ?

আপনি কিছু করলেন না ?

ধারা হেসে ফেলে বলে, একজন মেয়ের পক্ষে যা সম্ভব সবই করেছিলাম। চেঁচিয়েছি, কামড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছি। রাজুও আপত্তি করছিল মিনমিন করে। বণ্ড লিখে দিতে চাইছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

রেমি উদ্বেগের গলায় বলে, রাজু চলে গেল ?

যেতে চাইছিল না। কিন্তু লালু এবং তার বন্ধুরা শিকারের গন্ধ পেয়ে গেছে। তাই রাজুকে একটু ম্যানহ্যাণ্ডেল করে বের করে দিল। তখন সন্ধে সাড়ে সাতটার মতো বাজে। ওরা বলে দিল, রাত দশটা পর্যন্ত ডেডলাইন। তারপর আমাকে ওরা যা খুশি করবে।

রাজু পুলিসে খবর দিতে পারত তো !

পারত। তবে লাভ ছিল না। পরে ওকে হয়তো ওরা খুন করত, আর পুলিসও কি কিছু করত ভাবেন ?

www.MurchOna.com

তারপর কী হল ?

ধারা খুব হাসতে লাগল। একদম প্রাণখোলা হাসি। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, আপনি হলে বোধ হয় মূর্ছা যেতেন !

শুধু মূর্ছা ! ভয়ে হার্টফেল করতাম।

আমারও ভীষণ ভয় করছিল ! তবে ওরা কথা রেখেছিল কিন্তু। রাজুকে বের করে দিয়ে ওরাও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমাকে একা রেখে।

আপনি পালালেন না ?

কী করে পালাবো ? দরজা বন্ধ করে গেল যে !

তারপর ?

আমাকে অবশ্য দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি। ঘণ্টা খানেক পরেই দরজা খুলে দারুন স্মার্ট একটা ছেলে ঘরে ঢুকল। দেখে আমি অবাক। ওরকম একটা বিচ্ছিরি জায়গায় এরকম ভদ্র আর অ্যারিস্টোক্র্যাট চেহারার একজন ইয়ংম্যানকে দেখব ভাবতেই পারিনি।

সেই কি ও ?

ধারা খুব হেসে ওঠে। মাথা নেড়ে বলে, হি ইজ রিয়েলি স্ট্রাইকিং, তাই না ?

রেমি বিরস মুখে বলে, আমি তো তাই শুনি। মেয়েরা বলে। তারপর ?

আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি লালুর হোস্টেজ ? আমি তখনো ভয়ে সিঁটিয়ে আছি। বললাম, হ্যাঁ। কাইণ্ডলি আমাকে ছেড়ে দিতে বলবেন ? ও একটু হাসল। বলল, লিবারেশন কি এত সোজা ? জুয়া খেলতে অচেনা জায়গায় যখন আসতে পেরেছেন তখন বাকিটাও পারতে হবে।

বলল ?

বলল, তবে একটু হাসি ছিল মুখে। বুঝতে পারছিলাম, ইয়ার্কি করছে। হি ইজ নট সিরিয়াস।

তারপর কী হল ?

বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না। ওর সঙ্গে আমার আরো কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। আজ আর ডিটেল মনে নেই। তবে কাটা কাটা কথা, ডিবেটের মতো। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার ভিতরে সামথিং ওয়াজ টিকিং।

কী সেটা ?

একটা আর্জ। আকৃতি। লোকটাকে আমার ভীষণ ইন্টারেস্টিং লাগছিল। আমাকে অনেক প্রশ্ন করল। কোথায় থাকি, কার সঙ্গে থাকি, কী করি, উড়নচণ্ডী কেন, এসব। আমিও জবাব দিচ্ছিলাম। কিন্তু খুব হাসি পাচ্ছিল আর মজা লাগছিল।

ভয় করছিল না ?

একদম না। একটু আগেও যে সাঙ্ঘাতিক ভয় পাচ্ছিলাম তা ওকে দেখে একদম উবে গেল। বললাম না, সামথিং ওয়াজ টিকিং ইনসাইড মি !

ওরা কিছু করল না ?

না। ওদের আর দেখতেই পেলাম না। ধ্রুব আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিল মিনিট পনেরো ধরে। তারপর বলল, চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি। আমি ওর পিছু পিছু নেমে এলাম। ও আমাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমিই ওকে বললাম, আমার ফ্ল্যাট পর্যন্ত চলুন, প্লীজ।

ও রাজি হল ?

কেন হবে না ?

শুনেছি ও মেয়েদের বেশী পাত্তা দেয় না।

আমাকেও দিয়েছিল নাকি প্রথমে ? বলে ধারা খুব হাসল। মাথা নেড়ে বলল, মোটেই ভাববেন

www.MurchOna.com

না যে এক কথায় পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছিল। আমাকেই বেশ খানিকটা সাধাসাধি করতে হল। বললে বিশ্বাস করবেন না। অন্য মেয়ে হলে ওই জায়গা থেকে পালানোর প্রথম চান্স পেলেই আর পিছু ফিরে তাকাত না। কিন্তু আমি একটু অন্যরকম। পালানোর চেয়ে ইনভলভমেন্ট আমার বেশী ভাল লাগে।

রেমি করুণ গলায় বলে, আপনার খুব সাহস।

তা বলতে পারেন। তবে সাহস করে আমি ঠকিনি। আলটিমেটলি দেখেছি, মেয়েরা স্বাধীন হয়ে থাকতে চাইলে থাকতে পারে। একটু-আধটু অসুবিধে যা হয় তার তুলনায় লাভই বেশী।

আপনি কি একা থাকেন ?

একদম একা। একটা সরকারী ফ্ল্যাট আছে আমার। ওনারশিপ।

চাকরি করেন ?

নিশ্চয়ই।

বাড়ির কেউ নেই ?

সবাই আছে। মাঝে মাঝে যাই। আমার বাবা অবশ্য গত বছর মারা গেছেন। কিন্তু তিনি আমাকে কোনো কাজে বাধা দেননি। ইন ফ্যাকট লিবারেশনের প্রথম পাঠটা তাঁর কাছেই শেখা।

ওর সঙ্গে কি আপনার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ?

ধ্রুব ?

হ্যাঁ। বলে রেমি লজ্জায় লাল হয়।

ধারা সামান্য একটু হেসে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, প্রসঙ্গটা খুব সেনসিটিভ।

ধারা এই প্রথম সত্যিকারের গম্ভীর হল। রেমি দেখল, গম্ভীর মুখ ধারাকে মানায় না। সৌন্দর্যটা যেন অর্ধেক কমে যায়।

রেমি বলল, অবশ্য আপত্তি থাকলে শুনতে চাই না।

ধারা মাথা নেড়ে বলল, আমার লুকোনোর কিছু নেই। আপনাকে ফ্র্যাংকলি বলতে পারি, সারা জীবনে এই একজন পুরুষ সম্পর্কেই আমি দুর্বল। সেন্টিমেন্টাল কোনো ব্যাপার আমার ছিল না। বান্ধবীর চেয়ে আমার ছেলে-বন্ধু বেশী। তাই ইমোশন কমে গেছে। তবু ধ্রুব হ্যাজ ডান সামথিং টু মি। কিন্তু মেয়েদের যে আলাদা ইনস্টিংট থাকে তা দিয়ে বুঝতে পারি, হি ইজ ইনভিনসিবল্।

তার মানে ?

ও কোনো মেয়েকেই কানাকড়ি মূল্য দেয় না।

আপনার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা হয়নি ?

ধারা আবার হাসল, বলল, হয়েছে, আবার হয়ওনি। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ওর সবটাই প্লে-অ্যাকটিং। অনেক সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও হি নেভার স্লেপ্ট উইথ মি, নেভার কিস্‌ড মি।

রেমির মাথা ঘুরছিল। চোখ কিছুক্ষণ বন্ধ করে রইল সে। টের পেল, চোখের কোলে জল টলটল করছে।

ধারা হাত বাড়িয়ে তার একটা হাত ধরে বলল, আপনি একটু ইমোশনালি আপসেট। আজ বরং আমি যাই !

রেমি কিছু বলতে পারল না। থম মেরে বসে রইল।

বহুক্ষণ বাদে যখন চোখ খুলল তখন ঘরে ধারা নেই।

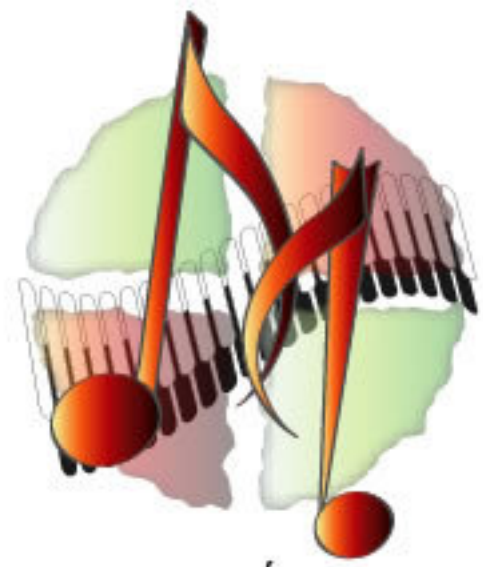

www.murchona.com

Durbin by Shirshendu Mukhopadhyay

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com